'শাপর্ণা' সর্ব ভারতীয় শাড়ী, কুর্তি, প্রভৃতির খুচরো এবং পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র (AC Show Room)
[কেনাকাটার সাথে পুরী যাতায়াতের দুটি ফ্রি ট্রেন টিকিটের সুযোগ। * শর্তাবলী প্রযোজ্য]
ঠিকানা
৩৮৯, রাণী রাসমণি বাগান,
সন্তোষপুর, যাদবপুর, কোলকাতা-৭০০ ০৭৫
মোবাইল : ৯৬৭৪৩৬২৯৫৪
(হোয়াটস অ্যাপ)/৮০১৭৮২৬১৩৮

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ২৮ বৈশাখ – ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ ঃ ১২ মে – ১৮ মে, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 29, 12 May - 18 May, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

রত্নমালা
গ্রন্থরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : গৃহেস্থর বাড়িতে মানুষের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বহাল

তবিয়তে দিন কাটায় জন্তু-জানোয়াররা। ঠিক তার উল্টো ছবি মিলল আলিপুর চিড়িয়াখানায়। সেখানকার পশুদের উচ্ছিষ্ট মাংস নানা হোটেল রেস্তোরাঁ ঘিরে চলে যাচ্ছে মানুষের পেটে। একেই না বলে প্রকৃত সহাবস্থান।

রবিবার : মানব সভ্যতা নিশ্চয়ই এগোচ্ছে। পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশে পাড়ি দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে অন্য গ্রহে। কিন্তু মানবতা কি পিছোচ্ছে?

প্রশ্ন তুলে দিল সরকারি স্কুলে যৌন নিগ্রহের তদন্তে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত।

সোমবার : আফগানিস্তানের বাগনান প্রদেশে ভারতীয় বিদ্যুৎ

সংস্থায় কর্মরত সাত জন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারকে অপহরণ করল দুষ্কৃতীরা। অপহৃত আফগান চালকও। তালিবানের যোগ দেখছে পুলিশ।

মঙ্গলবার : পচা মাংসের কারবার এদিক ওদিক ঘুরে

একেবারে কলকাতা পুরসভার দোরগোড়ায়। নিউ মার্কেটে। পরিকাঠামো আর আইনের অভাবে প্রশাসন নির্বিকার। তাই বাধ্য হয়ে রোগের চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ ভাল এই ফর্মূলায় বিধাননগর, সোনারপুর সহ নানা ভাগাড়ে লাগানো চলছে সিসি ক্যামেরা।

বুধবার : পশ্চিমবঙ্গের ভোটরঙ্গ পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঘটে গেল বিপ্লব। ভোট পদ্ধতিতে ই-মনোনয়ন বৈধতা পাওয়ায় এবার ই-ভোট

এবার ঝড় তুলতে পারে সংস্কারের দাবিতে। এর আগে হোয়াটস্ অ্যাপে পাঠানো মনোনয়নও বৈধতা পেয়েছে।

বৃহস্পতিবার : পরিবেশ বাঁচাতে মানুষকে ৫০০ নিয়মিত অভ্যাসের দাওয়াই দিলেন কেন্দ্রীয় বন ও

পরিবেশমন্ত্রী। নাম দিয়েছেন 'গ্রিন গুড ডিডস' কিন্তু বায়ুদূষণে বিশ্বের ২০টি শহরের মধ্যে ১৪টিই কেন ভারতের এবং তা কমাতে সরকার কি ভাবছে তা জানালেন না মন্ত্রী।

শুক্রবার : ট্রেনে উঠতে ও নামতে গেলে কোনও যাত্রী আহত

বা নিহত হলে তাকে দুর্ঘটনা হিসাবে গন্য করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে রেলকে। যাত্রীকে দায়ী করে এড়ানো চলবে না। ঐতিহাসিক রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

অবাধ খাদ্য সন্ত্রাস

ওঙ্কার মিত্র : অবক্ষয়ের শুরু সত্তর বছর আগে থেকেই। স্বাধীনতার পর দেশীয় শাসকদের অপরিকল্পিত দেশ গঠনের সুযোগে এদেশের ব্যবসায়ীরা সার যেটা বুঝেছেন মুনাফাই মুখ্য। দেশ ও নাগরিকের প্রতি কর্তব্যপালন এখানে গৌণ। তাই বিজ্ঞাপনই হোক বা কথার কৌশল। ক্রেতাদের ঠকানোটাই এখানে দস্তুর। অন্যান্য ক্ষেত্রে নানা বাধা নিষেধের বেড়াজাল সাজানো থাকলেও খাদ্যে একেবারে স্বর্গরাজ্য। ষাট-সত্তর দশকে চালে কাঁকড়, দুধে ভেজাল, বেবি ফুড অমিল নিয়ে শোরগোল কম হয়নি। কালোবাজারী নিয়ে মিটিং, মিছিল, স্লোগান, ধর্মঘট কম হয়নি। ভেজাল নিয়ে একটা গোটা কবিতা লিখে ফেলেছিলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য।

সাম্প্রতিক মাংস কাণ্ড, দুধে ডিটারজেন্ট, চালে প্লাস্টিক, ঘিয়ে পশুর চর্বি, সব্জীতে মারাত্মক রাসায়নিক, সরবতে মৃতদেহের বরফ, খাবারে সীসাযুক্ত রং, মিনারেল ওয়াটারে দুষিত জল সবই সেই অবক্ষয়েরই পূর্ণ প্রকাশ। লোভের চরম আকাঙ্খা। দেশ-দশ গোল্লায় যাক, আমার চাই গাড়ি, বাড়ি, ভোগ বিলাস। সেই শ্মশানে হোক বা কবরস্থানে, তাতে কোনও আপত্তি নেই। আগে বড় বড় ব্যবসায়ীদের লোভবৃত্তি এখন চুঁইয়ে চুঁইয়ে নেমে এসেছে নিচের দিকে, ভোলা, বিশু, কওসরদের প্রবৃত্তিতে। আর রাজশক্তি নির্লিপ্ত। কড়া আইন প্রণয়নে দ্বিধাগ্রস্ত। ফলে নেই পরীক্ষার পরিকাঠামো, নেই আইনের বেড়াজাল। কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, শাস্তি দেবার প্রক্রিয়া খুবই দুর্বল। তাই ব্যবসায়ীরা খাদ্য সন্ত্রাসে মত্ত। দেশবাসী অসহায়।

সন্ত্রাসের রূপ দুরকম। উপরের সন্ত্রাস যারা খাদ্যরসিক তাদের জন্য। এছাড়াও আর একটা সন্ত্রাস আছে। সেটা হল অভুক্তির সন্ত্রাস। আজও সত্তরের স্বাধীন ভারতে ০৭ শতাংশ ভারতবাসীর একমুঠো অন্নও জোটে না। 'ফুড ফর অল' করেও ১০০ শতাংশ জনগণের মুখে নুন্যতম খাদ্য যোগাতে ব্যর্থ বুলি আওড়ানো দেশীয় শাসকরা।

পৃথিবীর ১১৯টি দেশে সমীক্ষা করে ইন্টারন্যাশানাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট যে গ্লোবাল হাঙ্গারের ইনডেক্স প্রকাশ করেছে তাতে ভারতের বর্তমান স্থান ১০০। ২০১৬ সালে ছিল ৯৭। অর্থাৎ দেশীয় শাসকদের শাসনের মহিমায় আরও তিন ধাপ নেমে গেছে ভারত। চিনের স্থান ২৯। নেপাল ৭২-এ। এমনকি বাংলাদেশের স্থান ৮৮। স্বান্তনা শুধুমাত্র আমাদের উজ্জ্বল করছে পাকিস্তান। তাদের স্থান ১০৮। আর একটি চমৎকার তথ্য হল ভারতের ৩১.৪ শতাংশ মানুষ ক্ষুধার্ত। আপনার আমার কাছে এই তথ্য যতই রোমহর্ষক লাগুক না কেন এসব মোটেই আন্দোলিত করে না ভারতের নেতা-নেত্রীদের। তাঁরা কেউ বিশ্ববাংলা, কেউ ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্নে বিভোর। অর্থাৎ খাদ্য সংকট চলছে চলবে।

আজ যারা মুখ ঢাকা দিয়ে পুলিশের গাড়িতে উঠছে কাল তারাই ফের দাপিয়ে বেড়াবে আমার আপনার এলাকা। এর বিরুদ্ধে লড়তে গেলে হয় খাদ্যাভাস পাল্টান, বাড়তি খাবার নিরন্নের মুখে তুলে দিন নয়তো পরলোকের রাস্তা দেখুন।

ভেজাল, ভেজাল, ভেজাল রে ভাই, ভেজাল সারা দেশটায়,
ভেজাল ছাড়া খাঁটি জিনিস মিলবে নাকো চেষ্টায়।
ভেজাল তেল আর ভেজাল চাল, ভেজাল ঘি আর ময়দা,
'কৌন ছোড়েগা ভেজাল ভাইয়া, ভেজাল সে হ্যায় ফায়দা।'
ভেজাল পোষাক, ভেজাল খাবার, ভেজাল লোকের ভাবনা,
ভেজালেরই রাজত্ব এ পাটনা থেকে পাবনা।
ভেজাল কথা-বাংলাতে ইংরেজী ভেজাল চলছে,
ভেজাল দেওয়া সত্যি কথা লোকেরা আজ বলছে।
'খাঁটি জিনিস' এই কথাটা রেখো না আর চিত্তে,
'ভেজাল' নামটা খাঁটি কেবল আর সকলই মিথ্যে।
কলিতে ভাই 'ভেজাল' সত্য ভেজাল ছাড়া গতি নেই,
ছড়াটাতেও ভেজাল দিলাম, ভেজাল দিলে ক্ষতি নেই।।

– সুকান্ত ভট্টাচার্য

১৩ জনকে দিয়ে ৫৪ হাজারে নজরদারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই কলকাতা মহানগরস্থিত ৩৪ হাজার হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং স্থায়ী খাবারের দোকানের নাম পুরসূত্রে নথিভুক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে ট্রেড লাইসেন্স আছে মাত্র ন'হাজারের। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনও লাইসেন্স ছাড়াই রাস্তায় খাবার বিক্রির দোকান আছে কমপক্ষে আরও ১৯-২০ হাজার। পুর সূত্রে আরও খবর, ওই সব ফাস্টফুড সেন্টার ও ছোটো-বড়ো হরেক রেস্তোরাঁয় তৈরি খাবারের ওপর নজরদারির জন্য কলকাতা পুরসংস্থার রয়েছে মাত্র ১৩ জন খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক (অনুমোদিত পদ ৩০)। গোটা রাজ্যের পরিসংখ্যানটা আরও মর্মান্তিক। স্বাস্থ্য দফতরের খাদ্য-সুরক্ষা আধিকারিকের সংখ্যা মাত্র ১৪ জন (অনুমোদিত পদ ১৯০)। পুর সূত্রে খবর, ওই সব দোকানগুলিকে ট্রেড লাইসেন্স ও ফুড লাইসেন্সের আওতায় আনতে পারলে বছরে প্রায় ৩ কোটি টাকা পুর রাজস্ব আয় হবে। প্রসঙ্গত, ট্রেড লাইসেন্স বা ফায়ার লাইসেন্স হল প্রশাসনিক অনুমোদন।

এ বিষয়ে স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীনবাবুর বক্তব্য, ২০১৬-র নভেম্বরে পুরসংস্থার ফুড ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত ছিল ২২ জন। পরবর্তী দেড় বছর যাবৎ অবসর ও অন্যান্য কারণে তা কমতে কমতে বর্তমানে ১৩ জন সর্বক্ষণ একাজে ব্যস্ত রয়েছে। আরও অন্তত আগের ন'টি পোস্টে নতুন নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুযায়ী আবেদন ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে। আশা রাখি শীঘ্রই নতুন ইন্সপেক্টর পাবো। তবে বরো থেকে পদস্থ অফিসারদের বাজার পরিক্রমায় বের হওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। পুর বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক চয়ন মুখোপাধ্যায় জানান, ওই ৫৪ হাজার হোটেল রেস্তোরাঁর সংখ্যা যে বলছেন, সংখ্যাটা ঠিক আছে। বৃহত্তর কলকাতার পাড়ার মোড়ে মোড়ে কত নতুন নতুন ফুড সেন্টার গড়ে উঠেছে পুর সংস্থা সে খবর কী রাখে। আর রাজ্য সরকারেরই তো দেড়শোর অধিক ফুড ইন্সপেক্টরের পদ পাঁচ বছরের অধিক শূন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। ওরা কী কলকাতা পুরসংস্থার ফুড ইন্সপেক্টর ১৩তে নেমে এসেছে, তার পরবর্তী নতুন ইন্সপেক্টর দেওয়ার বিষয়ে ভাববে? দেখুন না আগামী দিনে ওই ১৩ জনই কোথায় এসে দাঁড়ায়।

২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি পুর প্রতিনিধি বিজয় ওঝা ফোনে বলেন, কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ কলকাতার সর্বত্র রঙিলা ভরে ভাবছে কলকাতা মহানগরের উন্নয়ন কাজ শেষ হল। কলকাতা বাসীর স্বাস্থ্য থেকে খাদ্য বিষয়ের পরিকাঠামোর উন্নয়ন বিষয়ে এই তৃণমূল সরকার বরাবরই ব্যর্থ। রঙচঙ করে কি আর স্বাস্থ্যে উন্নয়ন আনা যাবে? উল্লেখ্য পুরসংস্থায় তৃণমূল জমানার বয়স হয়ে গেল আট বছর।খাদ্যের গুণমান পরীক্ষার জন্য অত্যাধুনিক মানের ল্যাবোরেটরি আজও গড়ে তুলতে পারল না

ভাগাড় কাণ্ডে ক্রেতা সুরক্ষা দফতর নীরব

কল্যাণ রায়চৌধুরী : 'ষোলো কলা পূর্ণ' বলে বাংলায় একটা প্রবাদ আছে। বর্তমানে রাজ্য জুড়ে তোলপাড় ফেলা অতি অমানবিক ও অতি পৈশাচিক ভাগাড় কাণ্ডও যেন এই প্রবাদেরই প্রতিফলন। দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় রমরমিয়ে চলা এই ভাগাড় কাণ্ডেরও যখন ষোলো কলা পূর্ণ হয়েছে, তখনই তা বিস্ফারিত হয়ে চলে এসেছে প্রকাশ্যে। এই চক্রের কুশীলবদের পক্ষে তাকে আর আড়াল করা সম্ভব হয়নি। আর এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল প্রশাসনের অকর্মণ্যতা ও অসহায়তা। রাজ্য সরকারের নির্দেশে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু হয়েছে ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরপরই। এই চক্রের কয়েকজনকে গ্রেফতার করার পর তাদের জেরা করে পুলিশ আরও বিভিন্ন জায়গার হদিশ পায় ও আরও কিছু অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু তদন্ত যত এগোচ্ছে, তত এই পৈশাচিক ভাগাড় কাণ্ডের শিকড়ের বিস্তৃতি

কমিটিতেও নেই ক্রেতা সুরক্ষা

পরিলক্ষিত হচ্ছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বাধ্য হয়ে নবান্নে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেছেন রাজ্যের মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটিতে থাকছেন প্রতিটি জেলার জেলা শাসক, পুলিশ সুপার ও মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকগণ। কিন্তু ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের কাউকেই এই কমিটিতে না রাখার বিষয়টি রীতিমতো বিস্ময়ের বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মহল। কারণ তাদের মতে এই ভাগাড় কাণ্ড বিষয়টি ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের আওতাধীন। এ বিষয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসতের ডিস্ট্রিক্ট কনজিউমার বলেন, 'এই কমিটিতে ক্রেতা সুরক্ষা দফতর হিসেব মতো সবার আগে থাকা উচিত। এই ভাগাড় কান্ডের সূচনা পর্বে ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে সাংবাদিকদের কাছে বিবৃতি দিয়ে ছিলেন যে আমার দফতরে তো অনেক ল্যাব আছে এবং খাদ্যের গুণমান পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞও আছেন। মুখ্যমন্ত্রী বললে আমি তাদের কাজে লাগাতে পারি। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, এর পরেও মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে কোনও দায়িত্ব দিলেন না। এটা দুর্ভাগ্যজনক। কারণ ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের একটা বড় পরিকাঠামো রয়েছে। যেমন ফুড ইন্সপেক্টররা আছেন, তেমনই পরিমাপ দফতর আছে। এছাড়া খাদ্যে ভেজাল, রঙ ইত্যাদি দেখাশুনোর জন্যও রয়েছে নিজস্ব পরিকাঠামো। এই সঙ্গে রয়েছে ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের একটা বড় সংখ্যক এনজিও সংস্থা। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় যার সংখ্যা প্রায় শতাধিক। এই সংস্থাগুলি দুধরনের। একটি হল, রাজ্যস্তরের। যেগুলোকে বলে স্টেট কনজিউমার প্রোটেকশন কাউন্সিল। অন্যগুলি জেলাস্তরের। এগুলিকে বলে ডিস্ট্রিক্ট কনজিউমার প্রোটেকশন কাউন্সিল। সংক্ষেপে এদের এসসিপিসি এবং ডিসিপিসি বলে। এই এনজিও সংস্থাগুলোকে এই কাজে সংযুক্ত করানো যেত। কারণ এরা তো ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের হয়েই কাজ করে। কিন্তু রাজ্য সরকার ক্রেতা সুরক্ষা দফতরকে কাজে লাগাচ্ছে না, এটা বোঝা যাচ্ছে না।' এ প্রসঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসতের ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর রামকৃষ্ণ মণ্ডলে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এটা রাজ্যস্তরের ব্যাপার। এ বিষয়টা মূলত। দেখছেন ডিরেক্টর, চিফ সেক্রেটারি এঁরাই। রাজ্যস্তরে এটা দেখাশুনো হচ্ছে। আমরা তো জেলাস্তরে। ফলে তাঁদের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা কিছু করতে পারি না।'

রাস্তার দাবিতে ভোট বয়কট

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অবহেলিত পিছিয়েপড়া ব্লক বাসন্তী। সেই বাসন্তী ব্লকের উত্তর মোকামবেড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েতের ১৪৮ নং বুথের আম।তলা ভুঞ্জপাড়ার মাটির রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত। পঞ্চায়েতের অন্যান্য সব রাস্তাগুলি পাকা এবং ইটের হলেও এই রাস্তাটি অবহেলিত হয়ে রয়েই গেছে। বর্ষার সময় কোন রোগী কে নিয়ে যাওয়া যায় না,এবং স্কুলের ছেলেমেয়েদের যাতায়ায় করতে হয় খুবই কষ্ট করে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ প্রতিবার নির্বাচন আসলে প্রতিশ্রুতির বন্যা ছড়ায় প্রার্থীরা,আর ভোট মিটে গেলে কারোর টিকি মেলে না। তাই এবার নির্বাচনে গ্রামের মহিলারা ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন। প্রাক্তন শিক্ষক অনাদীরঞ্জন হাইত,মনোরঞ্জন ভঞ্জ বলেন প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যে পাকারাস্তা না হওয়ায় বর্ষাকালে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এবার আগে রাস্তা না তৈরি হলে আমরা ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ভোট হোক সন্ত্রাস বিরোধী

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, আশঙ্কা হাইকোর্ট চত্বর ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল সুপ্রিম কোর্টের আঙিনায়। একই দিনে দুই আদালতের রায়ে আশঙ্কার ছবি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভোট পরিচালনায় হস্তক্ষেপ না করে হাইকোর্ট সন্ত্রাস হলে সরকারি নিরাপত্তায় সন্তুষ্ট আধিকারিকদের বেতন ও সম্পত্তি দ্বারা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আবার

আদালতের নির্যাস

সুপ্রিম কোর্টও ই-মনোনয়নের কাঁটা সরিয়ে দিয়েও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই বিচারপতিরা সন্দেহের উর্দ্ধে উঠতে পারেন নি। রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের মত করে ব্যাখ্যা করলেও রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ভোট পরিচালনা করতে হবে সন্দেহের মধ্যে থেকেই। মনোনয়ন পর্বে শাসক দলের কৌশলে প্রভাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখে ইতিমধ্যেই আশঙ্কা ছড়িয়েছে বঙ্গবাসীর মধ্যে। সেই মেঘ আরও ঘন কালো হয়েছে মনোনয়ন পর্ব শেষ হওয়ার পরেও। শাসক দল নিজেরাই ভোট সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ছুটে গিয়েছে রাষ্ট্রপতির দরবারে, স্মারক লিপি দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে। বিরোধীরা তো রোজই সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে রাষ্ট্রপতি শাসনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এরপর বাকি রয়েছে ভোট পর্ব, গণনা পর্ব এবং বিজয় পর্ব। আইন বিশেষজ্ঞদের মত সন্ত্রাস সংগঠনের এই মঞ্চগুলো ভেঙে দিতেই হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট জোড়া চাপে রাখার চেষ্টা করেছে কমিশন ও ভোট পরিচালক আধিকারিকদের। সত্যিই এই দাওয়াই কাজ করল কিনা তা বলবে আগামী ১৪ ও ১৭ মে।

গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের জন্য হাহাকার

বৃহত্তম জল প্রকল্প প্রহসনে পরিণত

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ-২ নম্বর ব্লকের ডি-রায়পুর অঞ্চলে অবস্থান করছে এশিয়ার বৃহত্তম আর্সেনিক মুক্ত জলপ্রকল্প। কিন্তু এই প্রকল্পের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বের গ্রামগুলিতে এই ঠাঁ ঠাঁ গরমের দিনেও বাড়ির পাইপ লাইনে জলের দেখা নেই। দক্ষিণ রায়পুরী, মধ্য রায়পুর, গদাখালির বাবাতলা গ্রামে ঘুরে অজস্র অভিযোগ শোনা গেল। বাবাতলা গ্রামের বাসিন্দা অরবিন্দ মণ্ডল জানালেন, প্রল্প তৈরি হওয়ার সময় জলের দরে আমি ৬ বিঘা জমি দিয়েছিলাম। তখন সিপিএমের লোক বলেছিল সরাবছর পানীয় জল মিলবে। কিন্তু এখন আমাকে জল কিনে খেতে হচ্ছে। অনেকে আবার পুকুরের জল ফিটকিরি দিয়ে খাচ্ছে। গ্রামে একটা টিউবওয়েল আছে, রাত দুটো থেকে সেখানে জলের জন্য গ্রামের মানুষ লাইন দিচ্ছে।

ডি-রায়পুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দেবু দাস জানালেন, অবস্থা খুবই ভয়াবহ। পানীয় জলের সমস্যায় গ্রামবাসীরা মহা ফাঁপড়ে পড়েছে।

গজাপোয়ালী অঞ্চলেও একই সমস্যা। মানুষের প্রশ্ন আমরা যারা বৈধ অনুমতি নিয়ে মাসে মাসে জলের জন্য টাকা দিচ্ছি তারা জল পাব না কেন? অনেকে আবার অভিযোগ করছেন, জলের স্বাদ আর আগের মতো নেই। জল ঘোলা আসছে। অনেক জায়গায় জলের পাইপ ফেটে গেলেও, দীর্ঘদিন সংস্কার হচ্ছে না। অথচ মাস খানেক আগে পৈলানে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী জনস্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের এ ব্যাপারে তৎপর হতে বলেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় বলেন, নিশ্চয় কোথাও টেকনিক্যাল ফল্ট হচ্ছে। আমি এলাকাগুলো ঘুরে দেখব। তিনি আরও বলেন, পঞ্চায়েত ভোটের কারণে বিধিনিষেধ থাকায় অনেক এলাকায় টিউবওয়েল বসানো যাচ্ছে না। ভোট পর্ব মিটলেই টিউবওয়েল বসানো হবে।

প্রকল্পের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নীলাদ্রি ভট্টাচার্য বলেন, অবৈধ বাড়ির সংযোগ বন্ধ না কবলে সমস্যা মিটবে না।

জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, ২০১০ সালের ৩০ এপ্রিলের পর থেকে কোনও জলের সংযোগ দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তা সত্ত্বেও হাজার হাজার অবৈধ সংযোগ হয়েছে। এর ফলে উৎপাদনের সঙ্গে চাহিদার সামঞ্জস্য হচ্ছে না। তাই এই সমস্যা। অবৈধ সংযোগ কাটতেই হবে। পাশাপাশি সরকার চিন্তাভাবনা করছে ওই প্রকল্পের রি-মডেলিং করার। তার জন্য প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা লাগবে। দফতরের মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জিকেও সব কিছু অবগত করা হয়েছে।

দক্ষতা সত্ত্বেও স্বর্ণ শিল্পীরা চরম সংকটে

সঞ্জয় চক্রবর্তী : অসাধারণ দক্ষতা, শিল্প নৈপুণ্য ও স্বল্প মজুরি সত্ত্বেও এ রাজ্যের স্বর্ণ শিল্পীরা চরম দুর্দশার শিকার। সংসার চালানো দায় হয়ে উঠেছে তাদের। মন না চাইলেও পেটের তাগিদে শিল্পীর হাত হয়ে উঠছে সবজি বিক্রি, রাজমিস্ত্রী, নির্মাণ কাজের জোগাড়ে সহ অন্যান্য কাজের হাতিয়ার। কেউ প্রাণ বাঁচাচ্ছেন অন্য রাজ্যে আশ্রয় নিয়ে। সেখানে নাকি এখনও কিছু কাজ রয়েছে, মজুরিও তুলনামূলকভাবে ভালো।

এই পরিস্থিতি যে মোটেই কষ্টকল্পনা নয় তা বোঝা যায় এ রাজ্যের স্বর্ণনগরী বলে পরিচিত হাওড়ার ডোমজুড়ে গেলে। এখানে তৈরি অলঙ্কার দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করলেও আজ তার করুণ অবস্থা। একের পর এক কারখানা বন্ধ। যে কটি খোলা আছে তার বেশিরভাগেই হচ্ছে পিতলের ইমিটেশনের কাজ। স্বর্ণলক্ষ্মী বিদায় নিয়েছে ডোমজুড় থেকে। অথচ কয়েক বছর আগেও এখানে অগুন্তি কারখানায় বসে নিবিষ্ট মনে শয়ে শয়ে শিল্পীরা সোনার পাতে ফুটিয়ে তুলতেন লতা-পাতা, ফুল, তারজালের মোহময় ডিজাইন।

কেন এমন হল? শিল্পীরা জানালেন, এর জন্য দায়ী অর্ডারের অভাব এবং স্বর্ণব্যবসায়ীদের বেশি মুনাফার লোভ। এরা একদিকে মেশিন বসিয়ে শিল্পীদের পেটে লাথি মারছেন অন্যদিকে যেকজন শিল্পী আছেন তাদের মজুরি আটকে দিয়ে বা যখন তখন ছাঁটাই করে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন। আগে এখানে হাতে আঁকা হতো ডিজাইন। সেই ডিজাইন দেখে কারিগররা সোনা বা রূপা গলিয়ে পাত তৈরি করে তা কেটে কেটে

ডিজাইন অনুযায়ী গয়না তৈরি করতেন। তারপর সেটিং কারিগররা তার উপর বসাতেন নানা ধরনের পাথর। এরপর পালিশ। সবটাই হতো হাতে। এখন কম্পিউটারে অল্প সময়ে অনেক ডিজাইন তৈরি হচ্ছে। প্রতি ডিজাইন থেকে তৈরি হচ্ছে মাস্টার। তার থেকে রবার জাতীয় পদার্থের মিশ্রণ তৈরি হয় ডাই বা ছাঁচ। এই ছাঁচে থেমে মোম গলিয়ে ঢাললে হয় মোমের ছাঁচ। তার উপর বসানো হয় পাথর। পাথর বসানো মোমের ছাঁচে প্লাস্টার অফ প্যারিস ঢেলে তার উপর সোনা বা রূপা ঢাললেই তৈরি হয়ে গেল পাথর সেটিং গয়না। এরপর পালিশ ডিজাইন থেকে ডাই থেকে সেটিং থেকে পালিশ পুরো পদ্ধতিটাই হচ্ছে মেশিনে। হস্ত শিল্পীদের কোনও ভূমিকা নেই এখানে। শুধু তাই নয়। মেশিনে অল্প সময়ে তৈরি হয় একই ডিজাইনের একাধিক গয়না। ফলে উধাও হচ্ছে হস্ত শিল্পীদের কাজ। সংকটে হাজার হাজার স্বর্ণশিল্পী।

স্বর্ণ শিল্পীদের এই সংকট থেকে বেরোবার উপায় খুঁজতে স্বর্ণশিল্পী বাঁচাও কমিটি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন নানা সমস্যা ও প্রস্তাবের কথা। কর্মকর্তাদের মতে প্রচুর দক্ষ কারিগর থাকা সত্ত্বেও এ রাজ্যে স্বর্ণশিল্পের প্রধান সমস্যা বরাতের অভাব। এখানে বাজার মূলত ঘরোয়া চাহিদার উপর নির্ভরশীল। বাইরের অর্ডার এখানে নেই বললেই চলে। তাঁদের মতে এমন মেশিন আনতে হবে যেখানে শুধু পাত, পাইপ ইত্যাদি তৈরি হবে। তাহলে হস্তশিল্পীদের বাঁচানো যাবে। সারা পৃথিবীর ক্রেতাদের সামনে স্বর্ণশিল্পের দক্ষতায় এগিয়ে থাকা এই রাজ্যের সামগ্রী তুলে ধরতে হবে। তাই আগামী বছর ১২ থেকে ১৪ জানুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল জুয়েলারি শো করার প্রস্তুতি চলছে। সঙ্গে মেশিনের প্রদর্শনী হবে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে। কর্তাদের আশা এর ফলে প্রচুর অর্ডার পাওয়া যাবে।

কাজ আসলে শিল্পীরাও বাঁচবেন। তবে কাজ হারানো শিল্পীরা এই উদ্যোগেও তেমন আশা দেখছেন না। তাঁদের মতে এসব স্বর্ণ ব্যবসায়ী মালিকদের নানা কৌশল। এতে আখেরে শিল্পীদের কোনও উন্নতি হবে বলে মনে হয় না। তাঁরা বরং চান সরকার এগিয়ে এসে শিল্পীদের পাশে দাঁড়াক। তবে পরিস্থিতি বদলাবে।

আগের উচ্চতার কাছে ধাক্কা খেয়ে ফের কারেকশনে যেতে পারে বাজার

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

১১ হাজারের নিফটি একটা বড় গোত্তা খেয়ে ১ হাজার পয়েন্ট নিচে আসার পর তার সম্বিৎ ফেরে। আর এখন সেই সম্বিত সওয়া সম্বিত হয়ে ভারতীয় সূচককে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জোরকদমে। যার জেরে ৩ মাস মুখ ভার করে থাকা সূচকজোর এখন ফের উর্দ্ধগগনে ডানা মেলেছে। ১০-১২ শতাংশের এই কারেকশনের পর নিফটি অনেক টালবাহানা করে বেশ কয়েকটি রেজিস্ট্যান্সে। এর মধ্যে ১০,৪০০ পার করার পর নিফটি জানান দিচ্ছিল তার ভিত শক্ত হচ্ছে। তার কদিনের মধ্যে ১০,৬০০ হয়ে অতঃপর ১০,৮০০-র ঘাড়ের কাছে শ্বাস নিতে আরম্ভ করে দেয় নিফটি বাবাজীবন। যদিও এই জায়গায় একটা কড়া ট্যাকল বা চার্জ শুরু হয়েছে। সেটা যদি সামলে নিতে পারে নিফটি সেক্ষেত্রে আরও একবার আগের উচ্চতা ১১ হাজারকে স্পর্শ করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে তারপর কী হবে?

১১ হাজারেই কি খেল খতম হয়ে যাবে? ফের সুরসুর করে নিচের দিকে চলে আসতে পারে নিফটি। এটা বলার কারণ হচ্ছে এমন কিছু ভালো রসদের আমদানি ঘটেনি যার জোরে বুক ঠুকে বলা যাবে সূচক আরও বাড়তে পারে। দেশ বা বিদেশ থেকে সেরকম কোনও বলার মতো খবরও নেই যা অর্থবাজারকে ওপরের দিকে টেনে তুলতে পারে। তাছাড়া এক সপ্তাহের মধ্যে কর্ণাটকের গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল সামনে চলে আসবে। এই ভোটের রেজাল্টের ওপর ভারতীয় শেয়ার বাজারের সাময়িক ছন্দপতন বা উত্থান হবে তা এক প্রকার নিশ্চিত। এটা ঠিক কর্ণাটকে বিজেপির পক্ষে আশার আলো এখনও তেমনভাবে নেই। তবে কংগ্রেসের পক্ষেও বিরাট কোনও খবর আনছে না এই রাজ্যটি। সেক্ষেত্রে বিজেপি এখানে দখলদারি কায়েম করতে পারলে বাজারের পক্ষে ইতিবাচক আবহ তৈরি হবে। যদি আবার উলটো কিছু ঘটে তাহলে নিশ্চিতভাবে ধাক্কা খাবে অর্থবাজার।

পাশাপাশি অন্য একটা মতও ঘুরে বেড়াচ্ছে শেয়ার বাজারের অলিন্দজুড়ে। সেটা হল, একটা ছোট মোচড় কি ফের দেখতে চলেছে অর্থ বাজার। অন্তত এই সপ্তাহের পড়ন্ত দুপুরে একাধারে কড়া রোদ্দুর আর অন্যদিকে সবে লু'র হাওয়ার সংমিশ্রণে এমন একটা মনোভাব বেশ ভালোভাবেই সঞ্চারিত হতে শুরু করল শেয়ার বাজারে। মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন ইতিমধ্যেই প্রায় ৮ মাস হল ৯ হাজারের ওপর পাকাপোক্ত সংসার জমিয়ে বসে গিয়েছে নিফটি। ১০ হাজারের ওপরেও বেশ কিছুদিন মৌতাতে কাটিয়ে দিয়েছে সে। পরিসংখ্যানের দিক থেকে সেটাও মাস খানেক হল তো বটেই। অর্থাৎ আবহ সবদিক থেকেই তৈরি বুল বাজারকে সাদরে সম্বর্ধনা জানানোর। আর বুলদের সম্বর্ধনা জানানোর এই মঞ্চে বেয়াররা যে খাবি খাবেন তা তো আর বলে দিতে হবে না। হচ্ছেটাও ঠিক তাই। বেয়াররা কোনওভাবে কিছু দাঁত বসাতে পারছে না এই বাজারে। বিরাট বড়সড় খারাপ খবর ছাড়া এই মুহূর্তে বাজার খুব নিচে আসবে বলে মনে হয় না। একমাত্র আমেরিকা-উত্তর কোরিয়ার উত্তেজনা চরমে ওঠা বা লেম্যান ব্রাদার্সের দুর্গ ধসে পড়ার মতো খবর ছাড়া ছোটখাটো খবরকে স্রেফ পাত্তাই দিতে চাইছে না শেয়ার বাজার।

সেরকম ছোটখাটো খবর হয়তো অনেক আসবে যা বাজারে অস্থিরতা কায়েম করতে পারে। সেই চাপ সহ্য করার ক্ষমতা অবশ্য এই মুহূর্তে ভারতের বাজার ভালোমতোই অর্জন করতে পেরেছে। কিন্তু এর থেকে বেশি ঘটলে তা নিতে হয়তো পারবে না বাজার। হতে পারে বিদেশের অর্থবাজার বা আমেরিকার ন্যাসড্যাক, ডাওজোন্স ফের ভারতের বাজারকে টেনে নামাতে চাইল। সেক্ষেত্রে যুযুধান প্রতিপক্ষরা কতটা দাঁত কামড়ে টিকে থাকতে পারবে সেটাও বিশেষভাবে বিবেচিত। তার পাশাপাশি এশিয়ার বাজারেও কিছু ওঠানামা সংগঠিত হলে তার প্রভাব পড়তে পারে ভারতের বাজারে। সাধারণ ট্রেডারদের উচিত এখন হুটোপাটি না করে অল্প অল্প করে লাভে থাকা শেয়ার বিক্রি করে হাত খালি করে রাখা। আবার সুযোগ এলে এসব শেয়ারই নিচের দামে কিনে ফেলা সম্ভব হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারে কয়েকশো গ্র্যাজুয়েট

অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুন

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসে কয়েকশো গ্র্যাজুয়েট তরুণ-তরুণী নেওয়া হবে। বিবিধ পদে নিয়োগ হবে। প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন, 'কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল এক্সামিনেশন, ২০১৮'র মাধ্যমে। চারটি পর্যায়ে প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা হবে- কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশন (টিয়ার-১ ও টিয়ার-২), খাতায় কলমে (টিয়ার-৩) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রফিশিয়েন্সি টেস্ট/স্কিল টেস্ট (টিয়ার-৪)। কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশন (টিয়ার-১)। নেওয়া হবে ২৫ জুলাই থেকে ২০ অগস্ট। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে।

নিয়োগ হবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ, অফিস ও ক্যাডারে এইসব গ্রুপ 'বি' ও 'সি' পদে (বন্ধনীতে দফতর) গ্রুপ 'বি'- অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার (ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস), অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার (ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস), অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস), অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো), অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (মিনিস্ট্রি অব রেলওয়ে), অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (মিনিস্ট্রি অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স), অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (এয়ারফোর্স হেড কোয়ার্টার্স), বিবিধ মন্ত্রক, দফতর ও প্রতিষ্ঠানে অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট/সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ইনস্পেক্টর-সেন্ট্রাল এক্সাইজ (সেন্ট্রাল বোর্ড অব এক্সাইজ অ্যান্ড কাস্টমস), ইনস্পেক্টর প্রিভেন্টিভ অফিসার (সেন্ট্রাল বোর্ড অব এক্সাইজ অ্যান্ড কাস্টমস), ইনস্পেক্টর-এক্সামিনার (সেন্ট্রাল বোর্ড অব এক্সাইজ অ্যান্ড কাস্টমস), অ্যাসিস্ট্যান্ট এনফোর্সমেন্ট অফিসার (ডিরেক্টরেট অব এনফোর্সমেন্ট), সাব ইনস্পেক্টর (সি বি আই), ইনস্পেক্টর পোস্টস (ডিপার্টমেন্ট অব পোস্টস), ডিভিশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট (ক্যাগ-এর অধীনস্থ অফিসে), ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল ব্যুরো অব নার্কোটিক্স), সাব-ইনস্পেক্টর (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি), জুনিয়র স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসার (স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টশন)। গ্রুপ 'সি'- ইনস্পেক্টর অব ইনকাম ট্যাক্স (সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস), অডিটর (ক্যাগ-এর অধীনস্থ অফিসে), অডিটর (কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স অ্যাকাউন্টসের অধীনস্থ অফিসে), অন্যান্য মন্ত্রক ও দফতরে অডিটর, অ্যাকাউন্ট্যান্ট (ক্যাগ-এর অধীনস্থ অফিসে), অ্যাকাউন্ট্যান্ট/জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট (অন্যান্য মন্ত্রক ও দফতরে), সিনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট/আপার ডিভিশন ক্লার্ক (সি এস সি এস ক্যাডার ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারি বিবিধ মন্ত্রক ও অফিসে), ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস), ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেন্ট্রাল বোর্ড অব এক্সাইজ অ্যান্ড কাস্টমস), সাব ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল ব্যুরো অব নার্কোটিক্স), আপার ডিভিশন ক্লার্ক (মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্সের অধীনস্থ বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের ডিরেক্টোরেট জেনারেলের অফিসে)।

দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ইনস্পেক্টর (পোস্টস), অ্যাসিস্ট্যান্ট এনফোর্সমেন্ট অফিসার, সাব-ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল ব্যুরো অব নার্কোটিক্স), ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল ব্যুরো অব নার্কোটিক্স এবং আপার ডিভিশন ক্লার্ক (বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন) পদে বিবেচিত হবে না। আপার ডিভিশন ক্লার্ক (বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন) পদের ক্ষেত্রে শুধু পুরুষরা আবেদন করবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার পদের ক্ষেত্রে স্নাতক। সেইসঙ্গে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি যোগ্যতা থাকলে অগ্রাধিকার : চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট, কোম্পানি সেক্রেটারি, এম কম, বিজনেস স্টাডিজে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, এমবিএ (ফিনান্স), বিজনেস ইকনমিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

জুনিয়র স্ট্যাটিস্টিক্সে অফিসার পদের ক্ষেত্রে যে কোনও বিষয়ে স্নাতক। উচ্চ মাধ্যমিকে অঙ্কে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে অথবা স্নাতকে অন্যতম বিষয় হিসেবে স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ে থাকতে হবে।

অন্যান্য সবক'টি পদের ক্ষেত্রে যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট।

অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস এবং মিনিস্ট্রি অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স) এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট (সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস), অ্যাসিস্ট্যান্ট (মিনিস্ট্রি অব কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ও মিনিস্ট্রি অব মাইনস) পদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কম্পিউটারের দক্ষতা থাকতে হবে।

ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ১ অগস্টের মধ্যে ফাইনাল রেজাল্ট হাতে পেয়ে থাকতে হবে।

বয়স : ১-৮-২০১৮ তারিখে ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টসে অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো সহ বিভিন্ন দফতর ও মন্ত্রকের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট/সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ইনস্পেক্টর অব ইনকাম ট্যাক্স (সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস), ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল বোর্ড অব এক্সাইজ অ্যান্ড কাস্টমস), অ্যাসিস্ট্যান্ট এনফোর্সমেন্ট অফিসার, ডিভিশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট, সাব ইনস্পেক্টর (এন আই এ) পদের ক্ষেত্রে ৩০ বছরের মধ্যে, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস, মিনিস্ট্রি অব রেলওয়ে, মিনিস্ট্রি অব এক্সাটার্নাল অ্যাফেয়ার্স, এয়ারফোর্স হেড কোয়াটার্স), অ্যাসিস্ট্যান্ট ,বং সাব ইনস্পেক্টর (সি বি আই) পদের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, জুনিয়র স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসার (স্ট্যাটিটিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন) পদের ক্ষেত্রে ৩২ বছরের মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ও ইনস্পেক্টর পোর্স্টস (ডিপার্টমেন্ট অব পোস্ট)-এর ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেন্ট্রাল বোর্ড অব এক্সাইজ অ্যান্ড কাস্টমস) পদের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে এবং বাকি সবক'টি পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৭ বছরের বধ্যে হতে হবে।

বয়সে তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা বয়সে ১০ (তফসিলি প্রতিবন্ধিরা ১৫, ওবিসি প্রতিবন্ধীরা ১৩) বছরের ছাড় পাবেন। গ্রুপ 'সি' পদগুলির ক্ষেত্রে বিধবা, আইনত স্বামীবিচ্ছিন্না ও বিবাহবিচ্ছিন্ন মহিলারা ফের বিয়ে না করে থাকলে ৩৫ বছর (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪০ বছর) বয়স পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক : ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল এক্সাইজ, এক্সামিনার, প্রিভেন্টিভ অফিসার) এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অব নার্কোটিক্সের ইনস্পেক্টর ও সাব-ইনস্পেক্টর পদের ছেলেদের ক্ষেত্রে : উচ্চতা ১৫৭.৫ সেমি, বুকের ছাতি ৫ সেমি ফুলিয়ে অন্তর ৮১ সেমি। তফসিলি উপজাতি ও গোর্খা প্রার্থীরা উচ্চতায় ৫ সেমি ছাড় পাবেন। মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চতা অন্তত ১৫২ সেমি। ওজন ৪৮ কেজি। তফসিলি উপজাতি ও গোর্খা প্রার্থীরা উচ্চতা এবং ওজনে যথাক্রমে ২.৫ সেমি ও ২ কেজি ছাড় পাবেন।

সি বি আইয়ের সাব ইনস্পেক্টর পদের ছেলেদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬৫ সেমি। বুকের ছাতি : ফুলিয়ে ৭৬ সেমি। মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫০ সেমি। উভয় ক্ষেত্রেই আদিবাসী ও পার্বত্য প্রার্থীরা উচ্চতায় ৫ সেমি ছাড় পাবেন।

দৃষ্টিশক্তি : সি বি আইয়ের সাব ইনস্পেক্টর এবং ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিতে সাব-ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে চশমা ছাড়া বা চশমা-সহ দূরের ক্ষেত্রে এক চোখে ৬/৬, অন্য চোখে ৬/৯। কাছের ক্ষেত্রে এক চোকে ০.৬ এবং অন্য চোখে ০.৮।

বেতনক্রম : গ্রুপ 'বি'-র সমস্ত পদ এবং ইনস্পেক্টর অব ইনকাম ট্যাক্স (সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস) পদের ক্ষেত্রে ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে পদ অনুসারে ৪,২০০ থেকে ৪,৮০০ টাকা। ইনস্পেক্টর অব ইনকাম ট্যাক্স (সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস) পদটি ছাড়া গ্রুপ 'সি'-র সমস্ত পদের ক্ষেত্রে ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। সেই সঙ্গে গ্রেড পে পদ অনুসারে ২,৪০০ থেকে ২,৮০০ টাকা।

পরীক্ষা হবে পশ্চিমবঙ্গের এইসব কেন্দ্রে (ব্র্যাকেটে সেন্টার কোড নম্বর) : কলকাতা (৪৪১০), বারাসত (৪৪০২), বরহরমপুর (৪৪০৩), চুঁচুড়া (৪৪০৫), জলপাইগুড়ি (৪৪০৮), মালবা (৪৪১২), মেদিনীপুর (৪৪১৩), শিলিগুড়ি (৪৪১৫)।

কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশন (টিয়ার-১)-এ প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ডে রিজনিং, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড এবং ইংলিশ কম্প্রিহেনশন। মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় ১ ঘন্টা। দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও সেরিব্রাল পালসি প্রার্থীরা অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় পাবেন। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে।

কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশন (টিয়ার-২)-এ অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : কোয়ান্টিটেটিভ এবিলিটি, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন, জুনিয়র স্ট্যাস্টিস্টিক্যাল অফিসার পদের ক্ষেত্রে সেইসঙ্গে স্ট্যাটিস্টিক্স এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসারের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেনারেল স্টাডিজ (ফিনান্স ও ইকনমিক্স)। প্রতিটি পেপারে নম্বর ২০০। সময় ২ ঘন্টা। দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও সেরিব্রাল পালসি প্রার্থীরা ৪০ মিনিট করে বেশি সময় পাবেন। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে।

টিয়ার-৩ খাতায়-কলমে পরীক্ষা। পরীক্ষায় থাকবে ইংরেজিতে এসে রাইটিং, প্রেসি রাইটিং, লেটার রাইটিং, অ্যাপ্লিকেশন রাইটিং ইত্যাদি। মোট নম্বর ১০০। সময় ১ ঘন্টা। দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও সেরিব্রাল পালসি প্রার্থীরা অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় পাবেন।

ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেন্ট্রাল এক্সাইজ অ্যান্ড ইনকাম ট্যাক্স) পদের ক্ষেত্রে ডেটা এন্ট্রি স্পিড টেস্ট হবে। প্রার্থীরা ঘন্টায় ৮,০০০ কি ডিপ্রেশনের দক্ষতা থাকতে হবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস ও মিনিস্ট্রি অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স), অ্যাসিস্ট্যান্ট (মিনিস্ট্রি অব কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ও মিনিস্ট্রি অব মাইনস) পদের ক্ষেত্রে নেওয়া হবে কম্পিউটার প্রফিশিয়েন্সি টেস্ট।

ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল এক্সাইজ, এক্সামিনার, প্রিভেন্টিভ অফিসার) এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অব নার্কোটিক্সের ইনস্পেক্টর ও সাব-ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে। ছেলেদের ক্ষেত্রে থাকবে ১৫ মিনিট ১,৬০০ মিটার হাঁটা,৩০ মিনিটে ৮ কিলোমিটার সাইক্লিং। মহিলাদের ক্ষেত্রে থাকবে ২০ মিনিটে ১ কিলোমিটার হাঁটা, ২৫ মিনিটে ৩ কিলোমিটার সাইক্লিং।

অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ssc.online.nic.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আই ডি থাকতে হবে। ৪ জুন পর্যন্ত অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো (জে পি জি ফর্ম্যাটে ৪ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও সই (জেপিজি ফর্ম্যাটে ১ থেকে ১২ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের সময় রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। মহিলা, তফসিলি ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি লাগবে না। চালানের মাধ্যমে ফি জমা দিতে পারেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। অথবা অনলাইনে এস বি আই নেট ব্যাঙ্কিং বা ভিসা বা মাস্টার কার্ড বা মায়েস্ত্রো ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৪ জুন। চালানের মাধ্যমে ফি জামা দেওয়া যাবে ৭ জুন পর্যন্ত। সে ক্ষেত্রে চালান ডাউনলোড করতে হবে ৪ জুনের মধ্যে। অনলাইনে ফি দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর-সহ পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট দেখুন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১২ মে – ১৮ মে, ২০১৮

মেষ : উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে সময়টি অত্যন্ত শুভদায়ক। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। মানসিক সুন্দর চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটবে। ব্যবসায় সাফল্য ও অর্থ লাভ। বন্ধু দ্বারা উপকৃত হবেন।

বৃষ : গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন বন্ধুলাভ হবে। মায়ের স্থানীয় স্ত্রীলোকের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসায় মিশ্র ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে। আর্থিক শুভ। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

মিথুন : ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও বাধা থাকবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার যোগ রয়েছে, মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ।

কর্কট : আথির্ক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। স্নেহ-প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। নিজের চেষ্টা এবং বুদ্ধির জোরে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। রক্তের উচ্চচাপ জনিত রোগে কষ্ট পাবেন।

কন্যা : মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাবে। যে কোন শুভকাজে অর্থব্যয়ের যোগ আছে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন। গৃহ-ভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফল পাবেন। কর্মলাভের যোগ রয়েছে। শত্রুদের থেকে দূরে থাকুন।

তুলা : মানসিক চঞ্চলতার জন্য লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন না। বন্ধুদের সঙ্গে সতর্কতার সঙ্গে মিশতে হবে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভ করবেন।

বৃশ্চিক : আপনি আপনার কাজে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন। মাতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। এই সময়টি ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ। ভ্রমণে বিদেশে পাড়ির সম্ভবনা।

ধনু : যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে আপনি সফলতা পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে ভাল ফল পাবেন না। আমাশয়ে ও শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণে বাধা রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। দায়িত্বমূলক কাজে অগ্রসর হবেন না। নিজের শরীর-স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকবেন।

কুম্ভ : সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে মনের মত ফল পাবেন না। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে।

মীন : অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে ক্ষতি করার জন্য। সাবধানে বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। শিক্ষায় শুভ হবে। প্রেমিকের থেকে প্রতারণার যোগ রয়েছে।

শব্দবার্তা ৭৮

১	■	■	■	২	■	■	৩
৪	৫	■	৬		৭		
■		■		■		■	
■	৮	৯		■		■	
১০	■		■	১১		১২	■
	■		■		■		■
১৩			১৪		■	১৫	১৬
	■	■		■	■	■	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

৪। চক্রাকার বস্তু ৬। যুদ্ধে দক্ষতা ৮। হিজরি সালের এক মাস ১১। নিষ্কর ১৩। এই খেলা আবার শুরু হয়েছে ১৫। নিশ্বাসপ্রশ্বাস।

উপর-নীচ

১। পিঞ্জর ২। '- চায়, চক্ষু না চায়' ৩। যে পুণ্য সঞ্চয় করেছে ৫। সন্মান, আদর ৬। রুদ্রবীণা ৭। নিয়ম অনুযায়ী ৯। এক পাখি ১০। অন্যান্য ১১। বস্ত্রের প্রান্ত বা আঁচল ১২। খাদ্যদ্রব্য ১৪। নিঃসঙ্গ ১৬। অতিশয় ক্রুদ্ধ।

সমাধান : শব্দবার্তা ৭৭

পাশাপাশি : ১। মেধ ২। পঞ্চায়েত ৪। জহর ৫। বন ৭। সত্যি ৮। কদাপি ১০ সারেং ১১। মশা ১২। ঘর ১৫। সুন্দর ১৬। গড়খাই ১৭। বৃষ।
উপর-নীচ : ১। মেহেরুনিসা ২। পরব ৩। তক্তি ৪। জনসংঘ ৬। নকশাদার ৯। পিতৃপুরুষ ১৩। রসুই ১৪। দৈব।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস ● **চলমান বিক্রেতা** – প্রতাপ চক্রবর্তী।

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

পণের দাবিতে বধূকে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ পণের দাবিতে এক বধূকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামী–সহ শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে কাকদ্বীপের হার উডপয়েন্ট কোস্টাল থানার বউবাজার এলাকাতে। মৃত অপর্ণা বেরা (২০)। মঙ্গলবার রাতে শ্বশুরবাড়িতে মৃত অপর্ণার দেহ উদ্ধার হয়। শ্বশুরবাড়ির দাবি, গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে অপর্ণা। কিন্তু অপর্ণার বাবা শচীন্দ্রনাথ জানার অভিযোগ, খবর পেয়ে রাতে মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে যাই। তখন বারান্দায় মেয়ের মৃতদেহ শোয়ানো ছিল। খুন করা হয়েছে মেয়েকে।' রাতেই পুলিশ গিয়ে অপর্ণার দেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে। এদিন কাকদ্বীপ হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্ত হয় অপর্ণার। এই ঘটনায় অপর্ণার স্বামী বুদ্ধনাথ বেরাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত বাকি ৪ জন ঘটনার পর থেকে পলাতক। মৃত বধূর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ খুন, বধূ নির্যাতনের মামলা রুজু করেছে। মৃত বধূর এক মাসের একটি পুত্র সন্তান আছে।বছর দেড়েক আগে কাকদ্বীপের উত্তর গোবিন্দরামপুরের বাসিন্দা অপর্ণার সঙ্গে সম্বন্ধ করে বিয়ে হয় বউবাজার এলাকার বুদ্ধনাথের সঙ্গে। বুদ্ধনাথ পেশায় ইটভাটার শ্রমিক। বিয়ের সময় শ্বশুরবাড়ি থেকে নগদ টাকা ও প্রচুর যৌতুক দেওয়া হয়েছিল পাত্রকে। কিন্তু তারপরও শ্বশুরবাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য বুদ্ধনাথ চাপ দিত বলে অভিযোগ। এমনকি অন্তঃসত্বা অপর্ণাকেও শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হত বলে অভিযোগ। এরমধ্যে গত এক মাস আগে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন অপর্ণা।

আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ প্রেমে প্রতারিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী প্রলয় মৃধা। গত ১ মে রাতে নিজের বাড়ি ফাঁকা থাকায় গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছিল সে। আত্মহত্যা করার আগে প্রলয় সুইসাইড নোটে লিখে গিয়েছিল প্রেমে প্রতারিত হয়েই সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। তার মৃত্যুর জন্য তার প্রেমিকা দায়ী বলেও উল্লেখ করেছিল সে। অভিযুক্তের যথাযথ শাস্তির দাবি ও প্রলয়ের আত্মার শান্তি কামনার জন্য রবিবার বিকেলে ক্যানিং শহরের রাজপথে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মৌন মিছিল করল প্রলয়ের বন্ধু–বান্ধব থেকে শুভানুধ্যায়ী ও আপামর ক্যানিংবাসী। মৃত্যুর আগে সুইসাইড নোটে প্রলয় তার প্রেমিকা অভিষিক্তা বড়ালের নাম লিখে গিয়েছিল। তার প্রেমিকাই তাকে ঠকিয়েছে এবং পরিবার, বন্ধু বান্ধব যাতে কেউই অভিষিক্তাকে না ছাড়ে সেটা লিখে গিয়েছিল প্রলয়। ঘটনার পর থেকে গা ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্ত ওই প্রেমিকা। অকালে বন্ধুকে হারিয়ে ফেসবুক থেকে শুরু করে টুইটারের মত সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ ও অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে একের পর এক পোস্ট উগড়ে দিয়েছেন প্রলয়ের বন্ধুরা। পাল্টা এই ঘটনার পিছনে সে জড়িত নয় বলে সোশ্যাল সাইটে পোস্ট করেছেন অভিষিক্তাও। কিন্তু প্রলয়ের বন্ধু থেকে শুরু করে পরিবারের সদস্য সকলেই চাইছেন ঘটনার তদন্ত করে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক ক্যানিং থানার পুলিশ। তাই এ বিষয়ে রবিবার অভিষিক্তা ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন

প্রেমে তিক্ততা, আত্মঘাতী প্রেমিকা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ ভিন ধর্মের যুবকের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল প্রেমের সম্পর্ক। আট মাসের এই প্রেমের পরিণতি হিসেবে যুবককে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন কলেজ ছাত্রী প্রেমিকা। কিন্তু এই সম্পর্ক মেনে নিতে চায়নি ছাত্রীর পরিবারের লোকজন। প্রেমিক যুবকের টানে বাড়ি থেকে বেরিয়েও এসেছিলেন ছাত্রী। কিন্তু প্রেমিক যুবকও পরে বিয়ে করতে বেঁকে বসে। অবশেষে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে অভিমানে আত্মঘাতী হলেন কলেজ ছাত্রী প্রিয়া মণ্ডল (২০)। ফলতার সাধন চন্দ্র মহা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। ফলতার দিঘিরপাড় এলাকার বাসিন্দা প্রিয়া। বৃহস্পতিবার প্রিয়ার দেহের ময়নাতদন্ত হয় ডায়মন্ড হারবার পুলিশ মর্গে।

দিঘিরপাড়ের নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে প্রিয়া। বাবা অলক মণ্ডলের আগে স্থানীয় বাজারে জুতোর দোকান ছিল। পরে সেই ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সরিষার একটি বেকারিতে চাকরি নেন। দুই বোনের মধ্যে প্রিয়া ছোট। পড়াশুনোয় মাঝারি মানের ছিল। মাস আটেক আগে মিসড্ কলে আলাপ হয় বারুইপুরের সূর্যপুর এলাকার বছর কুড়ির যুবক মামুদ শেখ ওরফে রাজেশের সঙ্গে। মামুদ নিজেকে মেকানিক বলে পরিচয় দিয়েছিল। ফোনে আলাপ হওয়ার পর ডায়মন্ড হারবারে দু'জন দেখাও করে। এরমধ্যে মাস তিনেক আগে মামুদ ছাত্রীর বাড়িতে যায়। প্রিয়া মামুদকে বিয়ে করবেন বলে জানান বাবা–মাকে। কিন্তু ভিন ধর্মের হওয়ায় প্রিয়ার পরিবারের লোকজন বিয়ে দিতে রাজি হন নি। এরমধ্যে মামুদের সঙ্গে মনোমালিন্য বাড়তে থাকে প্রিয়ার। মঙ্গলবার সকালে প্রেমিক–প্রেমিকার মধ্যে ফোনে ব্যাপক বচসা হয়। ওইদিন দুপুরে বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়ে প্রিয়া বেরিয়ে পড়েন। ডায়মন্ড হারবার স্টেশনে এসে মামুদের সঙ্গে দেখা করেন। রাতে পরিবারের লোকজন জানতে পারেন, মেয়ে বিষ খেয়ে ভর্তি ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে। সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর বুধবার গভীর রাতে মারা যান প্রিয়া। প্রিয়ার বাবা অলকের অভিযোগ, আমার মেয়েকে ওই ছেলেটা ভুল পরিচয় দিয়েছিল। ওকে রাজেশ বলে চিনত মেয়ে। কিন্তু পরে পরিচয় জানার পরও বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু ওই যুবক ওকে ঠকাতে চায়। ওইদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর বিষ খেয়েছে বলে খবর পাই। আমি চাই আমার মেয়েক মতো কোনও বাবার মেয়ে যেন এরকম প্রতারণার শিকার না হয়।'

রাজনীতিতে সমাজসেবী

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ বৈশাখ মাসের প্রখর রৌদ্রে শুক্রবার রায়বাঘিনীর নিজের দলীয় পার্টি অফিসে বসে দলীয় কর্মীদের সাথে নির্বাচনী সংক্রান্ত আলোচনা করছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং দিঘীরপাড় ১৩৩নং গ্রাম সভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মুকেশ মণ্ডল। হঠাৎই এক ৬০/৬৫ বছর বয়স্কা বৃদ্ধা ব্যাঙ্কের পাশবই করার জন্য ব্যাঙ্ক খুঁজে না পেয়ে পার্টি অফিসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই মুকেশবাবু বৃদ্ধার কথা শুনে তৎক্ষণাৎ পার্টি অফিসে বসে থাকা দলীয় এক যুবককে ডেকে নির্দেশ দিলেন বৃদ্ধাকে ব্যাঙ্কে পৌঁছে দিয়ে তাঁর সমস্যা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। এই ভাবেই দীর্ঘদিন প্রচার ছাড়াই সমাজসেবামূলক কাজ করে আসছেন একাগ্রতার সাথে।

মুকেশ মণ্ডল দীর্ঘদিন রাজনীতির সাথে যুক্ত। তা স্বত্বেও তাঁর এলাকায় পরোপকারী হিসাবে সাধারণ মানুষ চেনেন। তিনি এলাকার প্রায় প্রতিটি মানুষের পাশে থেকে সহযোগিতা করে আসছেন দীর্ঘদিন যাবৎ। বর্তমানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও এলাকার মানুষের প্রবল ভালোবাসার চাপে পড়ে তিনি প্রথম নির্বাচনী লড়াইয়ের ময়দানে। দিঘীরপাড় গ্রামপঞ্চায়েতের ১৩৩ নং আসনটিতে মোট ভোটার সংখ্যা ৮৮৯ জন। দীর্ঘদিন এই গ্রামপঞ্চায়েত আসনটি কংগ্রেসেরই দখলে ছিল। এলাকার জনসাধারণের অভিযোগ এলাকায় কোন উন্নয়ন করেনি ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস ফলে, বিপদে আপদে পাশে পেয়ে বর্তমানে মুকেশ মণ্ডলের মতো সমাজসেবীকে তারা নিজেদের কাছে পেতে মরিয়া। যদিও কংগ্রেসের থেকে ১৩৩ নং ওই আসনটিতে কালিপদ বর্মন প্রার্থী হয়েছেন। গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেত্রী সরকারে আছেন সেখানে জনদরদী মুকেশবাবুকেই আমরা নির্বাচিত করে উন্নয়নে সামিল হতে চাই। এছাড়াও তাদের দাবি কংগ্রেস ডুবন্ত জাহাজ, সিপিএম দাঁড়বিহীন নৌকা দীর্ঘ ৩৪ বছর দেখলাম, আর নয়। নির্বাচনী জয়পরাজয় নিয়ে মুকেশবাবুকে প্রশ্ন করতেই তিনি বলেন–সাধারণমানুষের কথায় রাজনীতির লড়াইয়ের ময়দান এসেছি,আমার আত্মবিশ্বাস সাধারণ মানুষই আমাকে প্রচুর ভোটে নির্বাচনী বৈতরণী পার করাবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিঙ্গুরে অন্য হাওয়া

সব্যসাচী সান্যাল : সারা রাজ্যে যেখানে শাসক দল গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ স্তরে বিরোধী দলের প্রার্থীদের ব্যাপক ভীতি প্রদর্শন করে মনোনয়ন জমা দিতে বাধা কিংবা মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য পরিবারের সদস্যদের মানসিক চাপ সৃষ্টি করে বহু আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে সেখানে সিঙ্গুরে বিপরীত চিত্র। মির্জাপুর বাঁকিপুর পঞ্চায়েত বর্তমানে সিপিএম দ্বারা পরিচালিত। এলাকার মানুষ বর্তমান পঞ্চায়েতের ওপর কতটা সন্তুষ্ট সরেজমিনে খোঁজ নিতে আমরা হাজির হয়েছিলাম সিঙ্গুরে। তিনটে পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে থাকলেও সিঙ্গুর থেকে গঙ্গাধরপুরের মেন রাস্তা শেষবার হয়েছিল ২০০৩–২০০৪ সালে। বিভিন্ন পঞ্চায়েতের অধীনে থাকা ছাত্র ছাত্রীদের প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫ কিমি রাস্তা সাইকেল চালিয়ে স্কুলে আসতে হয়। এর ফলে সবুজ সাথীর সাইকেলের করুণ অবস্থা। এলাকার মানুষ অনুন্নয়ন আর সিঙ্গুরে টাটার কারখানা করতে বাধা দেওয়ার জন্য তৃণমূল দলের ওপর ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ। সিপিএম এবং বিজেপির পরস্পরের লড়াইতে ভোট কাটাকাটির ফলে তৃণমূলদল কিছুটা সুবিধা পাবে। দেখা গেল গ্রামের মহিলাদের নিয়ে মিছিলে পল্লীর রাস্তা কাঁপিয়ে তুলেছে বিজেপি। তাদের মুখে 'জয় শ্রীরাম ও ভারত মাতাকী জয় স্লোগান'।

তৃণমূলের প্রচার সেরকম দেখা গেল না। ৪ বারের জেতা বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সিঙ্গুরের বিভিন্ন এলাকায় শরীর খারাপের কারণ দেখিয়ে মানুষের সাথে সেভাবে যোগাযোগ রাখেন না বলে জানালেন গ্রামবাসীরা। মির্জাপুর বাঁকিপুর পঞ্চায়েতের মধ্যে একটা উচ্চ বিদ্যালয় চালু করতে পারলেন না প্রাক্তন বাংলার মাস্টারমশাই বর্তমান বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বেচারাম মান্না এবং রবীন্দ্রনাথের বাক্যালাপ প্রায় নেই বললেই চলে। দুজনের সংঘাত এলাকার মানুষের কাছে বহু চর্চিত। বেচারাম মান্না হরিপালে তার বিধানসভা এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা দিয়ে প্রচুর কাজ করেছেন যা সিঙ্গুরের মাস্টার মশাইয়ের দ্বারা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন পঞ্চায়েতে তৃণমূল সমর্থিত নির্দল হিসাবে অনেকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আম চিহ্ন প্রতীকে এরকম একটা দেওয়াল লিখন চোখে পড়ল। এইসব বিক্ষুব্ধ তৃণমূলীরা মূল তৃণমূল দলের অনেক ভোট কাটতে পারে। স্থানীয় স্তরে দেখা গেল বিজেপির সাংগঠনিক প্রভাব। স্থানীয় নেতৃত্ব জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের ওপর ভরসা না করে সংগঠনের দায়িত্ব নিজেরাই হাতে তুলে নিয়েছে।

অন্তত তিন থেকে ৪টি গ্রামসভার আসনে বিজেপির জেতার সম্ভাবনা প্রবল। কথা হচ্ছিল দিঘলডাঙা গ্রামের বসুদেব সাঁতরার সাথে। জানালেন গ্রামসভায় জিতে এলে পঞ্চায়েতে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন তৈরিতে সহায়তা করবেন। অনেকের বার্ধক্য ভাতা না পাওয়া, ১০০ দিনের কাজের দুর্নীতি, প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনা প্রকল্পে বা কেন্দ্রীয় সরকারের অনান্য প্রকল্পে কাজ করে দেওয়ার জন্য কমিশন খাওয়া, এইসব অভিযোগগুলি ক্রমেই সোচ্চার হচ্ছে। বিজেপির মির্জাপুর–বাঁকিপুর পঞ্চায়েত সমিতির তরুণ প্রার্থী প্রসেনজিত দত্তর জেতার সম্ভাবনা প্রবল। মির্জাপুর–বাঁকিপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম সভায় ঘুরে মনে হল সিঙ্গুরে এখন গেরুয়া হাওয়া বইছে।

আগামী তিন বছর বিশ্বভারতীর আচার্য নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ আগামী তিন বছর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসাবে থাকবেন নরেন্দ্র মোদী । সোমবার কর্মসমিতির বৈঠক ডেকে তিন বছরের মেয়াদ বাড়ানো হয় । বিশ্বভারতীর 'অ্যাক্ট ও স্ট্যাটুড' মেনে তিন বছর অন্তর আচার্যের মেয়াদ বাড়ানো হয় । 'সিদ্ধান্তটি প্রধানমন্ত্রী দফতর, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে পাঠানো হবে' বলে সংবাদমাধ্যমকে জানান বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সবুজকলি সেন । ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সবুজকলি সেন বিশ্বভারতীর 'অ্যাক্ট ও স্ট্যাটুড' এ দেওয়া 'বিশেষ ক্ষমতা' প্রয়োগ করে আচার্যের মেয়াদ বাড়ান বলে জানা গিয়েছে । এইদিনের বৈঠকে কর্মসমিতির তেরোজন সদস্যের মধ্যে চার 'এক্সটারনাল' – সখারাম সিংহ যাদব, সুশোভন বন্দোপাধ্যায়, সুজিত ঘোষ এবং মঞ্জুমোহন মুখোপাধ্যায় অনুপস্থিত ছিলেন । স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের সার্চ কমিটির দুই সদস্যের নাম চূড়ান্ত হয় । রাষ্ট্রপতি একজনকে অনুমোদন করলেই 'সার্চ কমিটি' তৈরি হবে বলে জানা গিয়েছে ।

পাথরপ্রতিমায় নির্যাতিত অভিনেত্রী

মেহেবুব গাজী, পাথরপ্রতিমাঃ যাত্রায় অভিনয় করার সুবাদে একে অপরের সঙ্গে চেনাজানা। পরে সেই সম্পর্কও আরও গভীর হয়। অভিযোগ, বছর পঁয়ত্রিশের অভিনেত্রীকে দিনের পর দিন সহবাস করে অভিনেতা পরিমল দাস। সহবাসের পর অন্তঃসত্বা হয়ে পড়েন ওই অভিনেত্রী। তখন অভিনেত্রী বিয়ের জন্য চাপ দিতে থাকেন অভিনেতাকে। কিন্তু বিয়ে করতে

বেঁকে বসে পরিমল। এমনকি পরে অভিনেত্রীর অজান্তে খাবারের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট করে দেওয়া হয়। দীর্ঘ এক বছর ধরে অভিনেত্রীর সঙ্গে চলা এই ঘটনার জেরে শুক্রবার সন্ধেয় পাথরপ্রতিমা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিনেত্রী। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে অভিযুক্ত পরিমল দাস সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলে, ওই অভিনেত্রী টাকা হাতানোর জন্য মিথ্যা গল্প শুরু করেছে। এর আগেও বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে মোটা টাকা হাতিয়েছে। এবারও সত্যটা প্রমাণ হয়ে যাবে।'

পূর্ব মেদিনীপুরের কলাগেছিয়ার বাসিন্দা ওই মহিলা। বিবাহবিচ্ছিন্না ওই মহিলার ৭ বছরের একটি সন্তানও আছে। বর্তমানে নন্দকুমারের একটি যাত্রাদলে অভিনয় করেন মহিলা। ওই দলে অভিনয় করে পাথরপ্রতিমার দুর্বাচটির বাসিন্দা পরিমল দাস। গত দু'বছরের বেশি সময় ধরে একই দলে অভিনয় করার সুবাদে দু'জনের ঘনিষ্টতা বাড়ে। অভিনেত্রীর অভিযোগ, অভিনয়ের শেষে রাতে দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকত তারা। হোটেলে দিনের পর সহবাস করেছে পরিমল। অভিনেত্রীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পরিমল। এমনকি পরিমল অভিনেত্রীর থেকে কিছু টাকাও নিয়েছিল বলে অভিযেগ। সহবাসের ফলে অন্তঃসত্বা হয়ে পড়েন বলে দাবি অভিনেত্রীর। সেই ভ্রূণ পরিমল নষ্ট করে দেয় বলে অভিযোগ। এরপর থেকে পরিমল অভিনেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। অভিনেত্রী পাথরপ্রতিমা চলে আসেন। পরিমলের বাড়িতে যান। কিন্তু পরিমলের লোকজন অভিনেত্রীকে পাত্তা দেন নি বলে অভিযোগ।

উন্নয়নই এগিয়ে রেখেছে গৌরকে

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : জোরকদমে পঞ্চায়েতের প্রচার চলছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বাসন্তী থানার অন্তর্গত এলাকায় মসজিদ বাটি দক্ষিণ মোকাবেড়িয়ায় গ্রামসভা ১৯০ নং বুথের প্রার্থী গৌর সরদারের। প্রার্থী গৌর সরদার ২০১৩ সালে বুথ নং ১৮৯ গ্রাম সভা থেকে দাঁড়িয়েছিলেন।অর্থাৎ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৪৭০ ভোটে আরএসপিকে হারিয়ে মসজিদবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হন। এই গৌর সরকারকে রাজনীতিতে নিয়ে আসার পিছনে রয়েছে গোসাবার পোড় খাওয়া বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর। তার হাত ধরে গৌর সরদার তৃণমূলে যোগ দেয়। গৌর বাবু গত পঞ্চায়েতে প্রধান হবার পর থেকে ব্যাপকভাবে উন্নয়নের কাজ করে গ্রামের মানুষের কাছে সুখ্যাতি কুড়িয়েছেন। গৌরবাবু বলেন –আমি একজন গ্রামের মানুষের কাজের সৈনিক। আমি যতদিন থাকবো প্রধান বা উপ প্রধান হিসাবে বা পঞ্চায়েত সদস্য অথবা তৃণমুলের লড়াকু সৈনিক হিসাবে কাজ করে যাবো। দক্ষিণ মোকামবেড়িয়ায় গ্রামটির পাশে রয়েছে বিদ্যাধরী নদী। ওপারে গোসাবা। গ্রামের ভিতর ঢুকে বেশ কিছু গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেলো তেরো সালে গৌরবাবু প্রধান হবার পর থেকে লাগাতার উন্নয়নের কাজ হয়েছে। প্রশ্ন করা হয় কি রকম উন্নয়নের করেছেন আপনাদের প্রধান।

বাসন্তী

মসজিদবাটি পঞ্চায়েত

ছয়জনের মধ্যে এক কৃষক বলে গ্রামের বিদ্যুত ব্যাবস্থা, ঢালাই রাস্তা, পুকুর সংস্করণ, ১০০ দিনের কাজ, ঘরের কাছেই পানীয় জলের ব্যবস্থা, আমাদের পেনশন ও বহু ঘরের বিধবা বা বার্ধক্য ভাতা দিয়ে সবাইকে খুশি করেছেন গৌর প্রধান। এবারের নির্বাচনে গৌর বাবুর বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী দাঁড়িয়েছে ।সেই কৃষক রেগে গিয়ে বলে ও বিদ্যাধরী নদীর হাওয়ায় উড়ে যাবে। কারণ এখানে একটাই নাম গৌর সরদার।পঞ্চায়েতে গিয়ে গৌর সরদারকে প্রশ্ন করা হয় আপনি কি ধরনের উন্নয়নের কাজ করেছেন? সোজা সাপটা গৌর বলেন, আমি কিছু বলবো না ,গ্রামে ভিতরে গিয়ে গ্রামের মানুষকে জিজ্ঞাসা করলেই বুঝতে পারবেন।

অনেক কষ্টে মুখ থেকে কথা বার হবার পর বলেন মন্দির, খাল সংস্করণ, ও বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে । প্রাইমারি ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের নির্মাণ, স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে মহিলাদের স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়া হয়। কত বলবো আপনাদের, প্রচুর প্রচুর কাজ হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী ও গীতাঞ্জলী যোজনা থেকে ২৩০০আবাসন দেওয়া হয়েছে শৌচাগার হয়েছে প্রায় দু হাজার , ৬টি জেটি ঘাট মেরামত করার পর সোলার লাইট দেওয়া হয়েছে। আমার শেষ প্রশ্ন আই এস জি পি থেকে কত টাকা পেয়েছেন পঞ্চায়েতের উন্নয়নের জন্য ?গৌর সরদার বলেন, ১কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। এসব টাকা জনগণের , সে জন্য জনগণের উন্নয়ের কাজে লাগিয়েছি। সেই কারণে দক্ষিণ মোকামবেড়িয়ায় মা –মাটি –মানুষের পঞ্চায়েতের মিছিলে কাতারে কাতারে গ্রামের মহিলা ও পুরুষেরা যোগ দিয়েছে।

নদীতে ঝাঁপ, পালানোর চেষ্টা

আদালতে আনার সময় পুলিশের লঞ্চ থেকে নদীতে ঝাঁপ মেরে পালানোর চেষ্টা করল আসামি। ঘটনাটি ঘটেছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপের মুড়িগঙ্গা নদীতে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার সাগরের হারাধনপুর থেকে চুরির ঘটনায় ১ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে সাগর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে কাকদ্বীপ আদালতে তোলার জন্য আনা হচ্ছিল। সাগর থেকে কাকদ্বীপে আসার পথে পড়ে মুড়িগঙ্গা নদী। মুড়িগঙ্গা নদী পার হওয়ার সময় পুলিশের লঞ্চ থেকে হঠাই নদীতে ঝাঁপ দেয় ধৃত শিবনাথ করন। এই ঘটনায় থতমত খেয়ে যান লঞ্চে থাকা পুলিশ অফিসারেরা। সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চ নিয়ে শিবনাথকে নদীতে খুঁজতে থাকেন পুলিশ অফিসারেরা। প্রথমের দিকে শিবনাথকে নদীতে দেখাই যাচ্ছিল না বলে, জানা যায়। ডুব সাঁতার দিয়ে নদী পার হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে শিবনাথ।

কিন্তু নদীর জোয়ারের স্রোতের কাছে হার মানে সে। সাঁতার কেটে পালানোর আপ্রাণ চেষ্টা করলেও, তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অবশেষে পুলিশের জালে ধরা দিতে হয় তাকে। নদী থেকে শিবনাথকে উদ্ধার করে বৃহস্পতিবারই কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

কাউন্সিলরের নজরদারি

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ গড়িয়া স্টেশন রোডে বালিয়ায় রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের জন প্রতিনিধি পাপিয়া হালদার সহ ওয়ার্ড কমিটি সদস্যরা ব্যাপক ভাবে মরা মুরগির অভিযান চালায়। প্রায় ৫০টি দোকানে গিয়ে বাসী মুরগি ফ্রিজে রাখা আছে কিনা। সেই সঙ্গে পচা মুরগি ফ্রিজে রাখা আছে কিনা সব কিছু খতিয়ে দেখেন পাপিয়া হালদার। দু তিনটে দোকানে ফ্রিজে রাখা মুরগি দেখে পাপিয়া প্রশ্ন করেন যে এই কাটা মুরগি গুলো ফ্রিজে রাখা হয়েছে কেন। বাসী মুরগি যাতে বিক্রি না করে তার জন্য পাপিয়া দোকানদারদের হুঁশিয়ারি দেন। যে হেতু কিং পিন বিশ্বনাথ ঘড়ুই গড়িয়া স্টেশন এলাকা থেকে ধরা পড়েছে সেই কারণে পাপিয়া নিজের ওয়ার্ডে বেশি করে নজরদারি চালাচ্ছে।

সাংসদের সামনেই গোষ্ঠী কোন্দল

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ বাসন্তীতে আবার প্রকাশ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল। এবার খোদ রাজ্যসভার সাংসদ তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি শুভাশিস

চক্রবর্তীর সামনেই বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০ নম্বর বড়িয়া বাজার এলাকায়। এলাকায় নির্বাচনী সভামঞ্চ থেকে মূল তৃণমূল কর্মীদের নামানোর দাবিতে চলে বিক্ষোভ, হাতাহাতি। সভাস্থল ছেড়ে চলে যান বহু যুব তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। এই ঘটনায় কার্যত অস্বস্তিতে পড়তে হয় সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্বকে।

উল্লেখ্য গত এক বছরের বেশি সময় ধরেই বাসন্তীতে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল লেগেই রয়েছে। একাধিকবার দলীয় নেতৃত্বকে ও এই ঘটনার জেরে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে। এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ও বাসন্তী ব্লকের বহু এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের বিরুদ্ধে অপর গোষ্ঠী নির্দল প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। সমস্যা মেটাতে দলের জেলা নেতৃত্ব বৃহস্পতিবার সকালে বাসন্তীর ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূল প্রার্থীদের নিয়ে পথসভা করেন। মূলত বাসন্তীর ১৬ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল প্রার্থী নাজিমা মোল্লা(খাতুনের) সমর্থনে এই পথসভা অনুষ্ঠিত হলেও এলাকার যুব তৃণমূল কর্মীরাই কার্যত এই পথসভা নির্দল প্রার্থী ও তাদের অনুগামীদের নিয়ে আয়োজন করেন।

কিন্তু দলীয় নেতৃত্বের ডাকে এলাকার কয়েকজন তৃণমূল প্রার্থীও যোগ দেন এই পথসভায়। পথসভা শেষে বড়িয়া বাজারে নির্বাচনী সভার কাজ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ঘটে ছন্দপতন। সভা মঞ্চ থেকে ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূল নেতা আফতার মোল্লা, হাসানুজ্জামানদের নামিয়ে দেওয়ার দাবিতে মঞ্চের সামনেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন যুব তৃণমূল কর্মীরা। মঞ্চে তখন উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী। মঞ্চের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে সভাস্থল ছেড়ে চলে যান বহু যুব তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। একসময় সভাস্থল প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়। এই ঘটনার পর বাসন্তী ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা আমানুল্লা লস্করের অনুরোধে কিছু কর্মী ফিরে এলে ও বাকিরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এই ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়তে হয় সাংসদকে। যদিও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ শুভাশিস বাবু জানান বাসন্তীতে তৃণমূলের কোনও গোষ্ঠী কোন্দলই নেই।

বিজেপির উত্থানে শঙ্কিত শাসক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা বাসন্তীর মোকাম বেড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপির উত্থানে শঙ্কিত শাসক দল তৃণমূল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের ১৪ আসন বিশিষ্ট উত্তর মোকামবেড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েতের একাধিকবার অনাস্থা, রাস্তাঘাট, পানীয়জল, সহ কোনও উন্নয়ন নেই এই ইস্যু হাতিয়ার করে এবার গেরুয়া বাহিনীর পদ্মশিবির থাবা বসাতে মরিয়া। পদ্মশিবির কে আটকাতে সিপিএমের সাথে হাত মিলিয়েছে শাসক দল তৃণমুল। যদিও আবার তৃণমূলকে হারাতে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলিরাও নির্দল প্রার্থী খাড়া করায় বিপাকে পড়তে হতে পারে শাসক শিবিরকে।

বিজেপির প্রার্থীরা জোর কদমে মিটিং মিছিল শুরু করলেও শাসক শিবির এখনও তেমন প্রচার শুরু করতে পারেনি,যদিও শাসক শিবিরের দাবী মমতা ব্যানার্জীর উন্নয়নের অগ্রগতি বজায় রাখতে জনসাধারণ আমাদেরকেই ক্ষমতায় রাখবে।

বিজেপি সুত্রের খবর যে ভাবে সাধারণ মানুষ সজাগ হয়েছেন তাতে করে কোন উন্নয়নের বানী তাঁরা না শুনে আমাদের কে সমর্থনের জন্য দুহাত তুলে আশীর্বাদ করছেন এবং এই গ্রামপঞ্চায়েতে ১৪ টি আসনে আমরা জয়ী হবো। তাতে করে পঞ্চায়েত নির্বাচনে উত্তর মোকামবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে আমরা ক্ষমতায় আসবো।

তবে সাধারণ ভোটারের বেশিরভাগই গেরুয়া শিবিরের দিকে ঝুঁকে রয়েছে এখন দেখার বিষয় কে কাকে পরাজিত করে জয় পায়।

নয়ন চান নয়ন মেলে উন্নয়ন

পার্থ ঘোষ, বারাসত : কখনো সরদার পাড়া, নয়দাপাড়া তো কখনো সাহাজী পাড়ার মধ্যে দিয়ে বিচরণ, কখনো বা দলীয় সমর্থকদের নিয়ে রাস্তার পাড়া হয়ে সাধারণ মানুষের কাছে চলে যাওয়া। কর্মরত মানুষদের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাদের অভাব অভিযোগ শুনে নিয়ে আগামী দিনে তার সুরাহার কথা বলা। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই রোজ নামচাই হয়ে দাঁড়িয়েছে কদম্বগাছি ৫৭ ও ৫৮ নম্বর পার্টে তৃণমূল প্রার্থী সরদার মাহাবুব হাসান (নয়ন) এর। কিন্তু এই অল্প বয়সেই সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়ার তাগিদ দেখে এলাকার মানুষই বিস্মিত হচ্ছেন। এমনিতেই জেলায় প্রথম ও রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানের পুরস্কার পেয়েছে এই কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত। রাস্তা ঘাট, আলো, পরিষেবা, জল সরকারি নানাবিধ প্রকল্পের সুদূর প্রসারী ব্যাপ্তি হলেও তা যে সর্বত্রগামী হয়নি সেকথা এলাকার কেউ কেউ বলছেন বটে তবে আগামী দিনে তার আরও পরিস্ফুটন ঘটবে বলে জানান এই তরুণ তুর্কী। এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের গমনাগমনকে নিশ্চিত করা বা সরকারি সবরকম ভাতা যাতে গরিব মানুষরা পায় তাও নিশ্চিত করতে পারবেন বলে নয়ন জানান। প্রায় ১৫০০ ভোটারের এই কেন্দ্রে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী মাহাবুব হাসান। বলেন ''আমি আশানুরূপ ভাবে মানুষের ভালবাসা পাচ্ছি, পরিষেবা ফিরিয়ে দিয়েই আমি তাদের যোগ্য সম্মান জানাতে চাই।'' এই অঞ্চলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সিপিআইএম, কংগ্রেস ও নির্দল প্রার্থী অংশগ্রহণ করছেন, কিন্তু প্রচারের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকগুণ এগিয়ে আছেন সরদার মাহাবুব হাসান। তবে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল আর পাঁচটা এলাকার মতো এখানেও বিরাজমান, তবে সেই কোন্দল কোনও ভাবেই প্রভাব ফেলবে না বলে জানান এই প্রার্থী। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়ে এই এলাকার মানুষ নয়ন মেলে উন্নয়ন দেখুক এই আশা প্রার্থী নয়ন–এর।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ১২ মে – ১৮ মে, ২০১৮

পচা শামুকে পা কাটে না শঙ্খের

উন্নয়ন নাকি এতটাই হয়েছে এ রাজ্যে যে সে নাকি রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেই এই কথাটা আজকের দিনের রাজনীতির এক ভাঁড় ব্যবহার করলেন সঙ্গে সঙ্গে তা চোখের নিমেষে ভাইরাল হয়ে গেল। উন্নয়ন কিনা উপচে পড়তে পারে, উন্নয়নের সুফলে আর্তের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হতে পারে। তা বলে কোতওয়াল বা চৌকিদারের মতো উন্নয়ন যে রাস্তায় বেহড দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তা জানা ছিল না কোনও রাজ্যবাসীরই। এর সূক্ষ্ম অভিঘাতে জর্জরিত হয়ে তাই এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শঙ্খ ঘোষ কলমই ধরে ফেললেন। তাতে তিনি লিখলেন, উন্নয়নের এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার কথা। এত বড় মাপের কবি কিনা তোমার বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটা গোটা কবিতাই লিখে ফেলেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকলেই তো ভালো হত। তা না, কবির বিরুদ্ধে তর্জন করে উঠলেন সেই হোঁদল কুঁতকুঁত। বলে উঠলেন শঙ্ঘ ঘোষ নাকি কোনও কবিই নন। ভাবা যায় জীবনের শেষ লগ্নে আসা শঙ্খ ঘোষকে কিনা সার্টিফিকেট দিচ্ছে এরকম একজন ব্যক্তি। ব্যস, আর যায় কোথায় কবির অপমান সহ্য করতে না পেরে অনেকেই দেখলাম ফেসবুকে নেমে পড়েছেন (এখন রাস্তায় না নেমে ফেবুতে নামার প্রবণতাই বেশি)। সেখানে যেমন বামেরা রয়েছেন, বিজেপি রয়েছেন, কংগ্রেস সমর্থক বা তৃণমূলীরাও রয়েছেন কবিকে এভাবে অসম্মান করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মোটের ওপর সবাই জানাচ্ছেন। কিন্তু অবাক লাগছে যে দলের এই 'বাহুবলী' এই ধরণের কুরুচিকর মন্তব্য করলেন তার সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এ ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে না। হয়তো পরে দেখা যাবে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় অনুব্রতকে ফের একটা নির্বীষ হলুদ কার্ড দেখিয়ে ছেড়ে দেবেন। বলবেন, এটা ওর ব্যক্তিগত মন্তব্য। দল কখনও এটা অনুমোদন করে না। আরে বাবা সিঙ্গুর–নন্দীগ্রাম–নেতাই গণহত্যার পর উত্তাল বাংলায় যে বুদ্ধিজীবীরা তৎকালীন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তাঁদের প্রথম সারিতে শঙ্খবাবুকেও দেখা যেত। তখন শঙ্খবাবুর ভূমিকায় বুদ্ধবাবুরাও খুব যে খুশি হন নি তা ঠিক। কিন্তু কেউ শঙ্খবাবুর কবিতা নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার সাহস পর্যন্ত দেখান নি। অথচ যে পরিবর্তনের পক্ষে পথে নেমেছিলেন এই কবিবর শঙ্খ ঘোষ তাঁকে কিনা আক্রমণের মুখে পড়তে হচ্ছে অপসংস্কৃতির এই ধারক বাহকের কাছ থেকে। ভোটের রাজনীতি বড় বালাই বলে পরিবর্তনকামী নেত্রী চুপ থাকবেন এটা কিছুতেই মানা যায় না। না পার্থবাবু নন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচিত এই মুহূর্তে অনুব্রতর আচরণের জন্য তাকে প্রকাশ্যে তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করা। তাতে হয়তো কবির সম্মান পুনরুদ্ধার হবে না। কিন্তু রাজ্যের মান–সম্মান কিছুটা হলেও টিকে যাবে। কিছুদিন আগেই সংস্কৃতির বড় কক্ষপথ থেকে সরে গিয়েছেন আরেক পরিবর্তনপন্থী বুদ্ধিজীবী শাঁওলি মিত্র। তাঁর অভিযোগ তাঁকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না, ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখা হয়েছে। এক এক করে শাসকের পাশ থেকে সরে গিয়েছেন সেদিনের অন্যতম প্রথিতযশা মুখ অপর্ণা সেন, কৌশিক সেন, বিভাস চক্রবর্তীরা। এখনও যদি সাধু না সাবধান হয় তবে বিপদ শিয়রেই।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

পরোপকারে নিজেরই উপকার

কোন ভাবই তাহার অনুরূপ শব্দ ব্যতিরেকে অথবা কোন শব্দই তাহার অনুরূপ ভাব ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। শব্দ ও ভাব স্বভাবতই অবিচ্ছেদ্য। ভাবসমূহ বুঝাইবার জন্য শব্দ বা বর্ণ প্রতীক উভয়ই ব্যবহৃত হইতে পারে। বধির ও মূক ব্যক্তিদিগকে শব্দ প্রতীক ছাড়া অন্য প্রতীকের সাহায্যে চিন্তা করিতে হয়। মনের প্রত্যেকটি চিন্তার পরিপূরক হিসাবে একটি করিয়া রূপ আছে। সংস্কৃত দর্শনে উহাদিগকে নাম রূপ বলা হয়। যেমন কৃত্রিম উপায়ে ভাষা সৃষ্টি করা অসম্ভব, সেরূপ কৃত্রিম উপায়ে প্রতীক সৃষ্টি করাও অসম্ভব। পৃথিবীতে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতীকগুলির মধ্যে মানবজাতির ধর্মচিন্তার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। অনুষ্ঠান, মন্দির ও অন্যান্য বাহ্য আড়ম্বরের কোন প্রয়োজন নাই–এই কথা বলা খুব সহজ। আজকাল ছোট শিশুও একথা বলিয়া থাকে। কিন্তু

ইহাও অতি সহজেই দেখা যায়–যাহারা মন্দিরে গিয়া উপাসনা করে না, তাহাদের চেয়ে যাহারা মন্দিরে উপাসনা করে, তাহারা অনেক বিষয়ে অন্যরূপ। এই কারণে কোন কোন ধর্মের সহিত যেসব বিশেষ প্রকার মন্দির, অনুষ্ঠান ও অন্যান্য স্থূল ক্রিয়া–কলাপ জড়িত আছে, তাহা সেই সেই ধর্মাবলম্বীর মনে ওই স্থূল বস্তুগুলি যেসব ভাবে প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়, সেইসব ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়। আর অনুষ্ঠান ও প্রতীক একেবারে উড়াইয়া দেওয়া বিজ্ঞজনোচিত কাজ নয়। এইসকল বিষয়ের চর্চা ও অভ্যাস স্বভাবতই কর্মযোগের একটি অংশ।

এই কর্ম–বিজ্ঞানের আরও অনেক দিক আছে। তাহাদের মধ্যে একটি এই–'ভাব' ও 'শব্দের' মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে এবং শব্দশক্তি দ্বারা কি সাধিত হইতে পারে, তাহা জানা। সকল ধর্মে শব্দশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে, এমন কি কোন কোন ধর্মে সমগ্র সৃষ্টিই 'শব্দ' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলা হয়। ঈশ্বরের সঙ্কল্পের বাহ্যভাব 'শব্দ', আর যেহেতু ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্বে সঙ্কল্প ও ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেইহেতু 'শব্দ' হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। এই জড়বাদী এইসর্বস্ব জীবনের পেষণে ও ক্ষিপ্রতায় আমাদের স্নায়ুগুলি অচেতন ও কঠিন হইয়া পড়িতেছে।

ফেসবুক বার্তা

রবিঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানাতে ফেসবুক হোয়াটস অ্যাপে ভাইরাল হয়েছে এই দুর্লভ ছবিটি। সকলেরই ফেসবুকের জানালায় ধরা দিয়েছে এই ছবি। শুধু ফেসবুকের জানালায় নয়, স্ট্যাটাসে হোয়াটস অ্যাপ ডিপিতে বা হোয়াটস অ্যাপ স্ট্যাটাসে অনেকদিন ধরেই ঘুরছে এই ছবিটি। তবে আলিপুর বার্তা এর সত্যতা যাচাই করেনি।

মেথর–মরুক খোলা ড্রেনের অন্ধকারে

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

অবিভক্ত ভারতের পুরনো দিল্লির কাছে বুলাল শা শহর। হালফিল ঘটনা নয়। স্বাধীনতার কয়েক যুগ আগে, তখন স্যানিটারি বা পাকা শৌচাগার ছিল না বললেই চলে। বাঁকা– অল্পবয়সী ছেলেটি শহরের বাড়ি বাড়ি মেথরের কাজ করে। রাস্তা ঝাঁট দিতে গিয়ে উচ্চবর্ণের গায়ে হাত লেগে গিয়েছিল বলে ব্যক্তিটি এই মারে তো সেই মারে। এক মুসলিম যুবক সে হিন্দুদের বর্ণব্যবস্থা জানত না। বাঁকাকে সে মারের হাত থেকে বাঁচায়। বাঁকার বোন সোহিনী দূরের ইদারা থেকে জল আনতে গেলে তাকে মন্দিরের পুরোহিত কাশীনাথ মন্দিরের মধ্যে যৌন নির্যাতন করে। মন্দির অপবিত্র করার অপরাধে আবার তাদেরই তীব্র ভৎর্সনা করে। গল্পের শেষ অনুচ্ছেদ গান্ধিজির বুলানাশা শহরে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সমালোচনা। তারা 'হরিজন' ঈশ্বরের আত্মা। গান্ধির ভাষণ নিয়ে কবি আইনজীবীর তর্ক। পাকা শৌচাগার একদিন না একদিন বাড়িতে বাড়িতে তৈরি হবে। মাথায় বা মানব বর্জ পদার্থের টব আর মাথায় নিয়ে যেতে হবে না। বাঁকার মতন মানুষকে মেথর ছোট জাতের দুর্নাম শুনতে হবে না। ১৯৩৫ সালে মুলুক রাজ আনন্দ অস্পৃশ্যতা বা 'আনটাচিবিলিটি' (untouchibility) গল্পের নায়ক বাঁকার অত্যাচার অপমান যন্ত্রণা এখনও শেষ হয় নি। মার ঝাড়ু মার ঝাড়ু মেরে ঝেঁটিয়ে জঞ্জাল পরিষ্কারের পথে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের চিৎকার করি। কিন্তু গান্ধির হরিজনের মেথর ধাঙর ছোট জাতের অপমানে অত্যাচার ঝাড়ু মেরে ঝেটিয়ে বিদায় করতে পারি নি।

২০১৬ সালে পার্লামেন্ট আইন করে দৈহিক ঝুঁকি নিয়ে মানব বর্জ পদার্থ বড় ড্রেন পরিষ্কার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই আইনে বলা হয়েছে, মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব করে বিশেষ একটি জাতের মানুষকে নর্দমা–পয়প্রণালী পরিষ্কারের কাজে নামানো হচ্ছে, যা সামাজিক অপরাধ। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি ২০১৩ সালে আনা এই বিলকে সমর্থন করে রাজ্যসভায় বলেছিলেন, ম্যানুয়াল স্কাভেঞ্জার বা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বর্জ পরিষ্কার নিষিদ্ধ হলে তাদের সামাজিক অপমান থেকে মুক্তি ঘটবে। ম্যাডাম– আইন করে কি হল? নাকের বদলে নরুণ পেল। সরকারি বা বেসরকারি কোনও ক্ষেত্র থেকেই এই বিপদজনক পেশার মুক্তি ঘটেনি। ২০১৮ সালের প্রথম দিনেই মুম্বই–এ ভূগর্ভে কাজ করতে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসে ৪ জন সাফাই শ্রমিক মারা যায়। এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যাঙ্গালুরুতে ৩ জন সাফাই কর্মী বিষাক্ত টক্সিক গ্যাসে দমবন্ধ হয়ে মারা গিয়েছে। ২০১৭ সালে ৩৯ জন সাফাই কর্মী খোলা ড্রেন পরিষ্কার করতে গিয়ে উত্তরপ্রদেশে মারা গিয়েছে। শুধু আর্থিক ক্ষতিপূরণ নয়, মেথর সাফাই কর্মী পরিবারের আর্থিক সামাজিক জীবন সুরক্ষা ন্যায় বিচার তারা পায় নি।

২০১৪ সালে সাফাই কর্মী আন্দোলনের জনস্বার্থ মামলায় রিট পিটিশনের আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়েছিল, মেথর সাফাই কর্মীদের অস্পৃশ্যতার চোখে দেখা হয় যা সামাজিক অপরাধ। বিপদজনক ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে কোনও সাফাই কর্মীর মৃত্যু হলে তা 'অপরাধ' বলে চিহ্নিত হবে। কোনও সুরক্ষা ছাড়া ম্যানহোলে কাজ আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ। প্রসঙ্গত, ১৯৯৪ সালে বেজওয়াদা উইলসনের নেতৃত্বে সুরক্ষাহীন ভাবে খোলা ড্রেনে সাফাই কর্মীদের কাজ বন্ধ করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সরকার ২২ বছর বাদে তা আইনে পরিণত করে। ২০১৬ সালে ম্যাগসেসাই পুরস্কার প্রাপ্ত উইলসনের দাবি, ২০১৪–১৬ দুবছরে ১২০০ সাফাই কর্মী কর্মরত অবস্থায় মারা গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়, কেন্দ্রীয় সরকারের ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার অ্যাক্টে ২০১৬ আর সাফাই কর্মীদের নিদারুণ আর্থিক সামাজিক চিত্র লিখিত নির্দেশ আর বাস্তব অবস্থা এই দুই সিদ্ধান্তের সেতু নির্মাণ করতে সরকার ব্যর্থ। ২০১৬র আইনের মধ্যেই দ্বিচারিতা রয়েছে। প্রথমত, কায়িক বা দৈহিকভাবে এই প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ এই প্রথা এখনও প্রতিটি রাজ্যে রয়েছে। দ্বিতীয়ত ন্যূনতম সুরক্ষা পোশাক এবং অক্সিজেন মাস্ক পড়ার বিধান দেওয়া আছে। কিন্তু এই ধরনের সুরক্ষা ভিন রাজ্য এমনকি আমাদের রাজ্যে অধিকাংশ পুর

প্রতিষ্ঠান পঞ্চায়েতে নেই। যার ফলে সাফাই কর্মীদের মধ্যে দুরারোগ্য রোগের প্রকোপ বাড়ছে। মিথেন গ্যাস, হাইড্রোজেন সালফাইড, অ্যামোনিয়ার মতন তীব্র ঝাঁঝালো গ্যাস শরীরে ঢুকছে। তাদের গড় আয়ু উচ্চ জাতের লোকেদের থেকে কমছে।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত ১০ বছরে ১,৩৭০ জন সাফাই কর্মী খোলা ড্রেন অথবা বড় নর্দমা পরিষ্কার করতে গিয়ে মারা গিয়েছে। গত তিন বছরে তামিলনাড়ুতে ২৯৪, কর্ণাটকে ৩৪ জন সাফাই কর্মীর মৃত্যুর জন্য সরকারের সুরক্ষা ব্যবস্থার গাফিলতি দায়ী। ২০১৬–১৬ সালের সাফাইকর্মীদের সুরক্ষার এবং পুর্নবাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৪৭০–১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। কিন্তু এই বরাদ্দ অর্থের কানাকড়িও খরচ খরচা হয়নি। বেকারত্বের কারণে সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, পাঞ্জাব রাজস্থান পশ্চিমবঙ্গে সাফাই কর্মীর সংখ্যা বাড়ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যায়বিচার এবং জনকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সারা দেশে ১৩,৩৮৪ জন সাফাই কর্মী খোলা ড্রেন নিকাশির কাজে যুক্ত রয়েছে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সারা দেশে ২৬ লক্ষ অপরিশোধিত শৌচাগার রায় দিয়েছে। ৭৩% গ্রামে এবং ২৩% শহরে অপরিশোধিত শৌচাগার রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই রিপোর্টে বাস্তব গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে যথেষ্ট সংসার থেকে যায়। মানব পদার্থ সরাসরি খোলা ড্রেনে গিয়ে মিশছে। মহারাষ্ট্র–মধ্যপ্রদেশ–উত্তরপ্রদেশ–ত্রিপুরা–কর্ণাটক–পাঞ্জাব–দমন দিউ এবং বিহারে সর্বাধিক সাফাই কর্মী আছে। গোয়া, আসাম, চণ্ডীগড়ে সাফাই কর্মীর সংখ্যা খুবই কম।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সাফাই কর্মীদের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের পুনর্বাসনের স্বার্থে সময় দেশে ২৬৪টি জেলায় সাফাই কর্মীদের প্রতি পরিবারকে জনকল্যাণকর প্রকল্পে যুক্ত করা। সরকারের এই সিদ্ধান্ত সাধু উদ্যোগ। প্রশ্ন হল এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন, ৪০ হাজার টাকার চেক বিতরণ নয়। ২০১৭ সালে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও জনকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪,৩৭৫ জন শহরে এবং ৯,০১৪ জন শহরে সাফাই কর্মীদের মধ্যে চেক বিলিয়ে দায় সেরেছিল। এই সব পরিবারের নতুন প্রজন্ম যাতে বিকল্প কাজের সুযোগ সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। প্রয়োজন সামাজিক অস্পৃশ্যতার অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগ। ১৯৫৫ সালের অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আইনের সংস্কার করে কঠোর শাস্তি জনিত অপরাধের ক্ষেত্রে আরোপ করা সাফাই কর্মী পরিবার যাতে কোনওভাবেই লাঞ্ছনার শিকার না হয়। তার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের মনিটরিং করা। আবশ্যিক দায়িত্ব কর্মী পরিবার সুস্থ সামাজিক জীবনের অংশীদার হলে অস্পৃশ্যতার অপরাধ কমবে।

ভারতে সাফাই কর্মীদের জীবন–যন্ত্রণা নিয়ে উদ্বেগ জাতিপুঞ্জের রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে। গত বছর নভেম্বর মাসে লিওহেলার, জাতিপুঞ্জের বিশেষ প্রতিবেদক সাফাই কর্মীদের আর্থ–সামাজিক অবস্থা জানতে সরজমিনে আসেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করে, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের স্বার্থে প্রয়োজন বিশুদ্ধ পানীয় জল, পরিশোধিত শৌচাগার পরিবার পিছু নির্মাণ সাফাই কর্মীদের সুস্থ জীবন সামাজিক মর্যাদা রক্ষা ২০০৮ সালে আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন বর্ষ ঘোষণা করে জাতিপুঞ্জ সাফাই কর্মীদের সম্পর্কে সচেতনা বাড়ানোয় ফ্যাশন শো আয়োজন করেছিল। কিন্তু আমাদের সচেতনতা বাড়ে নি।

পাঠকের কলমে

অভিবাদন!

আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গল্পকার শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় মহাশয়কে তাঁর ছোটদের জন্যে লেখা বার্তাবহ গল্প 'ঘোলা জল'–এর জন্যে! (আলিপুর বার্তা, ২৮/৪–৪/৫ মনের খেয়াল বিভাগ), বোধহয় গল্পটি ছেলেমেয়েদের অভিভাবক/অভিভাবিকাদের জন্যেও একটি বার্তা বহন করছে।
অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮/বি, তেলীপাড়া রোড
কলকাতা –৭০০ ০২৫

ধোঁয়াশাচ্ছন্ন গল্প

আলিপুর বার্তার 'মনের খেয়াল' বিভাগে (৫ই মে – ১১ই মে সংখ্যা) প্রকাশিত শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের ছোটদের জন্যে লেখা 'সায়েন্স ফিকসান' ধর্মী গল্পটি সম্পূর্ণ ধোঁয়াশাচ্ছন্ন গল্প, শেষটা কিছুই বোঝা গেলনা, ছোটরা কিছুই বুঝবে না বলে মনে করি।
লেখাটিতে একটি মারাত্মক ভুলও আছে : লেখাটিতে এক জায়গায় আছে 'পর্দায় ভাসছে ভিন নক্ষত্রের প্রাণীদের...'। পংক্তিটি হবে : 'ভিন নক্ষত্রের গ্রহের প্রাণীদের...'। তবে তার আগে এই গল্পটিতেই লেখক ঠিক লিখেছেন, 'ওগুলো নাকি ভিন এক নক্ষত্র জগতের প্রাণী।' আসলে লেখার সময়ে মনে যদি খুব তাড়াহুড়ো ভাব থাকে, ('সংশোধনের প্রয়োজন নেই') 'এখুনি লিখব এক্ষুনি মেল করব' যাতে সামনের সংখ্যাতেই পত্রিকায় লেখাটি প্রকাশিত হয়, তখনই ঘটে যায় এই ধরণের ভুল।
অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮/বি, তেলিপাড়া রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৫

পাঠকের নিজস্ব মতামত : সম্পাদক দায়ী নয়

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

নির্বাচনের নামে রাজ্যে গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত

রাজভবন সাহিত্য বাসরে উচকিত

নির্মল গোস্বামী

রোম নগরী যখন জ্বলছিল, তখন সম্রাট নিরো প্রাসাদের ছাদে বসে নিবিষ্ট চিত্তে বেহালা বাজাচ্ছিলেন। তাই ইতিহাসে তিনি নিষ্ঠুর সম্রাটের খ্যাতি পেয়েছেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে বেহালা বাজানোর মতো শিল্পচর্চা কি সম্রাটের পক্ষে অশোভন কাজ? নিশ্চয়ই তা নয়। কিন্তু সম্রাটের সময় নির্বাচনটা ঠিক হয়নি। যখন প্রজাদের সাহায্য করা ছিল রাজার যথোচিত কাজ সেই সময় তিনি তা না করে সুর সৃষ্টিতে মগ্ন থেকেছেন তাই ইতিহাসে তিনি নিন্দিত। ইতিহাসের কাল থেকে আমাদের সময়কালের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই যে পশ্চিমবঙ্গ যখন পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন পর্ব নিয়ে উত্তাল হয়েছে। রাজপথে ডিএম অফিসে, বিডিও অফিসে শাসক দলের গুণ্ডাবাহিনী খোলা অস্ত্র হাতে দাপাদাপি করছে। বিরোধীদের জানোয়ারের মতো মারছে। মহিলাদের চুলের মুঠি ধরে তাদের মারছেন, গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করছে সরকারের পুলিশ বাহিনীর সামনে। দূরদর্শনের পর্দায় মানুষ দেখে শিউরে উঠছে। বহুল প্রচলিত সংবাদপত্রের প্রথম পাতা ছিঃ ছিঃ লেখা হচ্ছে ঠিক সেই সময় মহামহিম রাজ্যপাল সাহিত্য রসাস্বাদনের জন্য চিঠি দিয়ে কবি সাহিত্যিকদের ডাক পাঠাচ্ছেন রাজভবনে। বাঃ ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে কী অদ্ভুত সমাপতন! আমাদের রাজ্যের রাজ্যপালকে কী বলা উচিত হবে? নিষ্ঠুর না কি মূক বধির।

আমরা জানি অতীতে রাজ্যপালের পদ থাকা প্রয়োজন কিনা তা নিয়ে বহুচর্চা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১০ একর বাগানে বিলাস বহুল প্রাসাদে সান্ত্রী, পারিষদ, অফিসার সহ মোটা অঙ্কের মাহিনা নিয়ে বহাল তবিয়তেই বিরাজমান আছেন। কাজটা কি? না বছরান্তে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ছাত্রছাত্রীদের হাতে প্রশংসাপত্র তুলে দেওয়া, আর বাজেট অধিবেশনের আগে সরকারের লিখে দেওয়া ভাষণ পাঠ করা। আমদের সংবিধান প্রণেতারা শুধুমাত্র এই কাজের জন্যই কি রাজ্যপালের পদ সৃষ্টি করেছিলেন? মনে হয় না। তাঁদের মূলত উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যশাসন ব্যবস্থা সংবিধানিক রীতি অনুযায়ী গণতান্ত্রিক পথে চলছে কিনা

এবং জনগণের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ হচ্ছে কি না তা রাজ্যে বসে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা। এবং অনিয়ম কিছু ঘটলে কেন্দ্রকে রিপোর্ট পাঠানো। আমরা জানি কেন্দ্রে যেমন রাষ্ট্রপতি সরকারের প্রধান, তেমনি রাজ্য সরকারের প্রধান রাজ্যপাল। সংবিধান মতে নিয়ম–তান্ত্রিক প্রধান। প্রশ্ন হল নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হলেই কী যত অনিয়মের চোখবোজা দর্শক হয়ে থাকতে হবে? তাহলে বিরোধীরা রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ জানাতে যায় কেন? ক্ষমতাহীনের কাছে প্রতিবাদ জানানোর কার্যকারিতা কি? রাজনীতি যারা করেন, তারা কি এতোই বোকা।

রাজ্যের সচেতন মানুষ গণতন্ত্রের অবমাননায় যারা আহত হয়, তারা সরকারের দলতোষণ নীতির জন্য আইন শৃঙ্খলার অবনতি হলে রাজ্যপাল অন্তত একটা বিবৃতি দিক এইটুকু চায়। এটা শুধুমাত্র প্রশাসনকে সচেতন করার জন্য। অতীতে বহুবার রাজ্যপাল ও সরকারের মধ্যে সংঘাত হয়েছে। নন্দীগ্রাম কাণ্ডের সময় মনে আছে মাননীয় রাজ্যপাল বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে হাড় 'হিম করা সন্ত্রাস'। আপামর জনসাধারণ সেদিন রাজ্যপালের ওই একটা বিবৃতিতেই সন্তুষ্ট হয়েছিল। কারণ যতই শপথ বাক্য পাঠ করুক আমরা জানি যে গণতন্ত্রে সর্বসাধারণের সরকার গঠিত না হয়ে দলীয় সরকার গঠন হয়। দলের ক্ষমতাবৃদ্ধি বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই মূল লক্ষ্য সরকারের।

সময়ে সময়ে ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশাসন যাতে একবারে উলঙ্গ হয়ে না পড়ে তার জন্য রাজ্যপালের মন্তব্য বা সরকারকে সাবধান করে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। বর্তমান রাজ্যপালের সঙ্গে সরকারের সংঘাত হয়েছে। বসিরহাটে সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোলের সময় রাজ্যপালের বিবৃতির প্রতিবাদ করেছে সরকারের বড় মেজো সেজো সব নেতারা। আবার অতি সম্প্রতি আসানসোলে রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলের জেরে একজনের মৃত্যু হয়। রাজ্যপাল উপদ্রুত এলাকায় যেতে চাইলে রাজ্য সরকার বাধা দেয়। আমরা আশ্বস্ত ছিলাম এই ভেবে যে রাজ্যপাল নেহাৎ ঠুঁটো জগন্নাথ নয়।

কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়নকে বাঁধা দিতে গিয়ে শাসক দলের গুণ্ডাদের যে তাণ্ডবের ছবি দেখা গেছে একাধিক জেলায় এবং বিরোধীরা এই নিয়ে রাজ্যপালের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েও এসেছে। তা সত্ত্বেও রাজ্যপাল 'স্পিকটি নট'। পুলিশ এবং সাধারণ প্রশাসন যখন নির্লজ্জ দলদাসে পরিণত হয়েছে। এসডি, বিডিওদের সামনে থেকে প্রার্থীদের কলার ধরে টেনে বের করে দিচ্ছে। প্রশাসন উদাসীন। এরপর গণতন্ত্রের গাল ভরা বুলি কি আর আওড়ানো উচিত? একে বলা চলে জোর যার মুলুক তার নীতি। হ্যাঁ সরকারের যুক্তি স্বীকার করছি সব জায়গায় তো হয়নি। সংবিধান কি বলে ১০০ জনের মৌলিক অধিকার হরণ করা যাবে না কিন্তু ২–৩ জনের হরণ করা যাবে? প্রশ্ন হল অল্প জায়গায় হলেও যে ভাবে আইন–শৃঙ্খলার আদ্যশ্রাদ্ধ হয়েছে সেটা খুবই ভয়ংকর। যদি ভিড়ের মধ্যে কারো পকেটমারী হয়, সেটাকে আইন শৃঙ্খলার অবনতি বলা যাবে না। কিন্তু যদি প্রকাশ্য রাজপথে হাজার লোকের সামনে কয়েকজন মিলে পথচারীর থেকে টাকা ছিনতাই করে এবং পুলিশ দূরে দাঁড়িয়ে থাকে তা হলে তাকে কী বলে?

তাকেই তো 'অরাজকতা'। প্রশাসন কী বলতে পারে যে একজনের তো ছিনতাই করেছে একশ জনের তো করেনি। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আলিপুরে যা হয়েছে। তার খবর কি রাজ্যপালের গোচরে পৌঁছয় নি। প্রথম দুদিনের ফুটেজ নেই। কিন্তু বর্ধিত দিনের ফুটেজ তো টিভির পর্দায় রাজ্যপাল দেখেছেন। ১৪৪ ধারা বলে সাংবাদিককে পুলিশ আটকে দিচ্ছে আর বাইকবাহিনীদের অবাধে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারা গিয়ে প্রার্থী হতে চাওয়া ব্যক্তিদের বের করে দিচ্ছে। মাননীয় রাজ্যপাল যিনি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান তিনি কী রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চেয়েছেন যে আলিপুরের মতো জায়গায় প্রার্থীদের নিরাপত্তা কেন সরকার দিতে পারল না? বা ওই পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশমন্ত্রীর কাছে খোঁজ নিয়েছেন। বুকে অশোক স্তম্ভ নিয়ে কেন তাদের কর্তব্য করল রাষ্ট্র, কোনও উর্দ্ধস্তন অফিসারের নির্দেশে ওই কাজ করল তার যদি খোঁজ খবর নিতেন। তাহলে প্রশাসন নড়ে চড়ে বসত। নির্বাচনের বাকি দিনগুলোতে কিছুটা হলেও নিরুপেক্ষতা আশা করা যেত।

এতো প্রশাসন ও গুণ্ডা বাহিনী আরও অক্সিজেন পেল। তারা দেখল কেউ কিছু তাদের করতে পারবে না। তারা আরও দ্বিগুণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে অন্য দিন গুলোতে।

দাঙ্গায় মরলে উপদ্রুত এলাকায় যেতে চান রাজ্যপাল। কিন্তু নির্বাচনী সংঘর্ষে বীরভূমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন মানুষ মরল দোকান পাট পুড়ল। রাজ্যপাল কেন দেখতে গেলেন না? তবে কী রাজ্যপাল মহাশয়ের কাছে নির্বাচনী দাঙ্গাটা বৈধ? খোলা তলোয়ার হাতে, বন্দুক হাতে, মুখে কাপড় বেঁধে পিস্তল বোমা নিয়ে রাস্তায় তাণ্ডব করছে মিছিল করছে– রাজ্যসরকার একে বৈধতা দিয়েছে, কিন্তু ধর্মের নামে অস্ত্র মিছিলের বেলায় সরব চিৎকার করে। রাজ্যপাল মহানায়ক বোধহয় সেই মত পোষণ করেন। তাই তিনি নীরব। ২০১৯–এর গদি দখলে রাখার কূট কৌশলের খাতিরে রাজনাথ সিং বলেছিলেন, রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা রাজ্যর ব্যাপার আমি মাথা ঘামাবো না। বোঝাপড়ার মারপ্যাঁচে জনগণ মরুক। গণতন্ত্রের শ্মশান যাত্রা হোক। ভাগাড়ে পচে মরুক, তবুও তিনি চুপ করে থাকবেন।

কিন্তু রাজ্যপালের পার্টি নেই, ভোট নেই। জীবনকালও বেশি দিন নেই তিনি অন্তত এই সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করতে পারতেন। কারণ তিনি এই রাজ্যের প্রধান। রাজ্যের মানুষ বিনা কারণে মরছে, মার খাচ্ছে তা দেখে যদি মনে অনুতাপ না হয় তাহলে তার সংবেদনশীল মন নেই ভাবতে হয়। আর সংবেদনশীল মন নিয়ে রাজ্যপাল হওয়া যায় কিন্তু সাহিত্যের রসগ্রাহী হওয়া যায় না।

বীরভূম

দুই বউমা বনাম শাশুড়ি লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। আর তার আগেই দুই বউমা বনাম শাশুড়ির নির্বাচনী লড়াই ঘিরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে দক্ষিণগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রাতমা গ্রাম। বড় বউমা রুপালি লেট বিজেপি প্রার্থী। ছোটো বউমা মমতা লেট সিপিএম প্রার্থী। শাশুড়ি সন্তোষী লেট তৃণমূল প্রার্থী। কে জিতবে তা জানা যাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের দিনেই। আর সেইদিকে তাকিয়ে রাতমা গ্রাম।

ননদ বনাম বউদির লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। আর তার আগেই ননদ বনাম বউদির নির্বাচনী লড়াই ঘিরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে কানাচি গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তগর্ত মুরুলিডাঙ্গাল গ্রাম। অবিবাহিত ননদ মুনমুন বন্দোপাধ্যায় বিজেপি প্রার্থী। মেজো বউদি নিবেদিতা দাস তৃণমূল প্রার্থী। নিবেদিতার স্বামী শুভাশিস বন্দোপাধ্যায়। বাড়ির অমতে বিয়ে করায় আলাদা থাকতো শুভাশিস বন্দোপাধ্যায়। দুই ভাই এবং পাচঁ বোনের মধ্যে আলাদা থাকতো শুভাশিস। কে জিতবে তা জানা যাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের দিনেই। আর সেইদিকে তাকিয়ে মুরুলিডাঙ্গাল গ্রাম।

অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুটিয়া গ্রামে এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মুরারই থানার পুলিশ। গণেশপুরে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যাক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। ২৬শে এপ্রিল সন্ধ্যায় তিলপাড়ার সোনাইতলায় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যাক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ।

সুন্দরবনে ঝড়খালি পঞ্চায়েত এলাকা ব্যাপক উন্নয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ–মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে উন্নয়নের জোয়ারে বয়ে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী বিধানসভার ঝড়খালি গ্রামপঞ্চায়েত। এলাকায় বয়ে যাওয়া সুন্দরবনের নদী গ্রাসে একাধিকবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল গ্রামপঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রাম। অসহায় মানুষজন নিজেদের করুণ দুর্দশার কথা মাথায় রেখে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরিবর্তনের হাত ধরে ক্ষমতায় এনেছিল তৃণমুল সরকারকে।

তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর প্রধান নির্বাচিত হন লড়াকুনেতা দিলীপ মন্ডল। তাঁর হাত ধরে ঝড়খালি গ্রামপঞ্চায়েতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে বলে এলাকার সাধারণ মানুষজনের দাবি। এ বিষয়ে একান্ত এক সাক্ষাৎকারে প্রধান দিলীপ মন্ডল বলেন, জনসাধারণের জন্য আমার পঞ্চায়েত এলাকায় একাধিক উন্নয়ন ঘটেছে।তিনি আরো বলেন এলাকার মানুষকে সাথে নিয়ে পাঁচ বছরে প্রত্যন্ত এলাকায় ঢালাই রাস্তা হয়েছে এবং রাস্তার কাজ চলছে। সেইসাথে নদী বাঁধের সমস্যা থাকা স্বত্বেও পঞ্চায়েতের পক্ষথেকে বাঁধ মজবুতভাবে

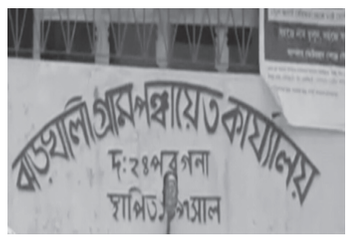

তৈরি করা হয়েছে। ইটের রাস্তা ইন্দিরা আবাস,গীতাঞ্জলী,শৌচালয়,অধিকার প্রকল্পের ঘর,জলধরো প্রকল্পে খাল খনন ও এনআরজিএস প্রকল্পে পুকুর খনন,পানীয় জলের ঘাটতি মেটাতে পিএইচই র কাজ চলছে এবং অকেজো হয়ে যাওয়া নলকূপ সারাই ও নুতন নলকূপ তৈরি করে পানীয় জলের আকাল থেকে মুক্তকরা। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আবাস বাংলা যোজনায় গৃহ নির্মাণ। পাশাপাশি শিক্ষার উন্নয়নের গৃহ নির্মাণ হয়েছে।

নদীবাঁধ রক্ষার এবং পঞ্চায়েত এলাকাকে সবুজায়ন করতে রাস্তার পাশে প্রচুর বৃক্ষরোপণ হয়েছে। এনআরজিএস প্রকল্পে গৃহসম্মৃদ্ধির জন্য একাধিক পরিবারের হাতে বিভিন্ন গাছের চারা প্রদান করা হয়েছে বলে জানা গেছে। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছরে সমব্যথী প্রকল্পে সহায়তা পেয়েছেন ৩০০ পরিবার।

এমনই বিশাল উন্নয়নের কর্মযোগের জন্য আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঝড়খালি গ্রামপঞ্চায়েতের ১৭ টি আসনের মধ্যে ১১ টি এমনকি সমিতির ১ টি আসনে ও জয় এসে গেছে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় এমনটাই জানালেন প্রধান দিলীপ বাবু।

তিনি জানান আগামী দিনে ঝড়খালি গ্রামপঞ্চায়েত কে আরো উন্নততর শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর।

উত্তপ্ত পাথরপ্রতিমা

মেহেবুব গাজী, পাথরপ্রতিমা: রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের দক্ষিণ রায়পুরের পিঁপড়াখালি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার মাঝ রাতে পাথরপ্রতিমা ব্লকের দক্ষিণ রায়পুরের পিঁপড়াখালির ৩০ ও ৩১ নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক আবদুল্লা মোল্লা তাঁর কর্মীদের নিয়ে মিটিং সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় আচমকা সিপিএম ও বিজেপি সমর্থিত নির্দল বাহিনী তাঁদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় সম্পাদক আবদুল্লা মোল্লা সহ তিন জন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী আহত হন। তাঁদের গদামথুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে, দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আবদুল্লা মোল্লার চোট গুরুতর হওয়ায়, তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই বিষয়ে ঢোলাহাট থানায় একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। তবে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা রয়েছে।

ELECTION URGENT

Office of the District Magistrate and
District Election Officer
Alipore, South 24 Parganas

Memo No. : 19/LR/Bye-Elec/MC/2018 Dated : 11.05.2018

NOTICE INVITING TENDER

1. Sealed quotations are hereby invited from any reputed Video/Digital Camera manufacturer(s)/ authorized vendors of any reputed brand (Sony/Nikon/Canon etc.) in manufacturer's/ vender's pad for hiring of personal Video/Digital Camera on per day hiring basis along with deployment of Camera Operator on daily wages basis :

Digital/Video camera including CD/DVD with each Digital 16 GB Micro Chip extra Charger for covering entire P-Day activity.

Digital/Video camera along with above other accessories will be hired on temporary basis by the office of the District Magistrate & District Election Officer, South 24 Parganas, Material Cell, New Treasury Buildings (8th & 9th Floor), Alipore, Kolkata-700 027, for ensuing Bye Election to the 155- Maheshtala Assembly Constituency- 2018.

For details contact can be made with the office of the District Magistrate & District Election Officer, South 24 Parganas, Material Cell, New Treasury Building (8th & 9th floor) Alipore, Kolkata 700 027 for ensuing Bye Election to the 155- Maheshtala Assembly Constituency- 2018.

Last Date of Submission :- 16.05.2018, Time :- 2.00 PM

Sd/-
Additional District Magistrate (L.R.) &
ADM in-charge Forms & Materials Cell
South 24 Parganas

৮৯৭/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১১.০৫.২০১৮

ELECTION URGENT

Office of the District Magistrate &
District Election Officer
Alipore, South 24 Parganas

Memo No. : 20/LR/Bye-Elec/MC/2018 Dated : 11.05.2018

NOTICE INVITING TENDER

1. Sealed quotations are hereby invited from any reputed Computer hardware manufacturer(s)/authorized venders of any reputed brand (HCL/COMPAQ/ IBM/PCS etc.) in manufacturer's/vender's pad for hiring of personal computer along with UPS & Printer with following Hardware/Electrical Specification on per day hiring basis along with deployment of Computer Operator on daily wages basis :

Personal Computer powered by intel Pentium 4 Processor, clock speed 2.0 GHz or above, 128DDR RAM, 80 GB HDD, 38.1cm VDU, 52X CD ROM Drive, 1.44 MB FDD, Standard Keyboard, Scroll Mouse, Modern Facility, Preloaded Win XP Home Edition & Office 2007, UPS 600VA Dot-matrix/Leserjet printer of any reputed make (HP/Wipro) with Preloaded Printer Cartridge.

Approximate no. of personal computer with UPS and Printers required to be installed & no. of computer operator required will be informed in due course.

Personal computer along with above other accessories will be hired on temporary basis by the office of the District Magistrate & District Election Officer, South 24 Parganas Material Cell. New Treasury Building (8th & 9th floor), Alipore, Kolkata- 700 027, for ensuing Bye Election to the 155- Maheshtala Assembly Constituency- 2018.

For details contact can be made with the office of the District Magistrate & District Election Officer, South 24 Parganas, Material Cell, New Treasury Building (8th & 9th floor) Alipore, Kolkata 700 027 for ensuing Bye Election to the 155- Maheshtala Assembly Constituency- 2018.
Last Date of Submission :- 16.05.2018, Time :- 2.00 PM

Sd/-
Additional District Magistrate (L.R.) &
ADM in-charge Forms & Materials Cell
South 24 Parganas

৮৯৮/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১১.০৫.২০১৮

জালনোট, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৮ এপ্রিল রাত্রে দশটি ২ হাজার টাকার জাল নোট সমেত শেখ আকবর, শাহরুখ খান, শেখ জুলফিকার নামে তিন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ২৯ এপ্রিল শেখ আকবরকে পাচঁদিনের পুলিশ হেপাজত এবং শাহরুখ খান ও শেখ জুলফিকারকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয় দুবরাজপুর আদালত।

মোবাইল ফেটে জখম ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১মে দরবারপুর গ্রামে মোবাইলে গেম খেলার সময় তা ফেটে জখম হলো বনি ও রনি শেখ নামে দুই শিশু। রনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমানে চিকিৎসাধীন। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বোমা উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ এপ্রিল ব্রাহ্মণডিহি গ্রামে বল ভেবে খেলতে গিয়ে বোমা ফেটে জখম হলো অষ্টম শ্রেনীর এক ছাত্র। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তদন্তে তারাপীঠ থানার পুলিশ। সকালে দুবরাজপুর বিজেপি পার্টি অফিসের পাশ থেকে উদ্ধার হয় দুটি বোমা। এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ২২ এপ্রিল দাদপুর ঈদগাহের পাশে মাঠের মধ্যে উদ্ধার হয় ব্যাটারি সংযুক্ত ঘড়ি। এলাকায় টাইম বোমার আতঙ্ক ছড়ায়। ২৭ এপ্রিল মহম্মদবাজারে নিস্ক্রিয় করা হয় কুড়িটি তাজা বোমা।

নাম/পদবি পরিবর্তন

আমি অনিতা দেবী স্বামী প্রয়াত গৌতম রাম। ২৬/০৩/২০১৮ তারিখে চন্দননগর ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট কোর্টে এফিডেফিট বলে আনন্দ রাম নামে পরিচিত হইলাম। আগে ভুলবশতঃ 'দাস' পদবী ছিল। এখন পরিবারের সমস্ত নথিপত্র 'রাম' পদবী নামে বিবেচিত হইবে। এন. এস. রোড হিন্দুস্থান পার্ক। মহাত্মা কলোনী। পোস্ট– ভদ্রেশ্বর, হুগলি।

150th Year Anniversary Committee — ***Bhadreswar Municipality*** East. 1869

বৎসরব্যাপী কর্মসূচী নির্ঘন্ট

বৎসরব্যাপী কর্মসূচী নির্ঘন্ট

১। মে ২০১৮ (২০/০৫/২০১৮) ঃ	স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান শিবির। স্থান : কৃষ্ণপটী পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়।
২। ০৯/০৬/২০১৮ ও ১০/০৬/২০১৮ ঃ	দুই দিন ব্যাপী হুগলী জেলার পৌরসভা ভিত্তিক ফুটবল টুর্নামেন্ট। স্থান ঃ মিলননগর মাঠ, মানকুণ্ডু।
৩। ১৫/০৭/২০১৮ ঃ আশী উর্ধ্ব প্রবীন নাগরিকদের সম্বর্ধনা।	(ক) মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী সহ পৌর এলাকার
	(খ) দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য।
	(গ) প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রদান।
৪। ১১/০৮/২০১৮ ঃ	সাঁতার ও
৫। ১২/০৮/২০১৮ ঃ	জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতা। স্থান ঃ ভদ্রেশ্বর গভঃ কলোনী।
৬। ০৯/০৯/২০১৮ ঃ	স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। স্থান ঃ জহরলাল নেহেরু বিদ্যাপীঠ।
৭। ০৬/১০/২০১৮ ও ০৭/১০/২০১৮ ঃ	(ক) ভলিবল টুর্নামেন্ট। স্থান ঃ অন্নপূর্ণা বয়েজ ক্লাব , তেলিনীপাড়া।
পোষাক বিতরণ সহ	(খ) মানকুণ্ডু মানসিক হাসপাতাল ও অঙ্কুর হাসপাতালের রোগীদের এক দিনের আহারের ব্যয়ভার বহন।
৮। ২৪/১১/২০১৮ ও ২৫/১১/২০১৮ ঃ	আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। স্থান ঃ কল্যাণ সংঘের মাঠ।
৯। ১৬/১২/১০১৮ ঃ দৌড়।	প্রয়াত পৌরপ্রধান মনোজ উপাধ্যায় নামাঙ্কিত কক্ষের উদ্বোধন ও মশাল
১০। ০৪/০১/২০১৯-১৩/০১/২০১৯ ঃ	সম্প্রীতি মেলা, বিবেক চেতনা উৎসব ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (যুব উৎসব)
১১। ২৩/০১/২০১৯ ঃ	সুভাষ উৎসব।
১২। ০৬/০২/২০১৯-০৮/০২/২০১৯ ঃ	নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্থান ঃ তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গন।
১৩। ৩১/০৩/২০১৯ ঃ	সমাপ্তি অনুষ্ঠান। স্থান ঃ আম্রকুঞ্জ, মানকুণ্ডু, হুগলী।

এই ১৫০ বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে ভদ্রেশ্বর আদিবাসীবৃন্দকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানাই।

প্রলয় চক্রবর্তী
পৌরপ্রধান

প্রকাশ গোস্বামী
উপ-পৌরপ্রধান

সহযোগিতায় ঃ পৌর পরিষদ সদস্য বাপি মালিক, মহঃ ফিরোজ ও অন্যান্য কাউন্সিলরবৃন্দ

Office of the District Magistrate and
District Election Officer
South 24 Parganas
Materials Cell
New Treasury Building (8th & 9th Floor), Alipore
KOLKATA-700 027

ELECTION URGENT

Tel No : 2479-1955, 2479-2196, Fax : 2449-4820 Email Id : dllro.s24pgs@gmail.com

Memo No. : 15/LR/Bye-Elec/MC/2018 Dated : 08.05.2018

TENDER NOTICE

Sub : Item Rate for supply of Standardized Voting Compartment for ensuing Bye Election of West Bengal Legislative Assembly for Maheshtala AC-**155**

Sealed Quotations are hereby invited from bonafide, reputed and experienced Company/Traders/Agency/ General Suppliers for Rates of Standardized Voting Compartment with specified ECI logo in connection with Bye Election, 2018 of West Bengal Legislative Assembly from 155- Maheshtala Assembly Constituency. Sealed Rate Quotations should dropped in the Tender Box placed in the office chamber of the Additional District Magistrate (L.R.) South 24 Parganas New Treasury Building, 8th floor, Alipore, Kolkata-27 up to 1.00 pm on 16.05.2018 and will be opened on the same date at 3.00 pm in the chamber of Additional District Magistrate (L. R.), Alipore, NTB, 8th Floor, Kolkata-27 in presence of the agencies or their authorized representatives.

Copy of current and valid documents regarding income Tax, GST registration, Professional Tax, PAN Card, Credential Certificate of similar work and Earnest Money in the form of Bank Draft in favour of the District Magistrate and District Election Officer, South 24 Parganas of Rs. 10000/- (Rupees Ten thousand only) must be submitted along with the sealed quotation. The detailed specification of Standardized Voting Compartment is enclosed with the notice. District Election Officer, South 24 Parganas reserves the right to go for competitive bidding. All the suppliers shall have to furnish sample of the each materials to be supplied, in addition to item-wise rate of the each form. In addition to that the suppliers whose rate will be accepted shall have to submit the approved sample of the item before actual supply of the materials.

Quotation should be submitted in sealed envelope super scribed with "Quotation for Standardized Voting Compartment in connection with the Bye Election, 2018 of West Bengal Legislative Assembly from 155- Maheshtala Assembly Constituency" and should be addressed to the District Magistrate and District Panchayat Election Officer, South 24 Pargansa. Tenders received in the Tender Box within the schudled date and time will only be considered.

For details, contact can be made with the office of the District Magistrate & District Election Officer, South 24 Parganas, Material Cell, New Treasury Building (8th & 9th floor) Alipore, Kolkata-700 027 for ensuing Bye Election to the 155- Maheshtala Assembly Constituency 2018.

Sd/-
Additional District Magistrate (L.R.)
South 24 Parganas

৮৮৬/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১০.০৫.২০১৮

মহানগরে

আক্রান্ত এবং অবিশ্বাস্য গণতন্ত্র

বিজেপির যুব মোর্চার প্রতিবাদে ৬ মে হাজরা মোড় অবরোধ করা হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেয় দক্ষিণ কলকাতার যুব সভাপতি খোকন ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিল মণ্ডল সভাপতি, মাদল সাহা, জেলা সাধারণ সম্পাদক সৈকত বক্সী সহ যুব নেতৃত্ব পারমিতা সিনহা রায়, জেলা সভাপতি জীবন সেন সহ অন্যান্যরা। প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল প্রায় ৩৫০ জন কর্মী সদস্যরা। খোকন ঘোষ বলেন, পঞ্চায়েত ভোট সহ বাংলায় যে নৈরাজ্যে বাংলা এখন রক্তাক্ত। এছাড়াও দক্ষিণ কলকাতায় বিজেপি কর্মীদের মাঝে মধ্যেই শাসানো হচ্ছে। বাড়ি গিয়ে আমাদের কর্মীদের পরিবারকে হুমকি দিয়ে আসছে। কর্মীদের স্ত্রীকে সিঁদুর মুছে যাবে বলে হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। আমরা পুলিশকে জানাতে গেলে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না শুধু বলছে শান্তিপূর্ণভাবে থাকুন আপনারাও কিছু করবেন না আর ওরাও কিছু করবে না। এইসব কারণের প্রতিবাদেই আমরা পথে নেমেছি।

অবিশ্বাসী গণতন্ত্র : পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও বুদ্ধিজীবীর মঞ্চের পক্ষ থেকে গত ৭ মে 'গণতন্ত্র বাঁচাও' শীর্ষক একটি অরাজনৈতিক পদযাত্রায় সামিল হন ড. অম্বুজ মহান্তি, অধ্যাপক স্বপন দাশগুপ্ত, অর্থনীতিবিদ সুমন মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা এবং বিজেপি নেতা চন্দ্রকুমার বোস। ছবি : তাপস রায়

প্রতিষেধক : 'সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন' বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উপলক্ষ্যে গত ৮ মে কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সেমিনারে 'চৈতন্য পুতুল' নাটকের আয়োজন করে।

ভারতে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম

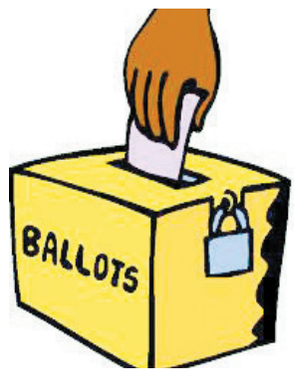

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ আবার প্রথমস্থানে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম সাধারণ নির্বাচন ১৯৫১–'৫২ সালের লোকসভা নির্বাচন। ভারতের সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ভারতবাসী নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রথম প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সংবিধানে বর্ণিত সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। অথচ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের বুকে এই প্রথমবার বাংলার ৩৪ শতাংশ মানুষকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার ব্যালট পেপারে রাবার স্ট্যাম্প মেরে তার পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচন করার অধিকার প্রয়োগ করার আগেই বিজয়ী প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়ে গেল, বিজয় মিছিল আবির নিয়ে পথে পথে নেমে পড়লো। বাংলার প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মানুষ ভোট দানের অধিকার প্রয়োগ করতেই হল না।

এদিকে গত ৭ মে পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন ব্লকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী প্রার্থীদের ব্লক অফিস থেকে জয়ের শংসাপত্র দেওয়ার নেওয়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। এই জেলার প্রতিটি ব্লকে পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরে তৃণমূলের যেসব প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছেন, এদিন সকাল থেকে তাঁরা ব্লক অফিসে ভিড় করে শংসাপত্র গ্রহণের জন্য।

তেলের দাম অগ্নিমূল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি পিআরএস লেজিসলেটিভ রিসার্চ পেট্রোল–ডিজেলের দাম নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, দিল্লি রাজ্যে পেট্রোল পাম্পের ডিলাররা এক লিটার পেট্রোল কেনে ৩৫.৭০ টাকায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় লিটার প্রতি ডিলারের কমিশন ৩.৬০ টাকা। লিটার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের শুল্ক ১৯.৪৮ টাকা বা মোট দামের ২৬ শতাংশ আর রাজ্য সরকারের শুল্ক ১৫.৯০ টাকা বা মোট দামের ২১ শতাংশ, সবকিছু যুক্ত করে দিল্লি রাজ্যে এক লিটার পেট্রোলের দাম পড়েছে ৭৪.৬৮ টাকা। অন্যদিকে ওই রাজ্যে ডিজেল পাম্পের ডিলাররা এক লিটার ডিজেল কেনে ৩৮.৪০ টাকা। পেট্রোলের মতো এর সঙ্গে যুক্ত হয় লিটার প্রতি ডিলারের কমিশন ২.৫০ টাকা। লিটার প্রতি কেন্দ্রীয় শুল্ক ১৫.৩০ টাকা আর রাজ্যের শুল্ক ৯.৭০ টাকা। সব কিছু যুক্ত করে দিল্লি রাজ্যে এক লিটার ডিজেলের দাম পড়ছে ৬৫.৯০ টাকা। এদিকে দেশের নিত্যদিনের চাহিদার ৮৪ শতাংশ অশোধিত তেল সৌদি আরব , ইরান, ইরাক, কুয়েত, ওমান থেকে আমদানি করতে হয়। ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার দুই সরকারের কোষাগারে শুল্ক বাবদ অনেক অনেক বেশি টাকা ঠুকছে। কিন্তু যতো দিন যাচ্ছে, ততোই পাল্লা দিয়ে অশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় খুচরো বাজারে দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর আগামী দিনেও এভাবে বৃদ্ধি পাবে। কমার কোনও সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

২০১৫ সালে খনিজ তেল উত্তোলক দেশ ইরাক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার মধ্যে খনিজ তেল নিয়ে যে সন্ধি হয় তা থেকে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বেরিয়ে আসায় কপালে ভাঁজ পড়েছে বর্তমান ভারত সরকারের। অর্থনীতিবিদ ও পর্যালোচকদের মতে এর ফলে ভারতে খনিজ তেলের দাম বৃদ্ধি পাবে। যা ভারতে খুচরো তেলের বাজারে ও অর্থনীতিতে অবশ্যই প্রভাব পড়বে। দাম বৃদ্ধির আশঙ্কায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এখন দেখার বিষয় ভারত সরকার সেজন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

এশিয়াটিক সোসাইটির নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের অধিগৃহীত সংস্থা এশিয়াটিক সোসাইটির নির্বাচনে পুরাতন কমিটিই নির্বাচিত হল। গত ২৯ এপ্রিল সোসাইটির নির্বাচনে সভাপতি ঈশা মহম্মদ সাধারণ সম্পাদক সত্যব্রত চক্রবর্তী এবং অন্যান্য সহ সভাপতি সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, অমলকান্তি ভৌমিক, সুভাষ রঞ্জন চক্রবর্তী, স্বপন কুমার প্রামাণিক, হিসাব রক্ষক সুজিত কুমার দাস অন্যান্য সম্পাদক তপতী মুখার্জি, রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জি, শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য, সুধীর কুমার দত্ত, রাজকুমার রায়চৌধুরী, অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জনা রায়, অশোক কান্তি সান্যাল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। একটি সম্পাদক পদে নির্বাচনে মহম্মদ ফিরোজ এবং চারটি কার্যকরী কমিটির সদস্য পদে নির্বাচনে অতীশ কুমার দাশগুপ্ত বিপ্লব চক্রবর্তী, নবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোমনাথ মুখোপাধ্যায় নির্বাচিত হন। সোসাইটির সদস্যরা মনে করে বর্তমান কমিটি প্রশাসনিক দক্ষতার সাথে যেভাবে ২৩৪ বছরের ঐতিহ্য ও গৌরব বজায় রাখতে কাজ করে চলেছে, তাতে বিরোধীতার অবকাশ নেই। গত এপ্রিল মাস থেকে কর্মচারীদের প্রাপ্য সপ্তম পে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে সাধারণ সম্পাদক সত্যব্রত চক্রবর্তীর তৎপরতায়। ৭ই মে সোমবার এশিয়াটিক সোসাইটির ২৩৪ বর্ষের বার্ষিক সভায় উপস্থিত থাকবেন রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠী।

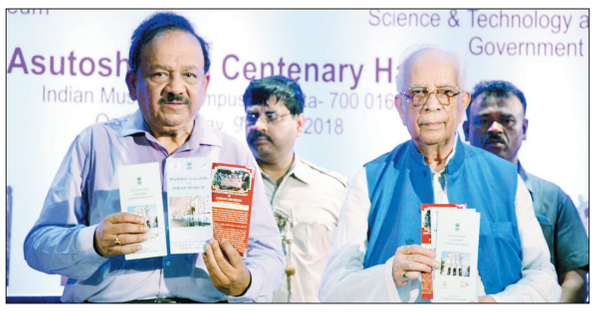

ছবি : উৎপল কুমার রায়

মিউজিয়ামে নতুন গ্যালারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯ মে ২০১৮ জাতীয় সংগ্রহশালায় কলকাতায় জুলজিক্যাল এবং বোটানিক্যাল গ্যালারির উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি, পৃথিবী বিজ্ঞান, পরিবেশ, বনাঞ্চল এবং আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী ড. হর্ষ বর্ধন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। এরপর সংগ্রহশালায় এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, কলকাতা স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজির পবিত্র ভূমি। এই ভূমিতে আসতে পেরে তিনি ধন্য। তিনি আরও বলেন পরিবেশ রক্ষা করতে আমাদের সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, এই গ্যালারি শিক্ষার্থীদের খুবই সাহায্য করবে।

কার্বন নিউট্রাল সৌরশক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা মহানগরে সৌরবিদ্যুতের প্রচলন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃহত্তর কলকাতার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের মতো গত ৫ মে বরো নম্বর ১২–র ওয়ার্ড নম্বর ১০১–এর বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি উপনগরী উদ্যানে রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদানে 'কার্বন নিউট্রাল সৌরশক্তি চালিত আলোক প্রকল্পে'র উদ্বোধন হল। রাজ্যের বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি উৎস দফতরের পূর্ণমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এই প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন পুর উদ্যান দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। স্থানীয় বরো কমিটির অধ্যক্ষ সুশান্ত কুমার ঘোষ ও পুরপ্রতিনিধি বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত।

লোকশিল্প ও কারুকৃতি মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য নাটক সঙ্গীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমি এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত লোকশিল্প ও কারুকৃতি মেলার গত ৭ মে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দ্বারকানাথ ঠাকুর মঞ্চে উদ্বোধন করলেন সঙ্গীতশিল্পী লোপামুদ্রা মিত্র, উপস্থিত ছিলেন আইসিসিআর–এর আঞ্চলিক অধিকর্তা গৌতম দে, উপাচার্য অধ্যাপক সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরী। মেলায় অংশগ্রহণ করেন পশ্চিম মেদিনীপুরের পটচিত্রকর মনতাজ চিত্রকর, বীরভূমের কাঁথা স্টিচের উর্মিলী দাস, হাওড়ার বাটিকের অভিজিৎ বসু, দার্জিলিংয়ের কাঠ খোদাইকর আনন্দ সরকার, উত্তর ২৪ পরগনার মাটির পুতুল প্রস্তুতকারক গৌতম দাস সহ আরও রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ২৬জন শিল্পী অংশগ্রহণ করে।

নব নালন্দার রবীন্দ্র স্মরণ

সব্যসাচী সান্যাল: সারা রাজ্যের মানুষের সাথে দক্ষিণ কলকাতার ঐতিহ্যমন্ডিত নব নালন্দা বিদ্যালয় নালন্দা ভবনের সামনের ব্যুলেভার্ড কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন ২৫শে বৈশাখ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেছিল। খুব ভোরে তখনো রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করার জন্য দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দাদের ঘুম ভাঙেনি,অনুষ্ঠান স্থলে হাজির হয়ে দেখি মাইক টেস্টিং 'হ্যালো, হ্যালো ' চেক প্রভৃতি শব্দ দিয়ে শব্দযন্ত্রটি যাতে ত্রুটিবিহীন ভাবে কাজ করে তার পরীক্ষা চলছে। খুব ছোটবেলা থেকে রবীন্দ্র সৃষ্ট কবিতা,সঙ্গীত,গল্প নিয়ে বাঙালির মনোনয়নে রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ যেন সবসময় অনভূত হয়। অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত এক শিক্ষিকার কাছে জানা গেল এই স্কুলে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৭ হাজারের মতো। স্কুল থেকে পাশ করে বহু কৃতী ছাত্র ছাত্রী দেশ বিদেশে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। এদের মধ্যে অনেকে বিশ্বকবির মূর্তিতে মাল্যদান করে সারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহ জুগিয়েছে।কলকাতার প্রথিতযশা সঙ্গীত শিল্পী যেমন শ্রাবণী সেন, অলক রায়চৌধুরী,অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়,প্রমিত সেন,ইন্দ্রনীল সেন,মনোময় ভট্টাচার্য,চন্দ্রাবলী রুদ্র দত্ত,শ্রেয়া গুহ ঠাকুরতা,অদিতি গুপ্ত,মনীষা মুরলী নায়ার,ইমন চক্রবর্ত্তী,সুমন পাখী আর আবৃত্তিতে ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়,প্রণতি ঠাকুর,সৌমিত্র মিত্র,সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়,রিনি বিশ্বাস,সুদীপ্ত রায় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেছেন, পাশাপাশি বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে নৃত্য–গীতি আলেখ্য 'কুসুম রতন হার' পরিবেশিত হয়।১৯৬৭ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত নব নালন্দা নাচে,গানে অভিনয়ে, শ্রুতি নাটক আকাশবাণী,রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গনে,ব্যুলেভার্ড, দূরদর্শন, অডিও সিডিতে নিজেদের প্রকাশ করেছে।সমস্ত অনুষ্ঠানের লাইফ প্রচার সকলের দেখার সুবিধার্থে করা হয়েছিল।নব নালন্দা সঙ্গীত শিক্ষায়তন দ্বারা ১৮ মে সন্ধ্যে ৬টায় অহীন্দ্র মঞ্চে সন্ধ্যা ৬টায় রাজমৃগ পরিবেশিত হবে। তবে সদন প্রাঙ্গনে ২৫ শে বৈশাখের ভোরের অনুষ্ঠানের রীতি মমতা সরকারের আমলে অনেকদিন আগে উঠে গেছে। সরকারী অনুষ্ঠান এখন মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তাঁর স্নেহভাজন শিল্পীদের নিয়ে নিছক আনন্দ অনুষ্ঠানে রূপ নিয়েছে যেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই গলা মেলান,অন্তরের কোনও আবেগ নেই এবং কালের সাথে সাথে বঙ্গে এক নতুন ধরণের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে।

জাঁড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রচর্চার যে ফ্লেভার পাওয়া যায় তা সময়ের পরিবর্তন হয়ে দুপুর দুটোর পর থেকে শুরু হওয়ার জন্য সান্ধ্যকালীন ক্যাথিড্রাল চার্চের সামনে সেভাবে পাওয়া যায় না।বিধাননগর পুরসভার উদ্যোগে সল্ট লেক সেন্ট্রাল পার্কের অনুষ্ঠান বেশ জমকালো ছিল।তবে অত্যধিক গরমের জন্য সবাই বেশ অস্থির হয়ে পড়েছিল এবং দর্শক আসন বেলা ১২ টার মধ্যে প্রায় খালি হয়ে গেছিল।তবে এখানকার অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল রোকেয়ার সুরেলা কণ্ঠের আবেময় রবীন্দ্র কবিতা পাঠ। তবে মোটের ওপর বিভিন্ন জায়গার অনুষ্ঠান দেখলে প্রানের থেকে কৃত্তিমতা বেশি প্রকাশ পেয়েছে হতে পারে এটা এখনকার যুগের ধর্ম।

চন্দননগর পৌরনিগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগর পৌরনিগম আয়োজিত কবিগুরুর ১৫৮তম রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবটি হল চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে। পৌরনিগমের কর্মচারীরা সমবেতভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে সুরের ঝঙ্কারে মুখরিত করে তোলে সম্পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। এমন কি পৌরকর্মচারীবৃন্দরা যন্ত্র সঙ্গীতেও গানের শিল্পীদের সহযোগিতা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানের সম্মিলিত শিল্পীদের সমবেতভাবে গানের রেওয়াজ রীতিমতো অনুশীলন করান কর্মচারী তথা শিল্পী তড়িৎ বসু। যন্ত্রসংগীতের প্রধান নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন ভোলানাথ সাধু। এছাড়া অংশগ্রহণ করেন তুলসী সান্যাল ও চন্দন মান্না। কবিগুরুর জন্মদিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার মূল কারিগর ছিলেন পৌরনিগমের শিক্ষা অধিকর্তা কালিপদ জানা। এরকম উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। নাচ, গান, কবিতায় নানারঙে রবীন্দ্র জন্মদিনকে রাঙিয়ে তোলে এদের অনুষ্ঠান ও বেশ আকর্ষণীয় হয়। উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী। চেয়ারম্যান জয়ন্ত দাস, ডেপুটি মেয়র মায়া ঘোষ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে

জোড়াসাঁকোর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সকাল ৬টা থেকে গুরুদেবের জন্মদিনে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে উপস্থিত হয় অসংখ্য রবীন্দ্রপ্রেমী। সকাল থেকেই চলে গুরুদেবকে গানে, কবিতায়, নাচে শ্রদ্ধা জানানো। কবি পক্ষের এক সুন্দর সূচনা ঘটে তাঁর বাসভবন থেকে। উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সভ্যসাচী রায়চৌধুরি সহ অন্যান্যরা।

পূর্বাঞ্চলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সল্টলেকস্থিত পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র গত ৮ মে রবীন্দ্র জন্মোৎসব ১৪২৫ আয়োজন করে পূর্বশ্রী প্রেক্ষাগৃহে (ই জেড সি সি)। ৮ মে সম্মেলন বৈতালিকের পরিচালনায় ছিলেন দেবারতি সোম। ৯ মে সম্মেলন উত্তরীয়ের পরিচালনায় ছিলেন শ্রমণা চট্টোপাধ্যায়, সচিন মুখোপাধ্যায়, ১১ মে নৃত্যনাট্যে ছিল ভানু সিংহের পদাবলী। বিভিন্ন দিনে যন্ত্রে ছিলেন স্বাগতম দাস, অভ্র চট্টোপাধ্যায়, পার্থ সেন, অনিন্দ্য ঘটক প্রমুখ।

পুরসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৯ মে দক্ষিণ কলকাতার উত্তম মঞ্চে কলকাতা পুরসংস্থার শিক্ষা দফতর আয়োজিত কবিগুরুর জন্মদিবস পালন অনুষ্ঠানে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় । উপস্থিত ছিলেন পুর অধ্যক্ষা মালা রায়, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার,পুর শিক্ষা দফতরের মেয়র পারিষদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়।

কবিগুরুর জন্মদিবস

বন্ধু এক আশা ও সুদর্শন নৃত্যকলা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে কবি প্রণামে প্রভাতফেরির আয়োজন করা হয়েছিল। সহযোগিতায় ছিল নস্করপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। বেহালা পর্ণশ্রী রাস্তায় খুঁদেদের নৃত্য, গানে এবং রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কার্ট আউটে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পা মেলায় এলাকার অসংখ্য মানুষ।

তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ বৈশাখ আলিপুরে রবীন্দ্র কাননে কবি প্রণামের আয়োজন করেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন ও জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। কবির মর্মর মূর্তিতে প্রথমে মাল্যদান করেন জেলা শাসক ওয়াই রত্নাকর রাও, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক লিপিকা ব্যানার্জি ও অন্যান্য অতিথি বৃন্দ। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক। তারপর সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তিতে মুখরিত হয়ে ওঠে কবি প্রণাম। সঙ্গীতে গীতাঞ্জলি সরকার, কল্যাণ দাস, শম্পা বিশ্বাস, আবৃত্তিতে কুনাল মালিক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সামগ্রিক ভাবে ১৫৭তম রবীন্দ্র প্রণাম অনুষ্ঠানটি সার্থক হয়ে ওঠে। এর জন্য অবশ্যই আধিকারিক লিপিকা ব্যানার্জী এবং তাঁর দফতরের অন্যান্য সহ কর্মীদের অবদান অনস্বীকার্য।

সঞ্চিতার

কুনাল মালিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদযাপনের আয়োজন : গত ২৫ বৈশাখ ১৫৭তম জন্মজয়ন্তী করেছিল দক্ষিণ শহরতলির সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্র। কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অতিথি হিসাবে ছিলেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী প্রমুখ। সংস্থার ছাত্র–ছাত্রীরা পূজারিণী গীতিআলেখ্য পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করে। সঙ্গীতে কল্যাণ দাস ও অভিজিৎ সাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সংস্থার সম্পাদক স্বপন রায় ও সভাপতি সমর মণ্ডল

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার ২৫ বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৮তম জন্মজয়ন্তী যথাচিত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল বীরভূম জেলায়। শান্তিনিকেতনে ভোর পাচঁটায় বৈতালিক, সাতটায় উপাসনাগৃহে, নয়টায় মাধবীবিতানে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হয়। বিকালে 'লাভপুর সংস্কৃতি ভবনে' কবিগুরুর জন্মদিন পালন করা হয়। ভবন প্রাঙ্গণে কবিগুরুর মৃৎমূর্তি তৈরি করেছে খুদে শিল্পী তূর্য। বিদ্যালয়, কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিনটি যথাচিত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়।

বাসন্তী ব্লকে স্বচ্ছতা আনতে সর্বত্র বিজেপি প্রার্থীদের পদ্ম চিহ্নে

BJP

ভোট দিয়ে জয়ী করুন

সৌজন্য ঃ উত্তর মোকামবেড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েত বিজেপি কমিটি, বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

মাঙ্গলিকী

গুরুসদয় সংগ্রহশালায় গুরুসদয় দত্ত–র জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক লোকশিল্প রসিক প্রাক্তন আই সি এস গুরুসদয় দত্ত–র জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১০ মে কলকাতার ব্রতচারীগ্রামে গুরুসদয় সংগ্রহশালার উদ্যোগে আয়োজন হয়েছে নানারকম অনুষ্ঠানের। ভারত সরকারের বস্ত্রমন্ত্রকের অধীন হস্তশিল্প দফতর, পর্যটন দফতর, রাজ্য সরকারের অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন এবং ফাইনান্স কর্পোরেশান এবং ব্রতচারী সমিতির সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানে থাকছে ঐতিহ্য বিষয়ক নানা আলোচনা, ব্রতচারী নৃত্য–গীত এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিনের অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য গুরুসদয় দত্তের (জন্ম ১৮৮২) জীবন এবং দর্শন সকলের সামনে তুলে ধরা। তাঁর জীবন আদর্শে এবং তাঁর সংগৃহীত উপাদানে গড়ে ওঠা গুরুসদয় সংগ্রহশালা আজ প্রায় চার হাজার উপাদানে সমৃদ্ধ। সারা ভারতের সবথেকে বড় লোকশিল্পের এই সংগ্রহশালাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ১৯৬৩ সালে।

এইদিনটিকে স্মরণীয় করতে সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। এদিন সংগ্রহশালায় কোনো প্রবেশমূল্য থাকছে না, প্রাচীন যে কোনও শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে নিজস্বী (সেলফি) তোলা যাবে, এর জন্য সংগ্রহশালায় তৈরি হয়েছে 'নিজস্বী এলাকা' বা সেলফি জোন। জন্মদিনে সংগ্রহশালার শিল্পবস্তুর ছবি তোলা যাবে অবাধে। ফুড পার্ক, স্মরণিকা স্টল (টি–শার্ট, কোস্টার এবং অন্যান্য), প্রকাশনা স্টল, আলোচনা সভা, নাচ–গান প্রভৃতি সবকিছু নিয়েই মেতে উঠবে ব্রতচারীগ্রাম, শিল্পগ্রাম হিসেবে শিল্পীদের বিকাশের উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালে যে গ্রাম তৈরি করেছিলেন গুরুসদয় দত্ত নিজে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে 'বাংলার ব্রতচারী সমিতির' সদস্যরাও এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

'খোলা হাওয়া' পত্রিকার বর্ষপূর্তি

মলয় সুর : মানুষের জীবনের দৈনন্দিন খবরাখবর নিয়ে সংবাদ ও সংস্কৃতির মাসিক পত্রিকা 'খোলা হাওয়া' দেখতে দেখতে এক বর্ষ পূর্ণ করল। এর মধ্যেই পাঠকের সংখ্যা ২ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। চন্দননগর শহর থেকে প্রকাশিত সিপিএমের প্রাক্তন মহানাগরিক অমিয় দাসের সম্পাদনায় এই পত্রিকা চলছে। চন্দননগরে ঐতিহাসিক নিত্য গোপাল শিক্ষা মন্দির পাঠাগার প্রেক্ষাগৃহে গত রবিবার (২৯ এপ্রিল) সন্ধ্যায় একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিষয়–'জনচেতনায় আজকের গণতন্ত্র'। অংশগ্রহণে কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ, নকশাল নেতা অসীম চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ বলেন, মীরাদেবী রাজ্য নির্বাচন কমিশনার থাকাকালীন পঞ্চায়েত। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা নিয়ে সরকারের সঙ্গে বিতর্ক বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। অবসরপ্রাপ্ত ওই আইএএস আদালতে জানান, ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার জন্য রাজ্যের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন নেই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের যে ক্ষমতা রয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনেরও সেটা আছে। কিন্তু সেই মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। রাজ্যে যারা গণতন্ত্রের সলিল সমাধি তৈরি করছে তাদের সঙ্গে কোনও মতে বিরোধীরা হাত মেলাতে যাবে না।

শরৎচন্দ্রের বাসভবনে অনুষ্ঠান

সুচিত্রা সেনকে নিয়ে

শ্রেয়সী ঘোষ : গত ৩রা মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬–৩০ মিনিটে শরৎচন্দ্রের বাসভবনে (২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড, কলকাতা–২৯) 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' এর দক্ষিণ কলকাতা শাখা এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিল। বিষয় : 'সাহিত্যের চিত্ররূপে সুচিত্রা সেন''। বক্তব্য রাখলেন প্রখ্যাত চলচিত্রাভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। বক্তা তাঁর বক্তব্যে ধারাবাহিক ভাবে নিয়ে এলেন বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, আশাপূর্ণ, আশুতোষ, নীহার রঞ্জন, অচিন্ত্যকুমার, বনফুল, প্রতিভা বসু, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের লেখার চিত্ররূপে সুচিত্রা সেনের অভিনয় নৈপুণ্যের কথা। তাঁর বিশ্লেষণ মনোগ্রাহী। এ আলোচনা সভা আরও জমে উঠল শিল্পীর গাওয়া সুচিত্রা অভিনীত কিছু ছবির সঙ্গীতের জন্য। বহুশ্রুত সেই গানগুলির মধ্যে ছিল 'কে তুমি আমারে ডাকো' (অগ্নিপরীক্ষা), 'এ শুধু গানের দিন' (পথে হল দেরী), 'ঝনক ঝনক কণক কাঁকন' (ইন্দ্রাণী), 'এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়' (হসপিটাল), 'সে বিনে আর জানে না' (কমললতা) প্রভৃতি। তবলা সঙ্গত করলেন সুকমল দাস। সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করলেন বিশিষ্ট অধ্যাপিকা ড. স্বস্তি মণ্ডল। তিনি সুন্দর বক্তব্য রাখলেন। দর্শক পরিপূর্ণ এই আলোচনা সভাটি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল, তা অনায়াসে বলা যায়।

তারাশঙ্কর চর্চা

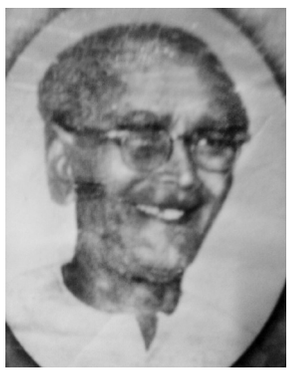

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ঠা মে শুক্রবার সন্ধ্যা ৬–৩০ মিনিটে শরৎচন্দ্রের কলকাতাস্থ বাসভবনে 'শরৎ সমিতি'র ব্যবস্থাপনায় যে সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, তার বিষয় ছিল 'তারাশঙ্করের সাহিত্যের চিত্ররূপ'। দেশ ঘন্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। শুরুতে বক্তার পরিচয় করিয়ে দিলেন 'শরৎ সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক ড. শ্যামল কুমার বসু। বক্তা শুরুতে তারাশঙ্করের জীবনকথা, পরে তাঁর সাহিত্য জীবন এবং শেষে তারাশঙ্করের গল্প উপন্যাস নিয়ে বাংলায় যে সব চলচ্চিত্র হয়েছে তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলেন। সেই আলোচনায় উঠে এলো সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর' ও 'অভিযান', তপন সিংহের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', অগ্রদূতের 'বিপাশা' ও 'উত্তরায়ণ', অজয় করের 'সপ্তপদী', দেবকী বসুর 'কবি' বিজয় বসুর 'আরোগ্য নিকেতন' সলিল সেনের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', সুবোধ মিত্রের 'দুই পুরুষ', অগ্রগামীর 'ডাক হরকরা' প্রভৃতি ছবির কথা। যে সব ছবি রিমেক হয়েছে (কবি, দুই পুরুষ, প্রতিমা), সে সবের বিশ্লেষণও করলেন।

বক্তব্যের শেষে শিল্পী শোনালেন নির্বাচিত কিছু গান যা উঠে এসেছে তারাশঙ্করের সাহিত্যের চিত্ররূপ থেকে। যেমন; 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' (আরোগ্য নিকেতন), 'বৃন্দাবন বিলাসীনী' (রাইকমল), 'এসেছি আমি এসেছি' (হার মানা হার), 'কাঁচের চুড়ির ছটা' (ডাক হরকরা), 'আমি স্বপ্নে তোমায় দেখেছি' (বিপাশ) প্রভৃতি গান গুলি। দর্শক পরিপূর্ণ এই সভাগৃহের প্রতিটি দর্শক মুগ্ধ হলেন শিল্পীর বক্তব্যে এবং গানে।

বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্রর সাংবাদিক সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসতের সুভাষ ইনস্টিটিউটে আরএসএস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ) প্রভাবিত বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র'র পক্ষ থেকে নারদ জয়ন্তী পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক প্রদীপ রায় সাংবাদিকতার আদি পুরুষ হিসেবে দেবর্ষি নারদের কথা উল্লেখ করেন। এদিন নারদ জয়ন্তী পালননের প্রেক্ষাপট ও দেবর্ষি নারদের সামাজিক জীবন মূল্য নৈতিকতা, নির্ভীকতা বিষয়ে আলোকপাত করেন সংগঠনের প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়। এই অনুষ্ঠানে সাংবাদিকতা সম্পর্কে প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট উত্তর সম্পাদকীয় লেখক পুলক নারায়ণ ধর। এদিন জেলার উপস্থিত সমস্ত সাংবাদিকদের স্মারক দিয়ে সম্মান

জানানো হয়। বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্রর পক্ষ থেকে পুলকবাবু সাংবাদিকদের হাতে স্মারকগুলি তুলে দেন। এই সঙ্গে তিনি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে সৎ সাংবাদিকতার উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্যে সাংবাদিকদের কাছে আবেদন রাখেন।

নাটক 'ইচ্ছে'

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত ৫ এপ্রিল ২০১৮ মিনার্ভা থিয়েটারে নাটকটি দেখার সুযোগ এসে গেল। কাহিনী অভিজিৎ মুখার্জি। নির্দেশনা ইন্দ্রজিৎ পাল। খুব সাদামাটা একটা গল্পকে ইন্দ্রজিৎ পাল স্বকীয় প্রয়োগ কৌশলে একটা জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন।

একটি গ্রাম্য বালিকার ইচ্ছে বা স্বপ্নের যখন এ নাটকটি। একটি অনুন্নত গ্রাম এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। দুচারজন ধনী মানুষ ছাড়া গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে। গ্রামে একটি স্কুল আছে কিন্তু যাদের দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটে না বাড়ির সকলকে যেখানে কেটে উদরান্নের সংস্থান করতে হয় সেখানে স্কুলে যাওয়া তো একটা বিলাসিতার ব্যাপার। ইচ্ছের বাবা দিন মজুর তা আবার সব দিন কাজ জোটে না। তথাপি ইচ্ছের বাবা তাকে কোনও দিন পরের বাড়িতে কাজ করতে পাঠায় নি। এমনিতেই ইচ্ছের মা একটু দৃঢ়চেতা মহিলা, সহজে হার মানতে রাজি নয়। স্কুলে ইচ্ছের যাওয়া কখনো বন্ধ হয় না একমাত্র মায়ের অনড় মনোভাবের জন্যই।

অভাব অনটনের মধ্যে লড়াই করতে করতে একদিন ইচ্ছের মারও দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়। ইচ্ছের বাবার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ইচ্ছের মাও একদিন হার মানে। মা ইচ্ছেকে ডেকে বলে মারে তোর আর বুঝি পড়াশোনা হবে নারে। আমি হেরে গেছিরে মা। ইচ্ছে তখন নবম শ্রেণিতে পড়ছে। সে কিছুতেই এতো তাড়াতাড়ি হার মানতে পারে না। মেধাবী ছাত্রী হিসাবে স্কুলে তার বেশ নাম ডাক। সে ভাবে মায়ের কিছু করার নেই, বাবারও অবস্থা তথৈবচ সুতরাং ওদের কি দোষ দেব। ইচ্ছে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে। তার যে স্বপ্ন সে ডাক্তার হবে, তার কি হবে? অবশেষে সে ঠিক করে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে। যদি কোন সহৃদয় মানুষের সন্ধান পায় সে তার স্বপ্নকে সাকার করে তুলবেই। পথে সূর্য্য মাস্টারের সাথে পরিচয় ঘটে যায়। এই সূর্যদাই তার স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে। সেটা কিভাবে সম্ভব হলো, তার রোমহর্ষক কাহিনী নিয়েই এই নাটক। সেই কাহিনী জানতে গেলে অবশ্যই এনাটকটি একবার দেখতে হবেই। প্রয়োগ গুণে এমন অসম্ভব কাহিনীও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে তার নিদর্শন রাখলেন স্বয়ং নাট্য নির্দেশক ইন্দ্রজিৎ পাল। নাটকে সামাজিক বার্তাটি বেশ ভালো নাটকের শেষে আমরা দেখতে পাই ইচ্ছে আবার গ্রামেই ফিরে আসে এবং গ্রামের অসহায় মানুষগুলোর চিকিৎসার ভার তুলে নেয়। শুধু তাই নয় ডাক্তারি পড়ার সময়ে তার বিশেষ বন্ধু ডাক্তারকেও মোটিভেট করে গ্রামে ফিরিয়ে আনে।

ঘটনার ঘনগটা হয়তো একটু সরলিকরণ করা হয়েছে, কিন্তু বলতে কোনও দ্বিধা নেই নাটক ইচ্ছে আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে। বিশেষ করে কুশীলবদের জোরালো অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করেছে। নাটকটির অনেক ত্রুটি শুধু অভিনয়ের গুণে ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

অভিনয় প্রসঙ্গে প্রথমেই বলি বাবা চরিত্রে সমীর চন্দ এবং মা চরিত্রে অন্তিকা চ্যাটার্জির অনবদ্য অভিনয় বহুদিন মনে থাকবে। সূর্য চরিত্রে সন্দীপ দত্ত, ইকবাল এর ভূমিকায় শঙ্কর বেরা, লালু চরিত্রে শান্তনু দাস, মনু চরিত্রে শৌভিক সাহা, ডঃ বন্ধু চরিত্রে শৌভিক ব্যানার্জি এবং গ্রামের মাস্টার–এর ভূমিকায় রাজা দাস বেশ ভাল কাজ করলেন। আর যাদের কথা না বললেই নয়, ছোট ইচ্ছে চরিত্রে মল্লিকা পাল এবং বড় ইচ্ছের ভূমিকায় সোমা দাস দুজনেই অসাধারণ অভিনয় করেছে।

এছাড়া সঙ্গীতে সন্দীপ দে, আলোকসম্পাতে সন্তু সাধুখাঁ দর্শকের অভিষ্ট পূরণে যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। মাঝে মাঝে মঞ্চের আলো–আঁধারি পরিবেশ রচনা এবং কোরিওগ্রাফের সময় ব্যবহৃত আলো বেশ মানানসই লেগেছে। এছাড়া কোরিওগ্রাফ শিল্পীরা যেমন মৌমিতা, রিয়া, রাজা, শৌভিক ও শান্তনু দারুণ পারফরম করলেন। প্রসেনজিৎ হালদারের মঞ্চ ভাবনা বেশ সুন্দর। আগামী দিনে পূর্ব সিঁথি নাট্যসৃজনী যেন এভাবেই এগিয়ে যায় সেই কামনা করছি। ওদের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক। আরও ভাল কাজের প্রত্যাশায় রইলাম।

প্রযোজনা : পূর্বসিঁথি
নাট্য সুজনী
নির্দেশনা : ইন্দ্রজিৎ পাল

কলকাতা–কানাডা–বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ ফেস্টিভ্যাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : উপরোক্ত সংগঠনের এক বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান হয়ে গেল ২১শে এপ্রিল উত্তম মঞ্চে। ৫–৩০ মিনিট নাগাদ অনুষ্ঠান শুরু হয়। চলে সারা রাত্রি ব্যাপী। বিশিষ্ট দর্শকবৃন্দের অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়। সংগঠনের কর্ণধার কাকলি বিশ্বাস। তাঁর ভাষণ থেকে ও অনুষ্ঠান সূচির ছাপানো তালিকা, বর্ণময় আমন্ত্রণ পত্র থেকে জানা গেল, উপরোক্ত ৩ দেশের শিল্পীদের নিয়ে ৩ দেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে ৩ দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বের বলয় গড়ে তোলা, সামাজিক শান্তির পরিবেশ গড়ে তোলা হল কাজ! সুনিশ্চিতভাবে এটি একটি মহৎ প্রয়াস।

অনুষ্ঠানের সূচনা হল এদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে (শিল্পীবৃন্দের সমবেত পরিবেশন)। স্বাগত ভাষণের পরেই এদিনকার বিশিষ্ট অতিথি রাজ্যসভার সদস্যা দোলা সেনকে মঞ্চে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় যথাযথ ভাবে। তিনিই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তাঁর ভাষণের মাধ্যমে; সংগঠনের ৩ দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় করে তোলার কাজে সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে যে প্রয়াস নিয়েছে এই সংগঠন, তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এরপরেই শুরু হয়ে যায় সারা রাত্রি ব্যাপী বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছিল সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি এমন কি খুদে জাদুকর ব্রতর (১৩) জাদু। শিল্পীরা ছিলেন স্নেহাশিষ দাস, অদিতি গুপ্ত, রিদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিত কালি, অরুণাশিষ রাম, ইরিনা রায়, শুভদীপ রায়, পার্থ প্রতিম, অনুব্রত কুণ্ডু প্রমুখ। আরও ছিলেন সা রে গা মা সঙ্গীত দল : সোহিনী সাহা, অস্মিতা কর, পিউ মুখার্জি, শুচিস্মিতা চক্রবর্তী, অরিত্র দাশগুপ্ত, শুভঙ্কর দেবনাথ, সৌরভ ব্যানার্জি, দেবযানী কর্মকার, দীপায়ন ব্যানার্জি, শ্রুয়িতা মিত্র, সৌম্য চক্রবর্তী, বিশ্বরূপ ব্যানার্জি, মেখলা দাশগুপ্ত, তৃষা চ্যাটার্জি।

গভীর রাতে অনুষ্ঠানের শেষ নিবেদন ছিল মুম্বইয়ের স্বনাম খ্যাত শিল্পী কাজালিন সাহর হিন্দি চলচিত্রের বহু চিরকালের গান।

বিশেষ অভিনন্দন জানাতে হয় খুদে জাদুকর ব্রতকে যে এত বড় মঞ্চে প্রথম ১৫ মিনিটের জাদুর মাধ্যমে দর্শকবৃন্দের উষ্ণ করতালির 'মালা'য় ভূষিত হয়...

এদিনকার অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি মনস্ক, সুখ্যাত নির্মাণকর্মী ও ইন্টিরিয়র ডিজাইনার গোপাল কুণ্ডু ও আশা অডিওর কর্ণধার মহুয়া লাহিড়ীকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় সংগঠনের জন্যে তাঁদের আন্তরিক সক্রিয় সহযোগিতার জন্য। সংগঠনের কর্ণধার কাকলি বিশ্বাসকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। আগামী দিনে তাঁর অনুষ্ঠানে মিডিয়া পার্টনার থাকবে ৫০ বছর পার করা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র আলিপুর বার্তা।

সম্পর্কের টানাপোড়েনের এক নতুন রূপ দৃষ্টিকোণ

ড. শঙ্কর ঘোষ

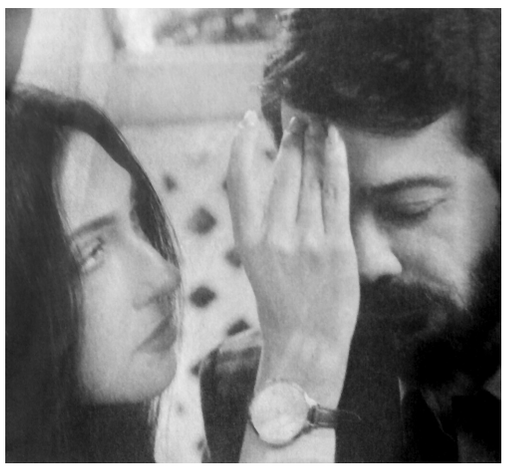

এমন এক একটি গল্প থাকে যা মনে দীর্ঘদিনের জন্য দাগ কেটে যায়। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই গুণটি পুরো মাত্রায় আছে। সম্প্রতি 'বিসর্জন' দেখে যেমন মনটা ভরে গিয়েছিল, সাম্প্রতিক 'দৃষ্টিকোণ' দেখে তেমনই আস্বাদ পাওয়া গেল। সম্পর্কের টানাপোড়েন এক ভয়ংকর বিষয়, যদি বা পুরুষটি বিবাহিত হন আর নারীটি তার স্বামীকে হারিয়ে থাকেন। তেমন ভাবেই নারী পুরুষটি কাছাকাছি এসেছেন। পুরুষটির নাম জীয়ন মিত্র (প্রসেনজিৎ), পেশায় অ্যাডভোকেট। নারীটির নাম শ্রীমতী সেন (ঋতুপর্ণা), যিনি এই অ্যাডভোকেটের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁর স্বামীর মৃত্যুর কিনারা করতে। সম্পূর্ণ মৌলিক কাহিনী এটি কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের এমনটি দাবি করব না। কারণ এক সময়ে এমন বিষয় দিয়ে জনপ্রিয় একটি রেডিও নাটক হয়েছিল ষাটের দশকে। সেখানে নায়িকার স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে জানা যায় বিধবা হয়েও অন্য পুরুষের কাছে তিনি ছুটে ছুটে আসেন শুধুমাত্র তাঁর স্বামীর চোখ দেখতে পাবেন বলে, কারণ ওই অন্য পুরুষের নষ্ট হয়ে যাওয়া চোখে বসানো হয়েছিল নায়িকার স্বামীর চোখ। সেই ফেলে আসা স্মৃতি উসকে দিল এ ছবির মধ্য দিয়ে।

এত সুন্দর করে প্লট সাজিয়েছেন কৌশিক, টুকরো টুকরো দৃশ্যের মধ্য দিয়ে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন যে দর্শকদের অন্যমনস্ক হওয়ার উপায় থাকে না। 'বিসর্জন' ছবির মতো এ ছবিতেও তিনি অভিনয় করেছেন। পরিচালনার পাশে অভিনয় যে এক দুরন্ত কাজ, কিন্তু সেখানেও কৌশিক ফুল মার্কস পেয়েছেন। প্রথমে ভেবেছিলাম তিনি এ ছবির খলনায়ক, পরে অবশ্য সে ভুল ভেঙেছে। প্রতিটি শিল্পীকে দিয়ে তিনি কাজও আদায় করে নিয়েছেন পুরো মাত্রায়। এই প্রসেনজিৎ–ঋতুপর্ণা জুটি বললেই চোখের সামনে যে এক ঝাঁক সফল বাণিজ্যিক ছবির নাম মনে আসে সেখান থেকে এই জুটি 'প্রাক্তন'এর পর আবার দৃষ্টিকোণ ছবিতে মাতিয়ে দিলেন। যে দৃশ্যে ঋতুপর্ণা তাঁর স্বামীর অপকর্ম জানলেন এবং স্বামীর চোখ প্রসেনজিতের নষ্ট হয়ে যা চোখে বসানো ছিল বলেই এত প্রেম জেগেছিল, সেই প্রসেনজিৎকে ঘৃণা করেন বলে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে বেরিয়ে আসছেন, তা এক কথায় ভোলা যায় না। চূর্ণি গঙ্গোপাধ্যায় যেখানে আবিষ্কার করেছেন শ্রীমতী এবং জীয়নের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সেই নীরব অভিব্যক্তি মনে মুদ্রিত হয়ে গেছে। এই দম্পতির শিশু কন্যাটি আগাগোড়া সাবলীল। জীয়নের সহকারীর চরিত্রের সোহম মজুমদারও দারুণ। অনুপম রায়ের সুর দেওয়া গান এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ। দর্শকেরা এ ছবির আকর্ষণে যে প্রেক্ষাগৃহমুখী হচ্ছেন, সেটা এ ছবির জন্য পুরস্কারই বটে।

মুক্তির পথে 'হেল্পু কিলাব'

নিজস্ব প্রতিনিধি : টাইটেলটা শুনলেই মনে হয় একটা অদ্ভুত নাম। যা শুনলে সহজে হাসি পেয়ে যায়। আজ যেখানে মানুষ হাসতে ভুলে গিয়েছে। ডাক্তারের কাছে

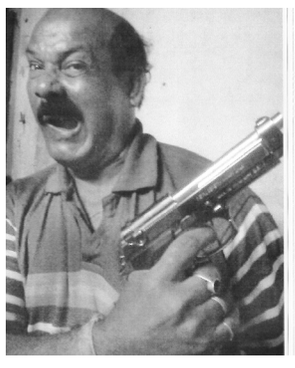

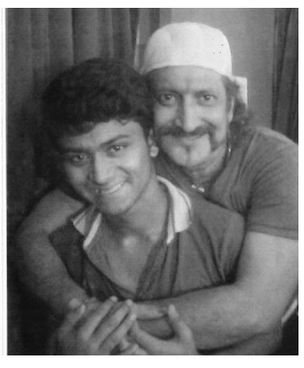

গিয়ে মানুষ ওষুধপত্র খায়, একটু ভালো থাকার জন্য। হাসি এমন একটা মেডিসিন যেটা মানুষকে ভালো রাখতে সাহায্য করে। এই ছবিটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাসির প্রতিচ্ছবি। ছবির গপ্পোটা হেল্পু কিলাব কে ঘিরে। এই ক্লাবটা সত্যি কিন্তু কাউকে কোন হেল্প করে না বরং উল্টোপাল্টা কাজ করে বেরোয়, এটাই এই ক্লাবের সদস্যদের চোখে হেল্প করা। অন্যদিকে দেখা যায় অনেক ভালো মানুষ এই ক্লাবে এসে খারাপ হয়ে যায়। মানুষ এই ক্লাবে আসে সাহায্য পাওয়া আশা নিয়ে তারপর যে ঘটনা ঘটে তাতেই প্রচণ্ড হাসির ফোয়ারা ছোটে। ছবিতে এমন সব সংলাপ রয়েছে যা শুনলে আপনাদের হাসি পেয়ে যাবেই। কোনও দিন কেউ গ্যারো পুজোর নাম শুনেছেন কি? এই হেল্পু কিলাবে সেই পুজো হয়, যার নাম মানুষ কখনও শোনেনি।

খোল করতাল, খঞ্জনি বাজিয়ে কাউকে চাঁদা তুলতে দেখেছেন? এই ছবিতে সেটাও দেখা যাবে। মানুষ মরে গেলে তুলসী পাতা এমনিতেই চোখে দেয়, এই ক্লাবে সেটা কিনতে হয়। সব থেকে বড় কথা হল এই ক্লাবের ঠিকানা বেলপাতা তুলসী–চন্দনের মাঠ। তাহলে বুঝুন ব্যাপারটা। টানটান গল্প, অরিজিনাল বাংলা গল্প। গানের কোনও ব্যবহার নেই। এই ছবির শুটিং কলকাতার বিভিন্ন স্থানে চলছে।

অভিনয়ে : শংকর ঘোষ, দেবাঞ্জন বসু, জগন্নাথ ঘোষ, ঝুমা মিত্র, সোহিনী মিত্র, তন্ময় বেরা, সুকান্ত দাস, সুব্রত ব্যানার্জী এবং আরও অনেকে।

সম্পাদনা এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক : অ্যাডভান্স মিডিয়া

ক্যামেরায় : লালি গুপ্তা

কাহিনী চিত্রনাট্য সংলাপ ও পরিচালনায় : সুব্রত ব্যানার্জী যিনি অভিনেতা তথা খলনায়ক রূপে 'রিফিউজি', 'প্রেম–সংঘাত', 'জয়–বিজয়', 'বকুল প্রিয়া', 'অভিশপ্ত প্রেম' সহ বহু ছবিতে দাপটে অভিনয় করেছেন।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

মোহন ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে ইস্টবেঙ্গল তথা বাংলা ফুটবল

অরিঞ্জয় মিত্র

মোহনবাগান ক্লাবে যে ডামাডোল শুরু হয়েছে তা যে সহজে মেটার নয় তার ইঙ্গিত আগের প্রতিবেদনেই তুলে ধরা হয়েছিল। সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান হিসেবে তথা ক্লাব বাঁচাতে পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ তথা বর্ষীয়ান মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় যে তুরুপের তাস হতে পারেন এমন ইঙ্গিতও পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও যে শতাব্দী প্রাচীন মোহনবাগানের এই অচলাবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন তাও শোনা গিয়েছিল। বস্তুত, মুখ্যমন্ত্রী মনে করছিলেন সবুজ মেরুনের এই অস্থিরতার সময় সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন দক্ষ নেতাকে সেখানে প্রয়োজন। এই ব্যাপারে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বা ছোট ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকেও সুব্রতবাবুকেই সেরা মনে করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এমতাবস্থায় ক্লাব রাজনীতির বল আবার একটু অন্যদিকে দৌড়াতে শুরু করেছে। সভাপতি টুটু বসু জানিয়েছেন তিনি কথা বলতে চান সচিব তথা দীর্ঘদিনের বন্ধু অঞ্জন মিত্রের সঙ্গে। সত্যি কথা বলতে টুটুবাবুর অর্থ ছাড়া মোহনাবাগান যে পুরোপুরি কানা এ কথা তো অনস্বীকার্য। কিন্তু একইসঙ্গে এও বলতে হবে টুটুবাবু যদি অর্জুনের মতো দুর্ধর্ষ তীরন্দাজ হন তবে তাঁর চালিকাশক্তি কৃষ্ণ কিন্তু অঞ্জন মিত্রই। টুটু-অঞ্জনের যে কেমিস্ট্রি তা বিগত দিনে বাগানকে মাথা উচু করে থাকতে সাহায্য করেছে। সেই জায়গায় যদি বড় আঘাত কেউ নামিয়ে আনে বা দুই বন্ধুর সখ্যতা নষ্ট করে দেন তবে তো যাবতীয় ঝামেলার উদ্রেক ঘটবেই। এটাই হল বাগানের সবথেকে বড় ভাইরাস। দুই বন্ধুর বিচ্ছেদ ঘটিয়ে কলুষিত হচ্ছে কলকাতার ক্লাবগুলি। মূলত ২-৩ জন কর্তা নিজেদের করায়ত্ত করে রাখার জন্যই মোহন-ইস্ট ভারতীয় ফুটবলের মূল স্রোতে মিশতে পারল ইস্টবেঙ্গল সেদিক থেকেও অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। তাও দেখা যাচ্ছে আইএসএলে নিজেদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনাই নেই লাল-হলুদ বা

যারা কালিদাসের মতো গণ্ডমুর্খের আচরণ করছেন তারা বুঝতে পারছেন না এতে পুরো পরিবারটাই ভেঙে পড়বে। তাই টুটুবাবু যখন অঞ্জন মিত্রের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন তখন খোলা পরিবেশে দুজনকে কথা বলতে দিতে হবে। এখানে বাইরের লোক কারো থাকা মোটেই সমীচিন নয়। তবে দুই বন্ধুর বৈঠকে তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম সৃঞ্জয় বসু ও সোহিনী মিত্র চৌবের নিশ্চিতভাবে থাকা উচিত।

এখনও মান্ধাতার আমলে ক্লাব চালানোর অভিযোগ উঠছে এই দুদলের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এমনকি বিদেশি আনার নামে কাটমানি খাওয়ার অভিযোগেও না বলে অভিযোগ উঠছে বারংবার। 'কালকের যোগী' বেঙ্গালুরু এফসি তাই মাত্র কবছরের মধ্যেই দেশের ফুটবলের অন্যতম সেরা শক্তি হয়ে উঠেছে। আইজল, মিনার্ভা পাঞ্জাব, লাজং প্রভৃতি দলগুলিও আগামীতে বেঙ্গালুরুর পথ অনুসরণ করবে বলে মনে করছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। সেক্ষেত্রে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল হাজারো সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও দেশের ফুটবলের মূল ধারা থেকে ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকবে।

এমনিতেই বিগত বেশ কিছু বছর জাতীয় ফুটবলে সেভাবে দাগ কাটতে পারছে না কলকাতার দলগুলি। মোহনাবাগান তাও এক যুগ পরে আইলিগ ঘরে তুললেও সবুজ মেরুনের। আশঙ্কা এটাই যে এমন দিন হয়তো সামনে এসে হাজির হবে যেদিন আইলিগটাই কার্যত ভ্যানিশ হয়ে যাবে দেশের ফুটবল মানচিত্র থেকে। সেক্ষেত্রে সবেধন নীলমণি মোহন-ইস্ট কিভাবে টিকে থাকে সেটাই দেখার। তাদের হাল যেন আবার মহমেডান স্পোর্টিয়ের মতো না হয়। এমন ভয়ও পাচ্ছেন অনেকেই। বস্তুত তাও কলকাতার দুই প্রধানের মুখিয়াদের মধ্যে কোনও তাপ-উত্তাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

ভারতীয় ফুটবল যে র‍্যাঙ্কিংয়ের দিক থেকে অনেকটাই এগিয়েছে তা বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই নজরে আসছে। এতটা ধাপ এগনো যে শুধুমাত্র সাধারণ উদ্যোগে যে সম্ভব নয় তাও মোটের ওপর পরিস্কার। আসলে অনেকদিনের পরিকল্পনার ফসল এখন একটু একটু করে তুলতে শুরু করেছে ভারতীয় ফুটবল। আর এর অন্যতম বড় অনুঘটকের নাম নিঃসন্দেহে আইএসএল। বিদেশি প্লেয়ারদের ও বিশ্বকাপারদের (হোক না সোনালী ফর্ম খানিকটা পিছনে ফেলে আসা) সঙ্গে খেলার সুযোগ অভাবনীয়ভাবে পেয়ে চনমনে হয়ে উঠেছে ভারতীয় ফুটবলাররা। এর সঙ্গে আইলিগে বিদেশি খেলোয়াড় বাড়ানোর সিদ্ধান্তও নিশ্চিতভাবে পক্ষে গিয়েছে। মোদ্দা কথা বিদেশিদের সঙ্গে এক টিমে বা বিপক্ষে খেলতে খেলতে এক অন্য ধরনের মানসিকতা তৈরি হয়েছে। যা রাফ অ্যান্ড টাফ করে তুলেছে ভারতীয় নতুন প্রজন্মকে। এভাবেই ক্রমোন্নতির দিকে আগুয়ান হয়েছে ভারতীয় ফুটবল।

আই লিগের দিকে তাকালে দেখা যাবে এখানে গত কয়েকবছর ধরে এক নতুন ধরনের ট্রেন্ড গড়ে উঠেছে। সেটা হল গুটি কয়েক ক্লাবের বাইরে গিয়ে ফুটবল খেলার বিকেন্দ্রীকরণের ঘটছে। সেজন্যই ৪-৫ বছরের মধ্যে বেঙ্গালুরু এফসি (এবার অবশ্য আইলিগের পাঠ চুকিয়ে তারা আইএসএল অভিযান চালাচ্ছে), আইজল, লাজং এফসি, পাঞ্জাব মিনার্ভা, চেন্নাই এফসি প্রভৃতি দলের আবির্ভাব ঘটেছে। আর এই দলগুলো প্রমাণ করে দিয়েছে তারা এই মুহূর্তের সেরা ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের থেকে কোনও অংশে কম নয়।

এই জায়গা থেকে নতুন করে ভাবতে হবে সবাইকে।

শুভজিতের বাজিমাত

রিম্পি ঘোষ : সম্প্রতি কলকাতায় আয়োজিত জাতীয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমি বিভাগে ব্রোঞ্জ জয় করেন হুগলি জেলার মানকুণ্ডুর ছেলে চোদ্দ বছরের শুভজিৎ দেবনাথ। ব্রোঞ্জ জয় করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন শুভজিৎ। ব্রোঞ্জ জয় করে ক্যারাটেতে নতুন সম্ভাবনার আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন শুভজিৎ। চোদ্দ বছরের শুভজিৎ মাত্র দশ বছর বয়স থেকে কোন্নগরের জাপান শটোকান কানিনজুকো ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক শানু মিত্রের অধীনে মানকুণ্ডু স্পোর্টিং ক্লাবে প্রশিক্ষ নিচ্ছেন। ২০১৬ সালে কোন্নগরে আয়োজিত জেলাস্তরের কানিনজুকো ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে রুপো জেতেন শুভজিৎ। মাত্র চার বছরের প্রশিক্ষণেই আন্তঃ বিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ (২০১৬), সুন্দরবন কাপে সোনা ও ব্রোঞ্জ (২০১৬), জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে রুপো (২০১৭), রাজ্যস্তরের কানিনজুকো ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে সোনা ও কাতায় ব্রোঞ্জ (২০১৭), রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে সোনা

(২০১৭), আন্তর্জাতিক স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে ব্রোঞ্জ (২০১৭) এইরকম অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে শুভজিতের ঝুলিতে। চন্দননগর বঙ্গ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র শুভজিৎ মানকুণ্ডু মহাডাঙা কলোনিতে থাকেন। পরিবারে রয়েছেন বাবা শুভেন্দু দেবনাথ, দুধের ব্যবসা করেন, মা মহুয়া দেবনাথ গৃহবধূ। শুভজিতের প্রিয় বিষয় অঙ্ক। প্রিয় ফুটবলার লিওনেল মেসি ও প্রিয় ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনি। আঁকা শিখে অবসর সময় কাটাতে ভালোবাসেন শুভজিৎ। প্রিয় অভিনেতা আনসান খান। শুভজিৎ জানান, আত্মরক্ষার জন্য ও শরীরকে ঠিক রাখার জন্য ক্যারাটে শিখছেন। ভবিষ্যতে সেনসি তারকনাথ সর্দার ও সেনসি শানু মিত্রের মতো হতে চান শুভজিৎ।

নেপাল ক্যারাটেতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় নলহাটির দুই ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৭ এবং ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত 'নেপাল সেখাই কিওকুশিন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ' প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করলো বীরভূম জেলার পুরসভা শহর নলহাটির দুই ছাত্রী রহনুমা তসমিন এবং সাবনূর সানাম । ষষ্ঠ শ্রেনী থেকে স্কুলেই ক্যারাটে প্রশিক্ষণ নিতো রহনুমা তসমিন। বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রী রহনুমা। নলহাটি উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেনীর ছাত্রী সাবনূর সনাম। সোমবার নলহাটি পুরসভার পুরপ্রধান রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং রহনুমা তসমিন এবং সাবনূর সানামের হাতে ফুলের তোড়া, উপহার এবং ২১০০ টাকার চেক তুলে দেন । ফলে

স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া বয়ছে নলহাটির ক্রীড়া জগতে – এইকথা বলাই যায়।

শেষ চারে যাওয়ার আশা কমছে কলকাতার

পাঁচুগোপাল দত্ত : আইপিএল-এ কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক হিসাবে দীনেশ কার্তিক যোগ

দেওয়ার পর মনে হচ্ছিল গৌতম গম্ভীরের অভাবটা খুব সহজেই মুছে ফেলা যাবে। একই সঙ্গে ইউসুফ পাঠান, সূর্য কুমার যাদবদের মতো প্রাক্তন নাইটদের অনুপস্থিতিতেও কার্তিকের নেতৃত্বাধীন দল কামাল করবে এমন আশাই রাখা হচ্ছিল। কিন্তু কোথায় কী? প্রথম দিকে নাইটরা যেভাবে খেলছিল তাতে মনে হচ্ছিল প্রথম দুয়ের মধ্যে না হোক, সহজেই সেমিফাইনালের টিকিট পেয়ে যাবে কেকেআর। কিন্তু টুর্নামেন্ট যত গড়াচ্ছে কেকেআর-এর আশা তত ক্ষীণ হতে শুরু করেছে। হায়দরাবাদ সানরাইজার্স, চেন্নাই সুপার কিং, পঞ্জাবের পর এখন চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে মুম্বই ইন্ডিয়নস। পর পর হোম এবং অ্যাওয়ে ম্যাচে মুম্বইয়ের কাছে কলকাতার হারের পর কেকেআর নেমে এসেছে পাঁচে। এখন অবস্থা এই পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, গ্রুপ লিগের পঞ্চম স্থানটিতে থাকা কেকেআর-কে শেষ পর্যন্ত প্রথম চারে জায়গা করে নিতে হলে শেষ তিনটি ম্যাচ সোজাসুজি জিততে হবে। এতেও সবকিছু আসান হয়ে যাবে না। অন্য দলগুলিকে একই সঙ্গে হারতে হবে বা খারাপ পারফরমেন্স করতে হবে। বলা বাহুল্য, এই অন্য দলগুলি হলো রাজস্থান রয়্যালস, মুম্বই ইন্ডিয়নস প্রভৃতি। কেকেআর তার সুন্দর জায়গাটা হারিয়ে ফেলল শুধুমাত্র দু'এক জন খেলোয়াড়ের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা দেখাতে গিয়ে। তাঁরা ফ্লপ করলেই উল্টে যাচ্ছে কলকাতাও।

পাদপ্রদীপের আলোর আশায় সত্যজিৎ

মলয় সুর : জুনিয়র জাতীয় পর্যায়ে আগেই বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল। এবার শুরু হয়েছে সিনিয়র পর্যায়ে সেখানে দুর্দান্ত সাফল্য পেল জয়নগরের তিলিপাড়া কার্নিয়া রোডের বাসিন্দা সত্যজিৎ মণ্ডল। ২০১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে পাঞ্জাবের পাতিয়ালাতে টেবল ভোল্টে গ্লোড পদক পায়। ২০১৮তে চণ্ডীগড় মাওয়ালিতে সিনিয়র জাতীয় পর্যায়ে ফ্লোর এক্সারসাইজে ১টি সোনা। টেবল ভোল্টে রুপো ও স্প্রিরিংয়ে ব্রোঞ্জ পায়। তাঁর জীবনের সবচেয়ে সাফল্য আসে তাঁর কাকা পার্থ মণ্ডল ইস্টার্ন রেলের হয়ে অংশগ্রহণ করে দ্বিতীয় পজিশন হয়। অন্যদিকে ভাইপো সত্যজিৎ বাংলার হয়ে ব্যক্তিগতভাবে অংশ নিয়ে তৃতীয় পজিশন পায়। সত্যজিৎ তিলিপাড়ায় এখন অবশ্য থাকে না। গত ৫ বছর ধরে সল্টলেক সাইতে রয়েছে। তাঁর কাকা পার্থ মণ্ডল একজন নামী জিমন্যাস্ট। এখন ইস্টার্ন রেলে শিয়ালদহ ডিভিশনে চাকরি করেন। ফলে সত্যজিতের কাকা পার্থকে দেখে জিমন্যাস্টিক্সে আসে। খুব অল্প বয়সেই প্রথম দিকে জয়নগরেই সৃজনীক্লাবে সত্যজিতের হাতে খড়ি হয়। এখানে ছোটদের জিমন্যাস্টিক্স শেখান কোচ শেখর মিস্ত্রি। ওখানেই সেও কোচের কাছে শেখেন। এরপর দমদমে রাসবিহারী আদর্শ ব্যায়াম মন্দিরে চলে আসে। সেখানে প্রশিক্ষণ দিতেন কোচ মনোজ নস্কর। সে সব সত্যজিতের ৯-১০ বছর বয়সের কথা। ২০০৮ সালে সত্যজিৎ সাইতে সুযোগ পায়।

সেই সময় সাইতে প্রশিক্ষণ দিতেন নিমাই কাঞ্জি। ব্যস ওখান থেকেই সত্যজিতের উত্থান শুরু। সেইসময় জয়নগর থেকে প্রতিদিন তার মা গায়ত্রী মণ্ডলের সাথে সাইতে আসতে হত ট্রেনিং নিতে। তারপর ২০১৩ সালে নিমাই কাঞ্জির উদ্যোগেই সাই হস্টেলে থাকার সুযোগ ঘটে। ২০১১তে চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় গেমসে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করে দলগত বিভাগে তৃতীয় স্থানের পদকটি অর্জন করে। জুনিয়র জাতীয় আসরে সত্যজিতের সাফল্য চমকে যাওয়ার মতো। আগের দুটো জুনিয়র ন্যাশনালে ও জিতেছে একগুচ্ছ পদক। এছাড়া স্কুল ন্যাশনালেও রয়েছে বেশ কিছু পদক। ওর পারফরম্যান্সের পারদটা বেশ উচ্চ পর্যায়ে থাকার দরুনও রাজ্য জিমন্যাস্টিকসে একজন প্রতিভাবান জিমন্যাস্ট। গত বছর থেকে পদক জিততে শুরু করেছে ন্যাশনালেও। তাঁর আদর্শ হিসাবে পার্থ মণ্ডলকে সামনে রেখে এগোচ্ছে। বর্তমানে চারুচন্দ্র কলেজের বিএ দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্র। তবে সত্যজিতের প্রিয় ইভেন্ট ফ্লোর, টেবিল ভোল্ট। এবারে সত্যজিতের লক্ষ্য এশিয়ান গেমস। সদ্য ১৯ পেরোনো সত্যজিৎ বলছিল, আমি পরের এশিয়ান গেমসকে টার্গেট করে এগোচ্ছি। এখন সাইয়ের প্রশিক্ষক অশোক মিশ্র বলেছিলেন, ওকে পরের এশিয়ান গেমসের জন্যই তৈরি করছি। তবে ওঁর বাবা হারু চন্দ মণ্ডল ও মা গায়ত্রী তাঁর এতদূর উঠে আসার পিছনে অসম্ভব পরিশ্রমের মধ্যে ছেলের জন্য দাঁতে দাঁতে চেপে লড়াই করে ফলপ্রসূ সাফল্য ছিনিয়ে আনতে পেরেছেন।

মনের খেয়াল

প্রাচীরে ছেঁদা

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

বিল্লুর পড়াশোনায় মন নেই। স্কুলে যাবার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু, পরে ওকে রাস্তায় মার্বেল বা ডাংগুলি খেলতে দেখা যায়। তাদের বস্তির পাশেই একটা বড় অফিস। ভাল ভাল পোষাক পরা অনেক লোক ওখানে কাজ করে। তাদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও আছে। বিল্লুর খুব ইচ্ছা জাগে, ইস্ ও যদি ওই অফিসে একটা চাকরি করার সুযোগ পেত। অফিসটার প্রধান ফটকটা কিন্তু ওদের বস্তির দিকে নয়। বস্তির পাশে একটা বড় উঁচু প্রাচীর। তার ওপারে ঐ অফিস।

একদিন বিল্লুর নজরে এল ঐ প্রাচীরের খানিকটা ভাঙা হচ্ছে। ও ভাবল এবার বুঝি বস্তির দিকেও একটা গেট হবে। চার পাঁচ দিন পর এক সকালে বিল্লু আবিষ্কার করল, কোনও দরজা হয়নি, ঐ প্রাচীরের ফুটোয় একটা টিভি লাগানো হয়েছে। নানা প্রকারের ছবি দেখা যাচ্ছে আর মাঝে মধ্যে গানও হচ্ছে। কাছে গেলে পাছে কেউ কিছু বলে, তাই দূর থেকেই সব কিছু লক্ষ্য করছিল বিল্লু। সেদিন ছিল রোববার, গণশাকে ডেকে আনল। এসে দেখতে পেল, বড় কয়েক জনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। গণশা একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্য করল, টিভিটার ডানদিকে আর একটা ছোট টিভি। কিন্তু, সেটাতে কোনও কিছু দেখা যাচ্ছে না।

ওটাতে হাত দিতেই অবাক কাণ্ড, বড় টিভিটার পর্দায় একটা তীর চিহ্ন আর ছোটটাতে রাখা আঙুলটা সরালে সেটাও সরছে। গণশা বিল্লুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই বড়দের একজন বলল, এই তোরা ওটাতে হাত দিয়েছিস কেন? ভাগ এখান থেকে।

ওরা আরও কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে গেল। ওদের সাহস বেড়ে যাওয়াতে, ছোট টিভিতে আঙুল লাগিয়ে নানা প্রকারের নক্সা তৈরি করতে শুরু করল। বিল্লু হঠাৎ লক্ষ্য করল, তীর চিহ্নটা পর্দার নিচে নিতেই ওটা একটা হাত হয়ে গেল আর হাতচিহ্নের নিচে একটা লুডু খেলার ছক। হাতচিহ্নটা ওখানে কিছুক্ষণ থাকতেই লুডু ছকটা বড় হয়ে গেল। প্রথমে ওরা বুঝতে পারছিল না, কীভাবে গুটিগুলো চালানো হবে। শৈবাল একটু উঁচু ক্লাশে পড়ে। ও দেখিয়ে দিল কীভাবে খেলতে হয়।

বিল্লু স্কুলে যায় ঠিকই, কিন্তু মিডডে মিলের পর রোজ ওর পেট কামড়ায়। দেওয়ালে আটকানো টিভির সামনে এলেই ওর শরীর ভালো হয়ে যায়। বিল্লু একটা নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছে, মাঝে মাঝে ও যখন বুঝতে পারেনা কী করা উচিত, তখন তীর চিহ্নটা একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে যায় আর ঐ অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকলেই টিভি থেকে ইংরেজিতে কীসব বলে। বড়রা কেউ থাকলে, মানে জেনে নেয়। সেসব ইংরেজি কথা ও একটা খাতায় লিখে রাখে। কিছুদিনের মধ্যে ও অনেক ইংরেজি শব্দ শিখে গেল।

বিল্লু মানে বিরাজ যেটা জানতে পারেনি, তা হল বিল্লুদের অগোচরে ওদের উপর নজর রাখা হচ্ছিল ঐ অফিস থেকে। প্রকৃতপক্ষে ওরা ছিল একটা বিশেষ গবেষণার গিনিপিগ।

একদিন ঐ অফিসের একজন ওকে ডাকতে এলেন। বিল্লু ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ভদ্রলোক বললেন, ভয় পেও না। বড় সাহেব তোমাকে পছন্দ করেন, উনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। বড় সাহেব ওকে বসতে বললেন। ইংরেজিতে ওকে যে প্রশ্নটা করা হল তা যদি ও ঠিক মত বুঝে থাকে তার অর্থ, তুমি কি চাকরি করবে?

ও ভাবল বড় সাহেব ওর সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। কিন্তু, উনি বুঝিয়ে বললেন, ওকে একটা ট্রেনিং নিতে হবে। ট্রেনিং এর সময়ও কিছু টাকা পাবে। ট্রেনিং এর পর পরীক্ষা দিতে হবে। পাশ করলে, চাকরি পাকা। বড় সাহেব বললেন, কাল তোমার বাবাকে নিয়ে আসবে।

বাবা এলে তাকে বলা হল, আপনার ছেলের পড়াশোনার ভারও আমরা নিচ্ছি।

ট্রেনিং এর প্রথম দিন ও দেখতে পেল ওর সামনে রাখা আছে অনেকগুলো মনিটর স্ক্রিন। সেসব স্ক্রিনে ওর বন্ধুদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ও বুঝতে পারল যে এই মনিটর গুলোর মাধ্যমেই ওরা বিরাজকে লক্ষ্য করেছে।

গবেষণাটির মাধ্যমে ঐ সংস্থা বুঝতে পেরেছে যে শেখার আগ্রহ থাকলে শিক্ষার কাজটা অনেক সহজ হয়। বিরাজ যেভাবে সব কিছু শিখেছে তাতে ওরা নিশ্চিত যে ওর মধ্যে অনেক প্রতিভা লুকিয়ে আছে।

যেন সত্যিকারের ভোজবাজি!

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয় ছোট্ট বন্ধুরা,

আমরা যখন তোমাদের মতন ছোটো ছিলাম তখন রথের মেলা থেকে একটা খেলনা কিনতাম। খেলনাটার নাম ছিল ব্যাঙবাজী। খেলনাটা ছিল এইরকম : কাঠের চাকা লাগানো কাঠের ফ্রেমের উপরে স্থায়ীভাবে বসানো থাকতো একটা মাটির তৈরি মালসা। মালসার মুখটা শক্ত করে ঢাকা থাকতো চামড়ার মতন শক্ত কাগজ (?) দিয়ে। তৈরি হল একটা ঢাক। ঢাকের পিছনে এক জোড়া ঢাকের কাঠি চাদা জোড়ার এ্যাঙ্গেলের সাথে শক্ত ভাবে সুতো দিয়ে বাঁধা থাকতো। ফ্রেমের সামনের দিকে একটা হুক লাগানো থাকতো। ওই হুকের সাথে দড়ি বাঁধা থাকতো। ব্যাঙবাজি মাটিতে বসিয়ে আমরা দড়ি ধরে টানতাম, ব্যাঙবাজি চলতে শুরু করত, ঢাকে কাঠি পড়ত তার আওয়াজ হত 'ব্যাঙ, ব্যাঙ, ব্যাঙ, ব্যাঙ' আর বড়রা চেঁচাত, 'আর না আর না...'

আজ তোমরা দেখবে উপরে বর্ণিত ব্যাঙবাজিই মন্দিরে মন্দিরে স্বয়ংক্রিয় ঢাক ও ঘন্টা হয়ে ফিরে এসেছে। এক্ষেত্রে দেখবে একটি লোহার ফ্রেমের উপরে স্থায়ীভাবে একটা ঢাক বসানো আছে। ঢাকের পিছনে এক জোড়া ঢাকের কাঠি ফ্রেমের সাথে যুক্ত রয়েছে। কাঠি জোড়াটির সাথে বৈদ্যুতিক তার লাগানো আছে। পাশে দেখবে বসানো আছে আর একটা ছোটো লোহার ফ্রেম। ফ্রেমের উপরের 'বার'

থেকে ঝুলছে ঘন্টা। ঘন্টার সাথেও বৈদ্যুতিক তার লাগানো আছে। ঢাকের কাঠি সংলগ্ন তার, ঘন্টা সংলগ্ন তার একত্রিত করে থ্রিপিন প্লাগ-এর সাথে যুক্ত রয়েছে। প্লাগটি দেওয়ালে লাগানো সুইচবোর্ডের প্লাগ পয়েন্টে ঢুকিয়ে সুইচ 'অন' করলেই কাঠি জোড়া আপনা আপনিই ঢাক বাজাতে শুরু করবে। ঘন্টা আপনা আপনিই দুলবে আর বাজবে— সুন্দর তালে তালে অনেক দূর থেকে সবাই শুনবে ঢাকের বাদ্যি আর ঘন্টা ধ্বনি...

আসলে পুরো ব্যাপারটা ঘটানো হচ্ছে বৈদ্যুতিক শক্তিকে। প্রথমে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে, তারপর যান্ত্রিক শক্তিকে শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত করে আর এই পুরো প্রক্রিয়াটা যিনি সম্পন্ন করছেন তিনি হলেন অদৃশ্য বাজিকর 'মিস্টার ইলেকট্রনিক'— ঠিক যেন সত্যিকারের ভোজবাজি!...

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com